পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 163 Thursday, 15 May, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ১৬৩ সংখ্যা ✻ ৩১ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার, ১৫ মে, ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছোল ডিএ মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ আবার পিছিয়ে গেল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বা ডিএ মামলা। এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ১৮ বার পিছিয়ে গেল ডিএ মামলা। পরবর্তী শুনানি সম্ভবত শুক্রবার। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় হারে বর্ধিত ডিএ -র সমতুল হারে ডিএ পাওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন চলছে। তা এবার শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। তবে বারবারই সুপ্রিম কোর্টে মামলা পিছিয়ে যাচ্ছে। আর তার জেরে দিশাহীন হয়ে বারবারই হতাশ হতে হচ্ছে আবেদনকারীদের। এদিন ফের হতাশ হলেন তাঁরা। এদিনও তালিকার একেবারে নিচের দিকে ছিল মামলাটি। ফলে এদিনও শুনানি হল না। শেষবার গত বছর ১ ডিসেম্বর মামলার শুনানি হয়েছিল। তারপর থেকে বারবার মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে।

গত জুলাই মাসে ডিএ নিয়ে কলকাতার হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের করা মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই নভেম্বরে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের হলেও মামলার চূড়ান্ত শুনানি এ পর্যন্ত হয়নি। প্রথম শুনানিতেই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। ফলে মামলায় নতুন বেঞ্চ গঠন করতে হয়। এরপর একাধিকবার মামলার বেঞ্চ বদল হয়। বুধবারও মামলার নতুন করে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেটাও হল না। ফলে হতাশ রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। বহুদিন ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা তাদের ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন করছেন। বার বারই তাদের এই আন্দোলন বিফলে যায়। এখন শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাদের, আবার যদি মামলা পিছিয়ে তো তাদের কিছু করার থাকবে না।

পাক সেনার হাত থেকে পূর্ণম মুক্ত, জওয়ানের স্ত্রীকে ফোন মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মে ঃ দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে পাক সেনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। খবর পেয়েই জওয়ানের অন্ত ঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনীকে ফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় তাঁদের মধ্যে। পূর্ণমকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জওয়ানের স্ত্রী। ভারতের কূটনৈতিক চাপে অবশেষে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল পাকিস্তান। ২২ দিন পর পাক সেনার হাত থেকে মুক্ত হলেন হুগলির বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। বুধবার সকাল ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর সাড়ে ১০ টায় আটারি বর্ডার থেকে দেশে প্রবেশ করেন তিনি। জানা যাচ্ছে, সুস্থ রয়েছেন পূর্ণম। পহেলগাঁও হামলার পরদিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল ভুল করে পাক ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিলেন হুগলির পূর্ণমকুমার সাউ। সেই থেকে পাক সেনার হাতে বন্দি তিনি। স্বামীর খোঁজে অন্ত ঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী গিয়েছিলেন বিএসএফের হেড কোয়ার্টারেও। আশ্বাস নিয়ে ঘরে ফিরলেও আতঙ্ক ছিলই। ৭ মে অপারেশন সিঁদুরের পর কার্যত স্বামী ফেরার আশাই ছেড়েছিলেন রজনী। এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ফ্ল্যাগ মিটিং চলছিলই। কিন্তু সমাধানসূত্র মিলছিল না। বুধবার

সকালেও ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। ভারতের লাগাতার চাপে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতে বাধ্য হয় শরিফের দেশ। এরপরই পূর্ণমকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় তাঁরা। এদিন সকাল সাড়ে দশটায় পাঞ্জাবের আটারি সীমান্ত থেকে দেশে প্রবেশ করেছেন হুগলির জওয়ান। জানা গিয়েছে, এবার তাঁর শারীরিক পরীক্ষা হবে। সব ঠিক থাকলেই যত দ্রুত সম্ভব বাড়িতে পাঠানো হবে পূর্ণমকে। প্রসঙ্গত, ভুলবশত অন্য দেশের ভূখণ্ডে সেনা ঢুকে পড়তে নিয়ম অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি দিতে হয় তাঁকে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ম তো মানেইনি, উলটে একাধিক ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পরও পাক সেনারা তাঁকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না। যা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি ভারত। এদিন সাফ জানানো হয়েছে, পরবর্তীতে এহেন ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। ২২ দিনের অপেক্ষার অবসান। বুধের সকালে পাকিস্তানে বন্দি বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ ফিরেছেন দেশে। পাঠানকোটে কর্মস্থলে পৌঁছেই স্ত্রীকে ভিডিও কল করলেন জওয়ান। একমুখ দাড়ি, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, স্বামীর দশা দেখে কেঁদে ফেললেন স্ত্রী রজনী। বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় আটারি সীমান্ত থেকে দেশে প্রবেশ করেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। সরাসরি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাঠানকোটে। পৌঁছে প্রথমেই স্ত্রী রজনীকে ভিডিও কল করেন তিনি। একমুখ দাড়ি, বিধ্বস্ত অবস্থায় স্বামীকে দেখে কেঁদে ফেলেন রজনী। ওপ্রান্ত থেকে স্ত্রীকে শান্ত করেন পূর্ণম। বলেন, চিন্তা করো না। রজনী জানিয়েছেন, স্বামী তাঁকে বলেছেন, আমি ঠিক আছি। দাড়ি কাটতে হবে। পরে কথা বলছি। ২২ দিন পর স্বামীকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রজনী। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, পাকিস্তানে বঃিদ জওয়ানের মুক্তির খবর পেয়েছি। আমি খুব খুশি। আমি ওর পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলাম। আগেও ওর স্ত্রী রজনীর সঙ্গে কথা হয়েছে। আজ আবার ফোন করেছিলাম। পূর্ণমকে শুভেচ্ছা। গোটা পরিবার খুব ভালো থাকুক।

'জয় ভীম' স্লোগান, প্রধান বিচারপতি হয়ে দলিত শিকড় মনে করালেন গাভাই

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ দ্বিতীয় দলিত হিসাবে প্রধান বিচারপতি হয়েছেন বিআর গাভাই। বুধবার শপথ নিয়েছেন তিনি। তারপরেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। তাঁদের সম্ভাষণের জবাবে 'জয় ভীম' স্লোগান দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি গাভাই। উল্লেখ্য, দলিত অধিকার আন্দোলনের স্লোগান হিসাবে 'জয় ভীম' বহুল প্রচলিত। প্রধান বিচারপতি হয়ে নিজের দলিত পরিচয়কে তুলে ধরলেন গাভাই। বুধবার দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি বিআর গাভাই। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ নিয়েছেন তিনি। প্রথম বৌদ্ধ হিসাবে ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন গাভাই। শপথগ্রহণ শেষ হওয়ার পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অনেকেই। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সুপ্রিম কোর্টে যান সদ্য শপথ নেওয়া প্রধান বিচারপতি। বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সেখানেই গাভাইকে স্বাগত জানান আইনজীবী-সহ অন্যান্যরা। তাঁদের সম্ভাষণের জবাবেই প্রধান বিচারপতি বলেন, 'জয় ভীম।'

রীতি অনুযায়ী আইন মন্ত্রক প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার কাছে তাঁর উত্তরসূরির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করেছিল। সেই মতো বিচারপতি খান্না বিআর গাভাইয়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। আগামী ছ'মাসের জন্য দেশের প্রধান বিচারপতি হবেন গাভাই। চলতি বছরে নভেম্বর মাসে অবসর নেবেন তিনি। বিচারপতি বালাকৃষ্ণনের পরে দেশের দ্বিতীয় দলিত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিআর গাভাই। প্রথম বৌদ্ধ হিসাবে তিনি প্রধান বিচারপতি হলেন। ২০০৩ সালে বম্বে হাই কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হন গাভাই। ২০০৫ সালে স্থায়ী পদ পান তিনি। ২০১৯ সাল থেকে তিনি শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব নেন। নোটবন্দি থেকে শুরু করে ইলেক্টোরাল বন্ডের মতো অন্তত ৩০০টি মামলার যুক্ত ছিলেন তিনি। এবার আগামী ছ'মাস তিনি দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন।

চাকরিহারা গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের মাসিক ভাতা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ আগেই জানানো হয়েছিল চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক ভাতা দেবে রাজ্য সরকার। আজ বুধবার নবান্ন সভাগৃহে সেই ঘোষণায় সিলমোহর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীরা যথাক্রমে ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন। যতদিন না পর্যন্ত আদালতের পরবর্তী রায় আসছে, ততদিন তাঁরা এই ভাতা পাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। সেখানেই অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক ভাতার বিষয়টি অনুমোদন পায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্টের অধীনে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। সেই প্রকল্পের অধীনেই এসএসসি ২০১৬ প্যানেলে চাকরি হারানো গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের যথাক্রমে ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। যতদিন না সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী রায় আসছে,

গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীরা ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন।

ততদিন পর্যন্ত এই ভাতা দেওয়া হবে। এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী টাকা পাবেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, চাকরি বাতিলের মামলাটি শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন। আমরা রিভিউ পিটিশন করেছি। আদালত যেমন নির্দেশ দেবে তেমনভাবেই চলব। তবে গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের যাঁদের বেতন বন্ধ, তাঁদের পরিবার সমস্যায় পড়েছে। আমরা একটা প্রকল্প তৈরি করেছি। তার অধীনে গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হয়েছে। চাকরিহারা হন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা। পরে রায়ের কয়েকটি দিক পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা হলে আদালত 'অযোগ্য বলে প্রমাণিত নন' শিক্ষকদের আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেয়। তাঁরা বেতনও পাচ্ছেন। কিন্তু অশিক্ষক কর্মী অর্থা গ্রুপ সি ও ডিদের ক্ষেত্রে এই রকম কিছু বলা হয়নি। তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে চাকরিহারা অশিক্ষককর্মীদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার।

২০২৭-এ প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি পাবে দেশ, তবে মাত্র ৩৬ দিনের জন্য!

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ বুধবার দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি বিআর গাভাই। ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকবেন। মাত্র ৬ মাসের জন্য তাঁর প্রধান বিচারপতি থাকাটা যদি স্বল্পমেয়াদের মনে হয়, সেক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে বিভি নাগরত্ন যিনি দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হবেন তিনি ওই পদে থাকবেন মাত্র ৩৬ দিনের জন্য। এবং এতেও তিনি দেশের সবচেয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রধান বিচারপতির নজির গড়তে পারবেন না!

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সময়ই। কিন্তু আজও কোনও মহিলা দেশের প্রধান বিচারপতি হননি। এখনও পর্যন্ত যে ৫১ জন দেশের প্রধান বিচারপতি হয়েছে তাঁদের সকলেই পুরুষ। এবং এযাব সুপ্রিম কোর্টে মাত্র ১১ জন মহিলা বিচারপতি পেয়েছে দেশ। এই পরিস্থিতিতে জানা যাচ্ছে, ২০২৭ সালে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন বিচারপতি নাগরত্ন। যদিও মাত্র ৩৬ দিনের জন্য ওই পদে থাকবেন তিনি। তবে এটা সবচেয়ে কম সময়ের জন্য ওই পদে

থাকা নয়। বিচারপতি কমলনারায়ণ সিং মাত্র ১৭ দিন ওই পদে ছিলেন। তালিকায় তাঁর পরেই বিচারপতি এস রাজেন্দ্র বাবু। তিনি ছিলেন ২৯ দিন। সবচেয়ে বেশিদিন ওই পদে ছিলেন যশবন্ত বিষ্ণু চন্দ্রচূড়। তিনি ৭ বছর ১৩৯ দিন দেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির মেয়াদ নিয়ে বিতর্ক বহুদিন ধরেই রয়েছে। সম্প্রতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় দেশের প্রধান বিচারপতি থাকার সময় তিনি হাই কোর্টে আটজন বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিচারপতি রাজীব শকধের মাত্র ২৪ দিনের জন্য হিমাচল হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। আসলে সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টের ক্ষেত্রের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয় 'সিনিয়রিটি'র বিচারে। এমনকী হাই কোর্টের বিচারপতিদের সুপ্রিম কোর্টে উন্নীত করা হয় সেই নিরিখেই। সেই কারণেই বেশির ভাগ তাঁরা দায়িত্ব পাওয়ার কাছাকাছি সময়ই অবসর নিতে হয় তাঁদের।

হামলার আশঙ্কা? বাড়ল বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের নিরাপত্তা বাড়ানো হল। ২০২৩ সালেই ওয়াই থেকে জেড ক্যাটেগরিতে উন্নীত করা হয়েছিল তাঁর নিরাপত্তা কভার। এবার তা আরও জোরদার করা হয়। সূত্রের দাবি, তাঁকে দু'টি বুলেটপ্রুফ গাড়ি দেওয়া হয়েছে বিদেশমন্ত্রীকে। একই সঙ্গে অনেক বাড়ানো হল তাঁর বাসভবনের বাইরের নিরাপত্তাও। প্রসঙ্গত, দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বলয় জেড ক্যাটাগরির

নিরাপত্তা। এই ক্যাটাগরির অন্তর্গত ২২ জন নিরাপত্তা রক্ষী। যার মধ্যে ৪-৫ জন এনএসজি কমান্ডো এবং স্থানীয় পুলিশও রয়েছে। এতদিন এই নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন বিদেশমন্ত্রী। এবার তা আরও বাড়ানো হল। কিন্তু কেন? আসলে গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। প্রত্যাঘাতে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে এবার নিরাপত্তা বাড়ল বিদেশমন্ত্রীর। হামলার আশঙ্কাতেই এমন সিদ্ধান্ত, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোয়েন্দাদের পরামর্শেই এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে। কেবল জয়শংকরই নয়, এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, দিল্লি বিক্রম মিসরি ও ২৫ জন বিজেপি নেতার নিরাপত্তার দিকটিও বিবেচনা করছে। গত মার্চে লন্ডনে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের উপর হামলার চেষ্টা করে খলিস্তানিরা। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই ভারতের পতাকা ছিঁড়ে দেয় এক হামলাকারী। কানাডার পাশাপাশি ব্রিটেনেও যে খলিস্তানি চরমপন্থীদের দাপাদাপি ব্যাপক হারে বেড়েছে তা ফের একবার প্রমাণিত হয়। বিদেশের মাটিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠে যায়। এবার ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন করে সেই প্রশ্ন তুলে দল। আর তাই দেরি না করে এমন পদক্ষেপ করা হল। ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফল যে কি হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে পাকিস্তান। রিপোর্ট বলছে, অপারেশন সিঁদুরে একরাতের অভিযানে পাকিস্তানের ২০ শতাংশ বায়ুসেনা ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারত।

রাজ্যে দ্রুত শিল্পায়নই লক্ষ্য, কর্মসংস্থানে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী
বিভিন্ন জমি চিহ্নিত করে শিল্পায়নের বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে রাজ্য সরকার। তার ফলে বিনিয়োগ আসছে। বাড়ছে রাজ্যের আয়। বিদেশ থেকেও লগ্নি এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তা সত্ত্বেও প্রায়শয়ই রাজ্যে শিল্প, কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। এবার বুধবার পুরুলিয়া, পানাগড়, দুর্গাপুর, হাওড়া-সহ একাধিক জায়গায় বিভিন্ন জমি চিহ্নিত করে শিল্পায়নের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্রুত শিল্পায়ন আমাদের লক্ষ্য। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ১০টি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরুলিয়া, পানাগড়, দুর্গাপুরে একাধিক সংস্থাকে জমি দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্র তৈরি সরকারের লক্ষ্য। কয়েকশো কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে একাধিক সংস্থাকে জমি দেওয়া হয়েছে। বাংলায় শিল্পের জন্য আরও অনেকে জমি চাইছেন। শিল্পায়নের ফলে রাজ্যে ক্রমশ বাড়ছে কর্মসংস্থান। ইস্পাত শিল্পে কর্মসংস্থান আরও বাড়বে বলেই আশা মুখ্যমন্ত্রীর। মমতা এদিন আরও জানান, রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক জেলায় একটি করে বড় শপিং মল বা বিগ মার্কেট খোলা হবে। যেখানে হস্তশিল্পীরা হাতে গড়া জিনিসপত্র সরাসরি ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। তার ফলে বাড়বে আয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন দিঘা নিয়েও ভবিষ্য পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ভালো জমি পেলে দিঘায় বড় বাজার তৈরি হবে। বলে রাখা ভালো, এমনিতেই দিঘায় সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা লেগে থাকে। সম্প্রতি আবার সৈকতনগরীতে জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার ফলে আরও পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশা। তার ফলে বাড়বে কেনাকাটা। উপকৃত হবেন পর্যটন ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা। এছাড়া নিউটাউনে IITEC বা বিশ্ব অঙ্গন পার্ক তৈরির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাই কোর্টের বিচারপতিদের 'পারফরম্যান্স অডিট' চায় শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ হাই কোর্টের বিচারপতিদের মধ্যেও বাড়ছে ফাঁকিবাজির প্রবণতা। অন্যাবশ্যক 'চা বিরতি' নিচ্ছেন অনেকে। ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়ছে সুপ্রিম কোর্টে। বাধ্য হয়ে বিচারপতিদেরও পারফরম্যান্স অডিট করতে চাইছে শীর্ষ আদালত। এমনটাই ইঙ্গিত বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর রাওয়ের বেঞ্চের। ঝাড়খণ্ড হাই কোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ঢিলেমির অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া এক মামলায় শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বলছে, হাই কোর্টের বিচারপতিরা অনাবশ্যকভাবে বিরতি নিচ্ছেন। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের বহু অভিযোগ আমাদের কাছে জমা পড়ছে। সময় এসে গিয়েছে তাঁদের পিছনে কত খরচ হচ্ছে, আর কেমন পারফরম্যান্স হচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখার। বস্তুত শীর্ষ আদালত স্পষ্টই বিচারপতিদের পারফরম্যান্স অডিটের দাবি তুলছেন। ঝাড়খণ্ড হাই কোর্টের ওই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্যকান্ত বলছেন, কিছু কিছু বিচারপতি আছেন যারা প্রচুর পরিশ্রম করেন। আবার একই সঙ্গে কিছু বিচারপতি অনাবশ্যক বিরতি নিচ্ছেন। এই বিরতি, সেই বিরতি। বিচারপতির বক্তব্য, হাই কোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আকছার আসছে। এটা বড় ইস্যু। বিষয়টার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। এরপরই বিচারপতি কান্ত পারফরম্যান্স অডিটের কথা বলেছেন। যদি সেটা হয় তাহলে বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা হবে। এমনিতে বিচারবিভাগের কোনও বিষয়ে বাইরের কোনও এজেন্সি অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিছুদিন আগে দিল্লি হাই কোর্টের এক বিচারপতির বাড়িতে প্রচুর নগদ উদ্ধারের পরও তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যায়নি। প্রশ্ন হল, শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ যে অডিটের কথা বলছে, সেটা কী ভাবে সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ধ্বংস পাকিস্তানের ২০ শতাংশ বায়ুসেনা ঘাঁটি, তবুও মুখে কুলুপ পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফল যে কি হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে পাকিস্তান। রিপোর্ট বলছে, অপারেশন সিঁদুরে একরাতের অভিযানে পাকিস্তানের ২০ শতাংশ বায়ুসেনা ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারত। তবে বুক ফাটলেও লজ্জার ভয়ে মুখে কুলুপ পাকিস্তানের। এখনও সাফল্যের ফাঁকা বেলুন ফোলাতে শুরু করেছে তারা। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জায়গায় হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। তার পাল্টা জম্মু থেকে গুজরাট পর্যন্ত লাগাতার ড্রোন হামলা চালায় পাকিস্তান। চেষ্টা চলে ভারতের সেনা ঘাঁটিতে আক্রমণের। পাকিস্তানের সব হামলা রুখে দেওয়ার পর আসিফ মুনিরকে শিক্ষা দিতে ১০ মে রাতে পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারত। ওই একরাতেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানের ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটি। সরকারি সূত্র তুলে ধরে সংবাদমাধ্যমের দাবি, ওই রাতের হামলায় পাক বায়ুসেনার ২০ শতাংশ সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। পাক বায়ুসেনার স্কোয়াড্রেন লিডার-সহ মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫০ জনের। ধ্বংস হয়েছে একাধিক যুদ্ধবিমানও। পাকিস্তানের ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ভারতের হামলার রিপোর্ট ইতিমধ্যেই ছবি, ভিডিও-সহ প্রকাশ করেছে ভারত সরকার। যেখানে যেখানে হামলা চলে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রফিকি, মুরিদ, নূর খান, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর, চুনিয়ান, পাসরুর, শিয়ালকোট। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাওয়ালপিন্ডির নূর খান সেনাঘাঁটিতে হামলা। পাক সেনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এটি। পাক পরমাণু অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধানকারী সংস্থা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানস ডিভিশনের সদর দপ্তরের খুব কাছে অবস্থিত এই ঘাঁটি। যার জেরে সেনাঘাঁটির রানওয়েতে পুকুর সাইজের বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। বিস্ফোরণে আগুন ধরে গিয়েছে আশপাশের এলাকায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে জায়গাটা। পাকিস্তানের মাটিতে জোরালো আঘাত হেনে ভারত স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করা হবে না। যদিও মার খেয়েও দেশবাসীর কাছে মুখ বাঁচাতে তৎপর হয়েছে পাকিস্তান। বুক ফাটলেও ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে পাকিস্তান। বরং ভারতকে ফোন করে সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ জানিয়ে এখন দেশের সামনে মুখরক্ষায় ভারতের বিরুদ্ধে জয়ের মিথ্যা দাবি তুলছেন শাহবাজরা।

'অরুণাচল ভারতেরই', চিনের দখলদারি নিয়ে তোপ নয়াদিল্লির নামকরণের ব্যর্থ এবং অযৌক্তিক চেষ্টা করছে

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ অরুণাচল প্রদেশের একাধিক এলাকার নামকরণ করেছে চিন। ভারতের ২৭টি জায়গার নতুন নাম করে একটি বিবৃতি জারি করেছে চিনের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। এহেন পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে পাল্টা বিবৃতি জারি করেছে ভারত। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে পরিস্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। গত ১২ মে চিনের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, অরুণাচল প্রদেশের ২৭টি অঞ্চলের নতুন নামকরণ করেছে তারা। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই অরুণাচল

প্রদেশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে মনে করে। চিনের একাধিক মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশকে জ্যাংনান অর্থাৎ তিব্বতের দক্ষিণ অংশ বলে দেখানো হয়। সেই জঘন্য পদক্ষেপ আরও একবার করেছে চিন। বেজিংয়ের জঘন্য ষড়যন্ত্রের পরেই সুর চড়িয়েছে ভারত। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারতের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের নামকরণের ব্যর্থ এবং অযৌক্তিক চেষ্টা করছে চিন, সেটা আমরা খেয়াল করেছি। আমাদের বরাবরের যা নীতি, সেই অনুযায়ীই আমরা চিনের এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ করছি। চিন যতই বানিয়ে বানিয়ে নামকরণ করুক, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।

উল্লেখ্য, গত বছরেই অরুণাচল প্রদেশের তিরিশ জায়গার চিনা নাম রাখা হয়। বেজিংয়ের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১২টি আবাসিক এলাকা, ১১টি পাহাড়, চারটি নদী, একটি সুড়ঙ্গ ও দুটি খালি এলাকার চৈনিক নামকরণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের প্রতিক্রিয়া, নির্বোধের মতো কাজ করেছে চিন। নতুন নামকরণ করলেও বাস্তবটা বদলে যাবে না। অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে আর থাকবে। বেজিংয়ের এই পদক্ষেপ করা নিন্দা করছে ভারত। তারপরেও অরুণাচলকে নিজেদের অংশ বলেই লাগাতার দাবি করে যাচ্ছে চিন।

জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক, পঞ্জাব ও রাজস্থানেও ফিরেছে শান্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ গত মঙ্গলবার রাতেও ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে আর কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। রাতে শান্তই রইল ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চল, নেই কোনও অশান্তির খবর। রাতভর শান্তই ছিল পরিস্থিতি। বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় দৃশ্যত স্বাভাবিক ছিল জনজীবন।মঙ্গলবার রাতে জম্মু, সাম্বা, আখনুর এবং কাঠুয়ায় প্রাথমিকভাবে ড্রোনের দেখা মিললেও, রাতভর কোনও ড্রোন দেখা যায়নি।জম্মু, সাম্বা ও আখনুরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায়.মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। গত রাতে এখানে কোনও ড্রোন, গুলিবর্ষণ বা গোলাগুলির খবর পাওয়া যায়নি। পঞ্জাবের ফিরোজপুরেও স্বাভাবিকতা ফিরেছে। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ-বিরতির পর বুধবার চতুর্থ দিন। সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘাতের ধাক্কা কাটিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান ও পঞ্জাবে জনজীবন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে।

অপারেশন সিঁদুর ভারতের বৈশিষ্ট্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ অপারেশন সিঁদুর ভারতের বৈশিষ্ট্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বুধবার তিনি বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর ভারতের পরিচয়, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ও সেখানে যে সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্ব এবং যে নতুন মতবাদ তৈরি হয়েছে তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এটি দেশের জন্য সত্যিই একটি প্রশংসনীয় বিষয়।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কথায়, অপারেশন সিঁদুর ভারতের মর্যাদা এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, সেই সাথে সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্ব এবং নতুন মতবাদও গঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য,

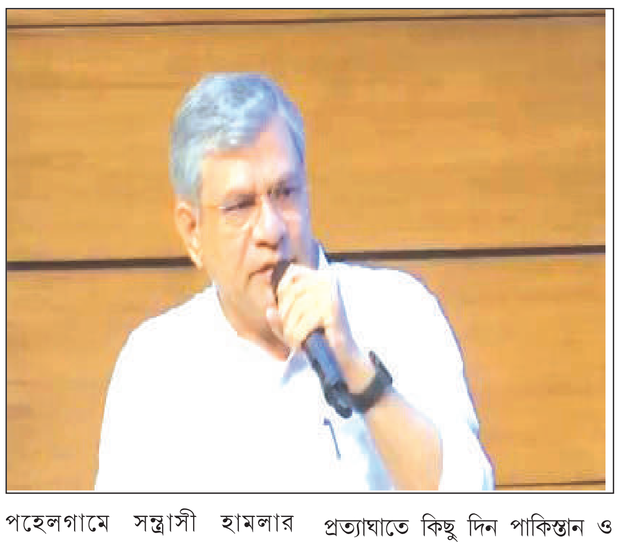

পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যাঘাতে কিছু দিন পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হামলা চালায় ভারত। সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর।অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী শুরু থেকেই আমাদের বাস্তুতন্ত্রের উপর মনোযোগ দিতে বলছেন। গ্যাস, রাসায়নিকের উপাদকরা ভারতে নিজেদের কারখানা স্থাপন করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার অপারেশন সিঁদুরেও করা হয়েছে। প্রযুক্তি ভারতকে বিশাল শক্তি দেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে। এই ধারাবাহিকতায়, প্রধানমন্ত্রী মোদীর তৃতীয় মেয়াদে ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বলে মনে করা হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানা যায়।

বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করাই লক্ষ্য, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ১৪ মে ঃ বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করাই লক্ষ্য, জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাকিস্তান তথা সন্ত্রাসবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, যদি আমাদের কেউ বিরক্ত করে, আমরা তাদের রেহাই দেব না। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বুধবার সকালে লখনউতে 'ভারত শৌর্য তিরঙ্গা যাত্রায়' অংশ নেন। জাতীয় পতাকা নিয়ে তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেন বহু মানুষ। সবার মুখে ধ্বনিত হয় 'ভারত মাতা কি জয়'।যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, সমগ্র দেশ সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও সাহসকে কুর্নিশ জানাচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য সমগ্র রাজ্যের পক্ষ থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানাই। পহেলগামে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের বর্বর কাজের নিন্দা করেছে গোটা বিশ্ব।

সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে এবং গোটা বিশ্বকে বার্তা দিয়েছে, আমরা কাউকে কষ্ট দেব না, কিন্তু যদি কেউ আমাদের কষ্ট দেয়, আমরা তাদের রেহাই দেব না। সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উত্তর প্রদেশে তিরঙ্গা যাত্রা শুরু হয়েছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'বিকশিত ভারত'-এর দৃষ্টিভঙ্গি পূরণের জন্য 'দেশ সর্বোপরি-র চেতনা নিয়ে কাজ করা। যখন ১৪০ কোটি ভারতীয় 'দেশ সর্বোপরি'-র চেতনা নিয়ে কাজ করেন, তখন কোনও শক্তিই ভারতের বিরোধিতা করতে পারে না। এখন আমরা সেই সংকল্পের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই 'তিরঙ্গা যাত্রা'-তে অংশগ্রহণ করছি। বিশ্ব পাকিস্তানের এই লজ্জাজনক কাজ দেখেছে, যেখানে পাকিস্তানের সেনা আধিকারিক এবং শীর্ষ নেতারা সন্ত্রাসীদের শেষকৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন। এই বিষয়গুলি দেখায় যে পাকিস্তান একটি ব্যর্থ জাতি। গত ৭০-৭৫ বছরে, পাকিস্তান কেবল সন্ত্রাসবাদের বীজ বপন করেছে। যোগী দাবি করেছেন, একদিন সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানকেও গ্রাস করবে। পাকিস্তান সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গেছে। অপারেশন সিঁদুর ছিল পাকিস্তানের অপকর্মের জবাব। যারা ভারতের দিকে আঙুল তুলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে তাদের এমন পরিস্থিতিতে ফেলা হবে যেখানে কেউ তাদের শেষকৃত্যে যোগ দিতে পারবে না

ভারত মাতা কি জয় ধ্বনির শক্তি এখন বিশ্ব দেখছে ঃপ্রধানমন্ত্রী

আদমপুর, ১৪ মে ঃ ভারত মাতা কি জয় ধ্বনির শক্তি এখন বিশ্ব দেখছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত মাতা কি জয়, এটা কেবল একটি ধ্বনি নয়।এটি দেশের প্রতিটি সৈনিকের শপথ, যারা ভারত মাতার সম্মান ও মর্যাদার জন্য নিজের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে। গত মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী আদমপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে যান। সেখানে তিনি বায়ুসেনার জওয়ানদের সঙ্গে দেখান করেন, সাহসী জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত মাতা কি জয় দেশের প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর, যারা দেশের জন্য বাঁচতে চায় এবং দেশের জন্য কিছু অর্জন করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যখন ভারতীয় সৈন্যরা ভারত মাতা কি জয় বলে চিকার করে, তখন শত্রুর হৃদয় কেঁপে ওঠে। যখন আমাদের ড্রোন শত্রুর দুর্গের দেওয়াল ধ্বংস করে, যখন আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তীব্র শব্দে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছয়, তখন শত্রুরা শুনতে পায় - ভারত মাতা কি জয়।জওয়ানদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আপনারা সকলেই সত্যিই লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে গর্বিত করেছেন। আপনারা ইতিহাস তৈরি করছেন। বীরদের পা যখন মাটি স্পর্শ করে, তখন পৃথিবী ধন্য হয়ে ওঠে। যখন কেউ বীরদের দেখার সুযোগ পায়, তখন জীবন ধন্য হয়ে ওঠে। সেই জন্যই আমি আপনাদের দেখতে খুব ভোরে এখানে এসেছি। আপনারা ইতিহাস তৈরি করেছো।

রাঁচিতে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন, জাতীয় পতাকা নিয়ে মহামিছিল রাজপথে

রাঁচি, ১৪ মে ঃঅপারেশন সিঁদুরের জন্য ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে শ্রদ্ধা ও কুর্নিশ জানিয়ে বুধবার ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। জাতীয় পতাকা নিয়ে রাঁচির রাজপথে হাঁটলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। উঠল ভারত মাতা কি জয় ধ্বনি। তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ বলেছেন, এটা ভারত মাতার সেবা। 'বন্দে মাতরম' বলা দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। আর 'ভারত মাতা কি জয়' উচ্চারণ গভীর আবেগের সংযোগ তৈরি করে।বিজেপি বিধায়ক সি পি সিং বলেছেন, এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা আমাদের ভারতের গর্ব, সম্মান এবং গৌরব। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ আমাদের সেনাবাহিনী যেভাবে নিজস্ব যুদ্ধ দক্ষতা, বীরত্ব এবং সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন। সকলের সহযোগিতা পাবেন। ভ্রাতৃত্ব আরও দৃঢ় হবে। সকলের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখবে। নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে সুখবর পাবেন। সাফল্যের হার বাড়বে। সামাজিক কাজে অংশ নেবেন। ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকা, আজকের শক্তি আপনার বুদ্ধিমত্তাকে বাড়িয়ে তুলবে। অগ্রাধিকার পরিবর্তনের জন্য একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা বজায় রেখে, উদ্দীপক কথোপকথন এবং প্রকল্পগুলিতে ব্যস্ত থাকুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উন্নত করার জন্য প্রতিফলনের সাথে বিকল্প সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা করুন। ।।

কর্কটঃআজ আপনার পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার পরিস্থিতি অনুযাযী সিদ্ধান্ত নিন। বাণিজ্যিক বিষয়ে শিথিলতা বজায় থাকতে পারে।

সিংহঃ আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

কন্যাঃ লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন। আপনার প্রচেষ্টা মূল্যায়ন করার এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করার এটি সঠিক সময়।

তুলাঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। পেশাগত বিষয়ে দায়িত্বশীল মনোভাব বজায় রাখুন। উপলব্ধ সংকেতগুলির সুবিধা নিন।

ধনুঃআজ সম্পর্কের প্রতি আপনার উসাহ সম্পর্কের আনন্দকে জাগিয়ে তুলবে। অবিবাহিতরা এমন কারো প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে যার মধ্যে বৌদ্ধিক কৌতূহল এবং সাহসিকতার অনুভূতি রয়েছে অর্থপূর্ণ সংলাপ গড়ে তোলার জন্য যোগাযোগযোগ্য এবং আন্তরিক থাকুন।

মকরঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে।

কুম্ভঃ আজ আপনি প্রজ্ঞা এবং উৎসাহের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করবেন। আপনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কার্যকর থাকবেন।

মীনঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। আজ আপনার পথে আসা নতুন বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করুন- কিন্তু একবার প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পরেই তাতে নিজেকে সঁপে দিন। এছাড়াও আপনি আপনার শখ পূরণে এবং পরিবারের সদস্যদের সাহায্যের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে পারেন। আজ ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনার বিবেচনা করার শক্তি ব্যবহার করুন।

বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন শিবির

বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ সকালে গ্রীষ্মকালীন শিবির অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল।গ্রীষ্মকালীন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়। শিক্ষক মহাশয়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশ্ন কবিতা টি আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘটে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষক মাননীয় পার্থ মালগোপ মহাশয়। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পার্থ আচার্য্য মহাশয় এবং শিক্ষিকা সুপ্রিয়া বিশ্বাস মহাশয়া। গ্রীষ্মকালীন শিবিরে প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অভিভাবক ও অভিভাবিকারা এই সুন্দর শিক্ষনীয় শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।শিবিরে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নাচ, গান ,আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে।

অমৃতসরে বিষমদে মৃত্যু বেড়ে ২৩, স্থিতিশীল অবস্থায় ১৩ জন হাসপাতালে ভর্তি

অমৃতসর, ১৪ মে ঃ পঞ্জাবের অমৃতসরে বিষমদ কাণ্ডে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২৩-এ পৌঁছেছে। আরও ১৩ জন এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, তবে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। অমৃতসরের সিভিল সার্জন ডাঃ কিরণদীপ বিস্তারিত তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, মাজিথা এবং থ্রেওয়াল এলাকার সাতটি গ্রামে ঘরে ঘরে সমীক্ষা চালানো হয়েছে।অমৃতসরের মাজিথা এলাকায় এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে, যেখানে সাতটি গ্রামের মানুষ ইথানল থেকে তৈরি বিষাক্ত মদ পান করেছিলেন। রাসায়নিক থেকে নকল মদ তৈরি এবং বিক্রি করার মূল অভিযুক্ত-সহ ১০ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। মৃতদের আত্মীয়দের প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণও ঘোষণা করা হয়েছে।এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে নিহতদের পরিবারগুলি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। মৃতদের একজনের পরিবারের সদস্য বলেন, গত সন্ধ্যায় আমাদের পরিবারের সদস্যকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আমরা যখন তাকে দেখতে আসি, তখন তার শরীরে অতিরিক্ত ঘাম, কাঁপুনি এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের মতো লক্ষণ দেখা দেয়। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে তার অবস্থার অবনতি হয়, তাই তাকে দ্রুত আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ভেন্টিলেটরে রাখা হয়। রাত ২টো নাগাদ আমরা তার মৃত্যুর খবর পাই।পঞ্জাবের ডিজিপি টুইট করেছেন, অমৃতসরের মাজিথায় বিষাক্ত মদের ঘটনায় দিল্লির মডেল টাউন থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশ। প্রধান অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, সাহেব সিং ঋষভ জৈনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যা তার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ইতিহাস থেকে জানা গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, সাহেব সিং জৈনের কাছ থেকে একটি চালান পেয়েছিলেন, যা পাঞ্জাব অঞ্চলে নকল মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হত। বিএনএস এবং আবগারি আইনের অধীনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং এই অবৈধ নেটওয়ার্কের অন্যান্য যোগসূত্র উন্মোচনের জন্য তদন্ত চলছে।

জম্মুতে বাড়বে তাপমাত্রা, আপাতত শুষ্ক থাকবে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ১৪ মে ঃ আগামী ৩-৪ দিন জম্মুতে বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। এই সময়েকাশ্মীর উপত্যকার আবহাওয়াও শুষ্ক থাকবে। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৮ মে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। এই সময়ে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জম্মুর পাশাপাশি কাশ্মীরেও বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আগামী ৩-৪ দিন বিশেষ করে জম্মু বিভাগে দিনের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।কৃষকদের আগামী ১৮ মে পর্যন্ত কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা অনুশীলন করছে দিল্লি সরকার ঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা অনুশীলন করছে দিল্লি সরকার। জোর দিয়ে বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তী সমস্ত সরকারের আমলে দিল্লির জনসাধারণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা ব্যর্থ ছিল। আমাদের সরকার জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আপডেটেড অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা তৈরির জন্য ব্যাপক হোমওয়ার্ক করছে। আমরা প্রতিটি রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, ডিএম এবং এসডিএম অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করব, যা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সরাসরি পরিচালনা করবে। আমাদের সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা অনুশীলন করছে। উল্লেখ্য, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বুধবার নতুন দিল্লির রাইসিনা হিলে দিল্লি সচিবালয়ে জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করেন।

তুরস্কের আপেল বর্জনের ডাক, পাকিস্তান প্রীতির প্রতিবাদে গাজিয়াবাদের ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ

গাজিয়াবাদ , ১৪ মে ঃপাকিস্তানের প্রতি তুরস্কের প্রকাশ্য সমর্থনের প্রতিবাদে তুরস্ক থেকে আমদানি করা আপেল বিক্রি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন উত্তর প্রদেশর গাজিয়াবাদের সাহিবাবাদ ফল বাজারের ব্যবসায়ীরা। এক ফল ব্যবসায়ী জানান, তুরস্ক পাকিস্তানকে ড্রোন সরবরাহ করেছে, যা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে। যখন তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছিল, তখন ভারতই প্রথম তাদের সাহায্য করেছি। ভারতের সন্ত্রাস-বিরোধী পদক্ষেপের সময় তুরস্ক উল্টে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থান মেনে নিতে পারি না। তাই তুরস্কের আপেল বিক্রি বন্ধ করেছি। তিনি আরও জানান, তুরস্ক থেকে এখানে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করা হয় কিন্তু আমরা সেই সমস্ত পণ্য বর্জন করেছি।

পদক্ষেপ ভারতের বন্ধ করা হল গ্লোবাল টাইমস

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃগ্লোবাল টাইমস, জিনহুয়া নিউজ এজেন্সি এবং টিআরটি ওযার্ল্ডের এক্স অ্যাকাউন্ট গুলি ব্লক করেছে ভারত। সূত্র অনুসারে, দেশে মিথ্যা পাকিস্তানি প্রচার চালানোর অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্লোবাল টাইমস হল পিপলস ডেইলির অধীনে পরিচালিত একটি ইংরেজি ভাষার ট্যাবলয়েড, যা চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মালিকানাধীন। সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সরকারী রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা হিসেবে কাজ করে, অন্যদিকে টিআরটি ওয়ার্ল্ড হল তুরস্কের পাবলিক ব্রডকাস্টার। চিনা সরকারী সংবাদ সংস্থা সূত্র খবর জানা যায়।

নৃশংসতা! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রনেতাকে কুপিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

ঢাকা, ১৪ মে ঃবাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে ছাত্রনেতাকে কুপিয়ে খুন করলো দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, নিহত ছাত্রের নাম শাহরিয়ার আলম সাম্য (২৫)। শাহরিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছিলেন। এ ছাড়া, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এএফ রহমান হল শাখার সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদকও ছিলেন তিনি।মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মুক্ত মঞ্চের পাশে ঘটনাটি ঘটে। আততায়ীর ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন ওই পড়ুয়া। রাত ১২টা নাগাদ রক্তাক্ত অবস্থায় শাহরিয়ারকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

কাশ্মীরে ফিরেছে শান্তি, হজযাত্রীদের দ্বিতীয় দল মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা

শ্রীনগর, ১৪ মে (হি.স.) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত মিটতেই শান্তি ফিরেছে কাশ্মীরে। উপত্যকায় শান্তি ফিরতেই বুধবার শ্রীনগর থেকে হজযাত্রীদের দ্বিতীয় দল সৌদি আরবের মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। শ্রীনগর থেকে হজযাত্রীদের প্রথম দল গত ৪ মে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। আর বুধবার মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে দ্বিতীয় দল। জম্মু ও কাশ্মীর হজ কমিটির নির্বাহী আধিকারিক ডঃ সুজাত আহমেদ কুরেশি বলেছেন, এই বছর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে মোট ৩৬২২ জন হজযাত্রী যাত্রা করছেন।

প্রতিবছরের মতো এবছর ও জমজমাট সু ন্দরবনের মৈপীঠে জঙ্গল মেলা

কুলতলিঃপ্রতিবছরের মতন এবছর ও সু ন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী কুলতলি বিধানসভার মৈপিঠের বনবিবির মেলা যা জঙ্গল মেলা হয়ে গেল মঙ্গলবার।মানুষের বিশ্বাস ও প্রাচীন রীতি মেনে আজ ও চলে আসছে সুন্দরবন অঞ্চলের মৈপীঠের গভীর জঙ্গলে বনবিবির পুজো ও মেলা।এই মেলা দেখতে, সুন্দরবনের সংস্কৃতি,রীতিকে দেখতে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিল জঙ্গলে।সুন্দরবন এলাকায় মানুষের জীবন জঙ্গল-নির্ভর ।সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ভয়ঙ্কর বাঘের সাথে লড়াই করে জীবন -জীবিকা অতিবাহিত করেন এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ।জীবিকার সন্ধানে সুন্দরবনের গভীর ব্যাঘ্র সংকুল নদী বেষ্টিত ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে মধু, কাঁকড়া, মাছ আনতে যায় এখানকার মানুষ জন।আর এভাবেই চলে আসছে এদের জীবন।গভীর জঙ্গলে বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে বনের দেবী বনবিবি তাদের ভরসা।দেবী বনবিবিকে পুজো দিয়ে মানত করে জীবনের ভয়কে তুচ্ছ করে এখানকার মানুষ বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রুটি-রুজির সন্ধানে । মানুষের সেই বিশ্বাস ও ভরসা কে আঁকড়ে গভীর জঙ্গল থেকে মধু ও কাঁকড়া সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পরেই বনবিবির মন্দিরে

পুজো দিয়ে মানত পূরণ করেন এরা। প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরে বাঘের উদ্দেশে জঙ্গলে মোরগ ছেড়ে দেন মধু ও কাঁকড়ার সংগ্রহকারীরা।প্রাচীন এই রীতি ঘিরে বসে মেলাও। সুন্দরবনের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই দেবীকে পুজো করেন।কুলতলির মৈপীঠ অঞ্চলের শনিবারের বাজার থেকে বেশ কিছুটা দুরে নগেনাবাদ গ্রামে মাকড়ি নদী পেরিয়ে যেতে হয় ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে । এই গভীর জঙ্গলের ভিতরে দেবী বনবিবির এই মন্দির অতি সাধারণ দরমার বেড়া দেওয়া এসবেস্টারের চালায় । এই মন্দিরে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বিরাট ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয় ও সাথে পুজোকে কেন্দ্র করে বসে বিশাল মেলা ।এই দিন হাজার হাজার মানুষ মৈপীঠের মাকড়ি নদী পেরিয়ে জঙ্গলের ভিতর বনবিবির মন্দিরে ভিড় করেন পুজোর উদ্দেশ্যে। মাকড়ি নদীর এপারে মৈপীঠের নগেনাবাদ গ্রাম ওপারে গভীর ম্যানগ্রোভের জঙ্গল যা বৈঠাভাঙির জঙ্গল নামে খ্যাত,যেখানে সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান। এই নদী পেরিয়েই ওপারের জঙ্গল থেকে বাঘ মামা প্রায়শই চলে আসে এপারের লোকালয়ে। কোমর সমান কাদায় নেমে নৌকায় নদী পারাপার , অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এই যাত্রা। স্থানীয় মেলা কমিটি ও প্রশাসন থেকে নদী পারাপারের জন্য বিনামূল্যে নৌকার ব্যবস্থা করেন।এছাড়াও সুন্দরবনের চতুর্দিক থেকে নৌকায় চেপে প্রচুর মানুষ জন আসেন এই স্থানে বনবিবির পুজো দিতে। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলের ভিতর মন্দিরের চারপাশে বন দফতরের রক্ষীরা পাহারা দেয় হাতে আধুনিক আগ্নেযাস্ত্র নিয়ে ও জঙ্গলের ভিতর মন্দিরে যাতাযাতের পথ ও পুজোর এলাকাটা বেশ উঁচু করে জাল দিয়ে ঘেরাও থাকে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য।সু ন্দরবনের মানুষের বিশ্বাস ও রীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে এই বনবিবির মেলা বা স্থানীয় মতে জঙ্গল মেলা এক ভিন্ন অনুভূতির স্বাদ এনে দেয়।গোসাবা থেকে আগত পুটিরাম মন্ডল,জয়নগর থেকে আগত সইদুল্লা মোল্লা সহ একাধিক মানুষ জানালেন, বছরের এই একটি দিনে বনবিবির পুজো অর্চনা ও মেলা হয় ধর্মীয় রীতি মেনে। আর প্রতিবছরের মতন এবছরও আমরা এই মেলায় আসতে পেরে খুশি।হাজার হাজার মানুষের সমাগমে বেশ জমজমাট হয়ে উঠলো এবছরের এই বন বিবির মেলা বা জঙ্গল মেলা

"সন্তানদের নিয়ে বড় ঝুঁকি", সুচিন্তিত মন্তব্য দিলীপের

কলকাতা, ১৪ মে ঃ আমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে সবটা নজর রাখা দরকার। ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তার পরেও এত বড় ঝুঁকি থেকে যায়। এটাই চিন্তার বিষয়।'' রিঙ্কু মজুমদারের পুত্রবিয়োগ সম্পর্কে বুধবার সংবাদমাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ।প্রীতমের মৃত্যুতে ইতিমধ্যেই ওষুধের ওভারডোজের প্রসঙ্গ আসছে। দিলীপ ঘোষের মুখেও শোনা গেল সেই কথাই। এ দিন দিলীপ ঘোষ বলেন, ' কী ভাবে কী হলো সেটা ময়নাতদন্তের ফাইনাল রিপোর্টই বলতে পারবে। তবে প্রীতম একা থাকতেন না।' এমনকী ঘটনার আগের রাতে তিনি বন্ধুদের সঙ্গেই ছিলেন বলে জানান দিলীপবাবু। এমনকী আগে রিঙ্কুও গিয়ে থেকেছেন বলে দাবি দিলীপের।দিলীপ ঘোষ বলেন, ' বন্ধুবান্ধব নিয়ে একসঙ্গে ছিল। রাতে পার্টি করেছে, এইটুকু জানি। কিন্তু যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, ড্রাগ বা ইত্যাদি। এ সমস্যা

আগে থেকেই ওর ছিল। শুনলাম ওর কাউন্সেলিং চলছিল, অফিসের ডাক্তার দেখতেন। চেষ্টা চলছিল ঠিক করার।'দিলীপবাবুর সংযোজন, ' যুবসমাজের মধ্যে নেশার যে প্রভাব, এটা তার একটা নমুনা। কী হয়েছিল, কত দূর হয়েছিল, নেশা করেছিল কি না তা তো বলার আগেই ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। আমার মনে হয় আগামিদিনে সেটা জানা যাবে। আর আমাদের সবার কাছে এটা একটা বড় শিক্ষা সকলের জন্য।গত মাসেই রিঙ্কু মজুমদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের। মায়ের বিয়েতে গরহাজির ছিলেন প্রীতম। শহরের বাইরে ছিলেন তিনি। তবে মাকে নতুন জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, দিলীপ ঘোষের সঙ্গেও তাঁর স্বাভাবিক সম্পর্কের কথা বলে মনে হয়েছে।

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১৬-১৯ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গল বার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা৫০মনিট এবং রাত ১০ট। ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

জমি বিবাদে দাদাকে কুপিয়ে খুন ক্যানিংয়ে, পলাতক ভাই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৪ মেঃ ক্যানিংয়ে জমি বিবাদের জেরে দাদাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, পলাতক ভাই এর খোঁজে পুলিশ। ক্যানিং থানার পুলিশ রাতেই দেহ উদ্ধার করে বুধবার ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠল অন্য ভাইয়ের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার দীঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্দার পাড়ার ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে শাহজাহান সর্দার (৭৫)-কে ধারলো অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর ভাই আমির আলি সর্দার-সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে জানা যায় , শাজাহান ও অভিযুক্ত আমির আলি সর্দারের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে জমি

নিয়ে গোলমাল চলছিল। পূর্বপুরুষের জমি কে পাবে তা নিয়ে গত ১০ বছর ধরে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা চলছিল বলে অভিযোগ,মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুই ভাইকে সপরিবারে বসিয়ে বিবাদ মেটানোরচেষ্টা করেন গ্রামের মোড়ল ও পাড়ার লোক জন। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। অভিযোগ, মোড়ল ও পাড়ার লোকজন চলে যাওয়ার পরে আমির তাঁর সঙ্গী দের নিয়ে শাজাহানের উপর চড়াও হয় ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে। পরিবারের লোক জনের চিৎকারে আমির তার বন্ধুদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বোমা উদ্ধার

রামপুরহাট, ১২ মে ঃ সাত সকালে বোমা উদ্ধার হল বীরভূমের রামপুরহাট থানার দখলবাটি গ্রামে। এলাকার একটি পরিত্যক্ত রাইস মিলের ভিতর তিনটি প্লাস্টিকের জারে ৬০ টি বোমা ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকাটিকে ঘিরে রাখে। এরপরেই বোমা বিশেষজ্ঞ টিমকে খবর দেয় পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরের দিকে বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গৎ এই দখলবাটি গ্রামেই ২০০২ সালের ২৭ অক্টোবর রাত্রে বোমা বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওইদিন গ্রামের ভিতর একটি বাড়িতে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। রাত্রে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। মাটির বাড়ি ভেঙে মাটিতে মিশে যায়। মৃতদেহ ধান ক্ষেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। মৃতদের মধ্যে এক শিশু ছিল। সেই ঘটনার পর ফের ৬০ টি বোমা উদ্ধার হওয়ায় পুলিশ দুই দশক আগের ছায়া দেখছে পুলিশ। তবে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

সোনারপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত তিন, উদ্ধার চারটি বন্দুক, ৮ রাউন্ড কার্তুজ

দুরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ১৪ মেঃ সোনারপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার তিন, উদ্ধার চারটি বন্দুক,৮ রাউন্ড গুলি।সোনারপুরের লাঙলবেড়িয়া এলাকা থেকে সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর অস্ত্র উদ্ধার ঘটনার পর পর তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি শর্টগান ও একটি লং আর্মস বন্দুক। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ৮ রাউন্ড তাজা গুলিও। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।এই ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ লাঙলবেড়িয়া থেকে প্রথমে গ্রেফতার করা হয় বিক্রম বাঁশি নামে এক যুবককে।গোপন সূত্রে খবর

পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ প্রথমে বিক্রম বাঁশি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, যার কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার উদ্ধার হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৫ সালেও বিক্রমকে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই আরও দু'জন অনুপ বিশ্বাস ওরফে পকাই এবং হেমন্ত বাঁশি ওরফে স্নেকের সন্ধান মেলে। ওই দুই ব্যক্তির কাছ থেকে আরও দুইটি ছোট ওয়ান শাটার বন্দুক ও একটি বড় নল ওয়ালা বন্দুক উদ্ধার হয়। সঙ্গে মেলে ৮ রাউন্ড লাইভ কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,এই আগ্নেয়াস্ত্র গুলো তারা কিনেছিল বছর তিনেক আগে বিষ্ণুপুরের কুখ্যাত দুষ্কৃতি সাধনের কাছ থেকে।

যদিও ধৃতদের নামে আগে কোনও বড় অপরাধের রেকর্ড নেই,তদন্ত কারীদের দাবি, এই অস্ত্র দিয়ে তারা ভয় দেখিয়ে এলাকায় তোলাবাজি চালাত। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র সরবরাহ চক্র এবং তোলাবাজির আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

প্রীতমের মৃত্যু নিয়ে 'সমাজমাধ্যমে অসভ্যতা', 'ভরপুর জানোয়ার' কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ১৪ মেঃ ''আবার বলছি, তরতাজা সুদর্শন ছেলেটির অকালমৃত্যু চরম দুর্ভাগ্যের। কিন্তু তার জন্য যারা রিঙ্কু এবং তাঁর বিয়ে নিয়ে সমাজমাধ্যমে অসভ্যতা করছে, সেগুলো ভরপুর জানোয়ার। বুধবার এভাবেই মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এক্সবার্তায় কুণাল তাঁর এই পোস্টের সঙ্গে আমি ঝুমা নামে জনৈকার প্রোফাইলের স্ক্রিনশট দিয়ে লিখেছেন, ''আমি সরাসরি এঁকে চিনি না। কিন্তু পোস্ট দেখে বুঝি ইনি দিলীপবাবু-রিঙ্কুর শুভানুধ্যায়ী, বিয়ে কিংবা গতকালের শ্মশান, সর্বত্র সঙ্গে থাকেন। তাঁর পোস্টে কিছু ইঙ্গিতবাহী ক্ষোভ আছে। সেই গুরুত্ব থেকে আমি এটি দিলাম। কুণাল লিখেছেন, ''পুত্রশোকে কাতর রিঙ্কু মজুমদারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। দিলীপ ঘোষকেও জানাই সমবেদনা। রাজনৈতিক মতপার্থক্য আলাদা। এটা এক পরিচিত হিসেবে মানবিক কর্তব্য। সৃঞ্জয়প্রীতমের মৃত্যু কীভাবে, নানা সূত্রে খবর আসছে। তাতে আর যাই হোক দিলীপবাবু বা রিঙ্কুদেবীর কিছু করার ছিল না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু জানোয়ার যেভাবে এনিয়ে পুত্রহারা রিঙ্কুকে আক্রমণ করল, তাতে স্পষ্ট, হাতে আধুনিক ফোন থাকলেই সমাজের সবাই সভ্য হয় না।

নাগরিক পরিষেবা নিয়ে এবার প্রকাশ্যেই মুখ খুললেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মেঃ হাওড়া পুরসভার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে এবার প্রকাশ্যেই মুখ খুললেন মন্ত্রী অরূপ। বললেন, প্রতিদিন বিভিন্ন অভিযোগ আসছে। সেই কাজগুলো দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরসভার টাউন হলে এক অনুষ্ঠানে এসে বলেন, মানুষ তাঁর কাছে নিয়মিত অভিযোগ করছেন। আর সমস্যা আছে বলেই মানুষ অভিযোগ করছেন। আর মন্ত্রীর ওই মন্তব্যের পর এই বিষয় নিয়ে ফের পুর প্রশাসকমন্ডলীকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। উল্লেখ্য, গত প্রায় ৭ বছর হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন হয়নি। ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দফায় দফায় প্রশাসক বদল করে পুরসভা পরিচালনা করা হচ্ছে। গত তিন বছর ধরে প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুরসভা চলছে। মঙ্গলবার হাওড়া পুরসভার টাউন হলে নতুন কন্ট্রোল রুম এবং কনফারেন্স রুমের উদ্বোধনে এসে রাজ্যের মন্ত্রী এবং জেলার প্রবীণ তৃণমূল নেতা অরূপ রায় পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান, বোর্ডের সদস্য, কমিশনার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সামনেই ওই অভিযোগ করেন। ক্ষোভ উগরে দেন।

দেশ বিরোধী পোষ্টের জের, মহেশগঞ্জ থেকে ধৃত যুবককে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারকের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৪ মেঃ সমাজমাধ্যমে বাংলাদেশী এক ব্যক্তির ভারত বিরোধী পোস্ট কে নিজের প্রোফাইল থেকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে নবদ্বীপের এক যুবকের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে বুধবার দুপুরে নবদ্বীপ ব্লকের স্বরুপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহেশগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা যুবক এনাজ ওরফে ইনাজ আলী শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর ওই যুবকের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়,সম্প্রতি বাংলাদেশের এক ব্যক্তির ভারত বিরোধী পোস্ট কে নিজের প্রোফাইল থেকে সমাজ মাধ্যমে সেই পোস্ট শেয়ার করার অভিযোগ ওঠে মহেশগঞ্জের বাসিন্দা ধৃত যুবক এনাজ ওরফে ইনাজ আলী শেখ এর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলের শুরু হয়ে যায় গুঞ্জন।

এরপরই শুরু হয়ে যায় পুলিশি তৎপরতা। ওই যুবকের খোঁজে মহেশগঞ্জ সহ বেশ কিছু এলাকায় শুরু হয় জলরাশি অভিযান। অবশেষে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে ভারত বিরোধী পোস্ট শেয়ার করা অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায় পেহলগাঁও এর ঘটনার পর থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে ভারতের।

এরই মধ্যে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে ভারত বিরোধী মন্তব্য বা পোষ্ট এর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশিকা জারি হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভারত বিরোধী মন্তব্যের জেরে বেশকিছু মানুষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গরম ও আর্দ্রতায় তীব্র অস্বস্তি, দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টিরও পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৪ মে ঃ সকাল হতে না হতেই ভ্যাপসা গরম, দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অসহনীয় অবস্থা। রাতের দিকে কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়া এবং হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তাতে অস্বস্তি কাটছে না। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় আবার অসহনীয় অবস্থা। আগামী ২৪ ঘণ্টাও অসহনীয় গরম থেকে পরিত্রাণ মিলবে না।

তারপরই বদলাতে পারে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫, ১৬ ও ১৭ মে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৭ মে পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। ১৫ মে বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্র গরম বজায় থাকবে। ১৬ মে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ১৭ তারিখও কম-বেশি ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ জেলায় ১৭ মে পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া হতে পারে।

আপাতত যে পূর্বাভাস তাতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় গরম কমার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি বেশি।

গণ্ডাছড়ায় একাধিক অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল শাসক গোষ্ঠী

গণ্ডাছড়া, ১৪ মেঃ ধলাই জেলার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের গণ্ডাছড়ায় শাসক সহ তিনটি রাজনৈতিক দলের কাদা ছুঁড়াছুঁড়ির এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসে দিন দুপুরে তালা ঝুলানোর ঘটনায় গোটা গণ্ডাছড়া মহকুমায় তুমুল চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। চরম আতঙ্কে ভুগছে সাধারণ মানুষ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আচমকা হানায় মঙ্গলবার এবং বুধবার গণ্ডাছড়া মহকুমা সদরের বিভিন্ন অফিসের দরজায় তালা ঝুলানোর কর্মসূচী চলে। মঙ্গলবার গণ্ডাছড়া মহকুমার হরিপুরস্থিত পিজিটি অফিসের দরজায় এবং মূল ফটকে তালা ঝুলায় তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা। তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকদের অভিযোগ গন্ডাছড়া মহকুমার পিজিটি অফিসে আসা সংশ্লিষ্ট মহকুমার রিয়াং জনজাতিরা তাদের ন্যায্য সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আরো অভিযোগ উক্ত পিটিজি অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার মাসে ২৫ দিনই অফিসে আসেন না। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার রিয়াং জনজাতিদের জীবন মান এবং আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের ঘর, পুকুর, মৎস্যচাষ, রাবার বাগান, সুপারি বাগান সহ আরো অন্যান্য প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সঠিক ভাবে প্রকৃত বেনিফিসিয়ারীদের হাতে পৌঁছায় না। প্রোগ্রাম অফিসার অফিস কামাই করে নিজ বাড়িতে বসে মনগড়া মতো নামে বেনামে বেনিফিসিরীদের নাম নথিভুক্ত করে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে মঙ্গলবার পিজিটি অফিসের দরজায় এবং মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয় তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা।

সম্প্রতি বিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রসারক, ডিআর. শুভব্রত রায় চৌধুরী বৈদ্যাপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বয়েজ স্কুলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত আর বিকাশ শীর্ষক আলোচনায় ছাত্র ছাত্রীদের মন জয় করেন। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের মোবাইল সহযোগে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন ধরনের ফ্রি পঠন পাঠনের পদ্ধতি উল্লেখ করেন।

বন্দে ভারতের মেইন্টেনেন্স কোচিং কমপ্লেক্স হবে শালিমারে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মেঃ হাওড়ার শালিমারে বন্দে ভারতের মেইন্টেনেন্স কোচিং কমপ্লেক্স হবে। আগামী দিনে এখান থেকেই অন্যান্য বহু ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। জানালেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জিএম। হাওড়া স্টেশনের বিকল্প হিসেবে

শালিমারকে আগামী দিনে গড়ে তোলা হবে। বুধবার বন্দে ভারত কোচিং কমপ্লেক্সের পাইলিং ফাউন্ডেশনের কাজের সূচনা করতে এসে একথা জানান দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র। তিনি বলেন, শালিমার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কোচিং কমপ্লেক্স। রেলের তরফ থেকে এটিকে পুনরায় আপগ্রেড করে তোলা হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে হাওড়া স্টেশনের বিকল্প হিসেবে এই শালিমারকে গড়ে তোলা হচ্ছে। উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। আজকে আমরা এখানে বন্দে ভারত কোচিং কমপ্লেক্স এর পাইলিং ফাউন্ডেশনের কাজের সূচনা পর্বে এসেছি। আগামী দিনে এখানে বন্দে ভারতের মেইন্টেনেন্স কোচিং কমপ্লেক্স হবে। এখানে আগামী দিনে বন্দে ভারত সহ অন্যান্য বেশ কিছু ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। আগামী দিনে এই শালিমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কোচিং কমপ্লেক্স হিসেবে গড়ে উঠবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের ট্রেন চলবে শালিমার স্টেশন থেকে চলবে। এর সঙ্গে এখানেই সেই সকল ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ হবে। এই স্টেশন থেকে ট্রেনের সুবিধা বাড়ানো হবে। এখানে কোচিং কমপ্লেক্স ছিল না। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাঁতরাগাছিতে কোচ নিয়ে যেতে হত। এরজন্য সমস্যায় পড়তে হত। এখানে কোচিং কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে গেলে সেখানে রক্ষণাবেক্ষণে নিজস্ব ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া থেকে দূরপাল্লার যে ট্রেনগুলি চলতো সেগুলি যাতে শালিমার থেকে চলে তার চেষ্টা করা হবে। সেই জন্য শালিমারের সার্কুলেটিং এলাকা, সিটিসি এপ্রোচ রোডের কাজ করা হচ্ছে। অনুমান ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে এই কোচিং কমপ্লেক্সের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই কোচিং কমপ্লেক্স তৈরি করতে খরচ পড়বে প্রায় ২০৩ কোটি টাকা।

ট্রাম্পের কথায় ভারতের আপোষ নয়, বিরোধীদের কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ১৪ মে ঃ 'ট্রাম্পের কথায়' ভারত সাময়িক অস্ত্রবিরতির পথে হাঁটায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন অনেকে। বুধবার এ ব্যাপারে এক্সবার্তায় সরব হয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তথাগতবাবু লিখেছেন, ''মুলোদের মুখে শুধু একটাই কথা, ট্রাম্প কেন এরকম বলল? ভারত কেন তার প্রতিবাদ করছে না? তাহলে নিশ্চয় মোদী ট্রাম্পের কথায় ওঠে বসে!ট্রাম্প কি বলল, কেন বলল তার দায় তো ভারতের নয়? আর প্রতিবাদ? আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অনেকদিক সামলে চলতে হয়, এ পাড়ার তোলাবাজ তৃণমূল নেতার ক্যাওড়ামি নয়।এর আগে মঙ্গলবার রাতে পৃথক এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, ''ট্রাম্প যা বলেছে তার দায়িত্ব ভারতের নয়।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, ভারত পাকিস্তানের গভীরে ঢুকে যেরকম বেধড়ক মার মেরেছে তা তো পাকিস্তানও অস্বীকার করতে পারছে না! পাকিস্তানের স্বীকারোক্তি দেখুন। শুধু তাই নয়, ভারত খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে আর যদি সন্ত্রাস হয় সেটাকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে দেখা হবে।

ভারত এও বলেছে যে 'অপারেশন সিঁদুর' বন্ধ হয় নি, স্থগিত হয়েছে মাত্র। ঝড়ে বক মরেছে, তাইতে ট্রাম্প ফকির সেজে কেরামতি দেখাচ্ছে। সেকু-মাকুরা আহ্লাদে আটখানা, ডুবে-যাওয়া লোক একটা তৃণখন্ড ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। তা থাক, বেচারাদের করারই বা কি আছে ? আমেরিকা বাণিজ্য বন্ধ করার শাসানি দিয়েছে। ভারত চীন নয় যে তাতে ভারতের বিশাল ক্ষতি হবে। আমেরিকা শাসানি দিয়েছে, ভারত উপেক্ষা করেছে।

যে ছোট্ট পরী হাল ছাড়েনি

সহনশীলতা, সৌন্দর্য এবং বেঁচে থাকার গল্পঃ নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়ার চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় প্রাণে বাঁচল ৭ বছরের সাহসিনী

হাওড়া, ১৪ মেঃ সহনশীলতা, চিকিৎসাগত উৎকর্ষতা এবং অদম্য মানবীয় চেতনার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে ৭ বছর বয়সী এক মেয়ে, যিনি এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার পরে জীবনের জন্য লড়ে বেঁচে ফিরেছেযেখানে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই প্রায় ছিল না। গভীর শকে আক্রান্ত অবস্থায় মেয়েটিকে নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়ায় আনা হয়। তার শরীরে একাধিক প্রাণ-ঘাতী আঘাত ধরা পড়েগুরুতর ফুসফুসে আঘাত, যকৃতে ছিঁড়ে যাওয়া, কিডনি ও মূত্রনালির জখম, পেলভিস ফ্র্যাকচার এবং ডান উরুতে চামড়া ছড়ে যাওয়ার মতো মারাত্মক ক্ষত। ইন্টিউবেটেড অবস্থায় এবং ভীষণ সংকটজনক শারীরিক পরিস্থিতিতে ভর্তি হওয়া এই শিশু কন্যাকে প্রচুর রক্ত সংস্থান এবং তিন ধরনের ইনোট্রোপিক সাপোর্ট দেওয়া হয়। তবু, আশঙ্কাজনক পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও, এক বহুমাত্রিক চিকিৎসক দলডঃ শুভদীপ দাস (ক্লিনিকাল লিড ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট - পেডিয়াট্রিক ক্রিটিকাল কেয়ার), ডঃ গৌতম চক্রবর্তী (কনসালট্যান্ট - শিশু ও নবজাতক শল্যচিকিৎসা), ডঃ অতুল শ্রীবাস্তব (কনসালট্যান্ট - অর্থোপেডিক্স ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট) এবং ডঃ আদিত্য কানই (কনসালট্যান্ট - প্লাস্টিক সার্জারি)অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটি রক্ষণশীল তবে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পন্থা গ্রহণ করেন।প্রথম ১২ ঘণ্টা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক, তার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এক পর্যায়ে, চিকিৎসকরা (একটি উন্নত জীবনরক্ষা যন্ত্র) ব্যবহারের কথাও ভাবেন। জরুরি অস্ত্রোপচারের সময়, ডঃ শুভদীপ দাস, ডঃ গৌতম চক্রবর্তী এবং তাঁদের টিম একটি বিরল ও বিপজ্জনক জটিলতা আবিষ্কার করেনআভ্যন্তরীণ রক্ত জমাট বেঁধে থাকার ফলে তার মূত্রাশয় স্বাভাবিকভাবে খালি হতে না পারায় সেটি গুরুতরভাবে ফুলে যায়। ডঃ গৌতম চক্রবর্তী বলেন, ''আমরা তার একাধিক মারাত্মক আঘাতের জন্য জরুরি উচ্চ-ঝুঁকির অস্ত্রোপচার করি এবং সেই সময়ে আমরা লক্ষ্য করি তার দেহে একাধিক বিরল ও অদ্ভুত ধরনের অভ্যন্তরীণ ক্ষত রয়েছে। সে ছিল হাইপোভোলেমিক শকে (যেখানে শরীরের রক্তপ্রবাহ এতটাই কমে যায় যে হৃদপিণ্ড প্রধান অঙ্গগুলিকে রক্ত সরবরাহ করতে পারে না) অভ্যন্তরীণ রক্তপাতের কারণে। কিডনি, লিভার প্রভৃতি স্থান থেকে রক্তপাতের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই তার মূত্রাশয় বিশাল রক্ত জমাটে ভরে গেছে, যা প্রস্রাবের প্রবাহ বন্ধ করে ইনফেরিয়র ভেনাকাভা-কে চাপ দিচ্ছিল (পেটের প্রধান শিরা, যা শরীরের রক্তসঞ্চালন বজায় রাখে)। রক্তের জমাট সরিয়ে ফেলা হয় এবং প্রস্রাবের জন্য একটি বাইপাস তৈরি করা হয়। এই অস্ত্রোপচারটি তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে বাঁচায়। এরপরেও নিউমোনিয়া, সেপসিস-এর মতো একাধিক সমস্যা -তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সামলাতে হয়।এরপরের চার সপ্তাহ ছিল এক কঠিন যুদ্ধ। শিশুটি প্রবল শ্বাসকষ্ট, বারবার সংক্রমণ এবং তীব্র যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়ে যায়। তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে চিকিৎসক, নার্স, অ্যানেস্থেটিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও ওয়াউন্ড কেয়ার স্পেশালিস্টদের নিরলস প্রচেষ্টায়। ৮ মার্চ, -তেই তার সপ্তম জন্মদিন পালন করা হয়একটি আশার ও আনন্দের মুহূর্ত। ১১ দিন পরে, ১৯ মার্চ, ছয় সপ্তাহের আবেগঘন যাত্রা শেষে, সে হাসপাতাল থেকে ছুটি পায়। তার পুনর্বাসন ও স্কিন গ্রাফটিং প্রক্রিয়া এখনো চলছে, তবে সে ইতিমধ্যেই চমৎকার অগ্রগতি করেছে। এখন সে বসতে পারে এবং চিকিৎসকদের আশাশীঘ্রই হাঁটতেও পারবে। তার অদম্য সাহস

আমাদের সবাইকে আশ্বস্ত করে এই লড়াইটিও সে জিতবে।''এটি কেবলমাত্র বেঁচে থাকার কাহিনি নয়, এটি এক সাহস, চিকিৎসাগত উৎকর্ষতা এবং অটুট মানব আত্মার প্রতিচ্ছবি, বলেন ডঃ শুভদীপ দাস, ক্লিনিকাল লিড ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট - শিশু সংকটজনক চিকিৎসা ইউনিট। ''তার সহনশীলতা এবং আমাদের সমগ্র চিকিৎসা টিমের অদম্য অঙ্গীকার প্রতিদিন আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা এই ছোট্ট যোদ্ধার পাশে দাঁড়াতে পেরে গর্বিতসে এক সত্যিকারের প্রেরণার প্রতীক।নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়ায়, এই ধরনের মুহূর্তগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দলবদ্ধতা, সহানুভূতি এবং সংকল্প থাকলে, সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতিতেও আশার আলো জ্বলে উঠতে পারে।''এই ব্যতিক্রমী ঘটনা প্রমাণ করে দেয়, বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা পশ্চিমবঙ্গেই বিদ্যমান। এই শিশুটির সফল আরোগ্য আমাদের বিভিন্ন বিভাগের অসাধারণ দলগত প্রচেষ্টার ফল, যা নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়ার সহযোগিতামূলক মনোভাবের প্রতিফলন। আমরা মানুষের জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সহানুভূতিশীল, আধুনিক চিকিৎসা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বলেন শ্রী তপন ঘোষ, ফ্যাসিলিটি ডিরেক্টর, নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়া।

ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশীর উদ্যোগে গ্রীষ্মের দাবদাহে জলসত্র শিবির

নববারাকপুর, ১৪ মেঃ বাড়ছে তাপপ্রবাহ। প্রখর দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন শুধু মাত্র ঠান্ডা পানীয় জল। পথচলতি সাধারণ মানুষ কে একটু স্বস্তির তৃষ্ণা নিবারণে শান্তি দিতে আমের ঠান্ডা শরবত নিয়ে রাস্তায় হাজির খড়দহ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি ও বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। বুধবার সকালে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা খড়দহ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর রাজবংশীর উদ্যোগে স্থানীয় তালবান্দা নবকামারগাতি কলোনী মোড় অস্থায়ী জলসত্র শিবির থেকে কয়েক শো পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আমের ঠান্ডা শীতল পানীয় জল বিলি করা হয়। বিশুদ্ধ

আমপান্না ঠান্ডা পানীয় জলের গ্লাস নিয়ে পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে যানবাহন চালক, কলোনী বাজার দোকানদার কাছে জল পৌঁছে দিল বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ। লড়াকু তৃণমূল যুব নেতা প্রবীর রাজবংশী বলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই শ্লোগান মানুষের সাথে। মানুষের পাশে। বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সাংসদ সৌগত রায় শিখিয়েছেন রাজনীতি মানে শুধু ভোটের সযয় ঝান্ডা ধরে মিটিং মিছিল কিংবা দেওয়াল চুনকাম করা নয়। সারা বছর মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। এটাই দলের শিক্ষা।

প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও গরমের সময় তীব্র দাবদাহে রাস্তায় নেমে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে তৃষ্ণা নিবারণে একটু আমের ঠান্ডা শরবত জল পৌছে দেওয়া হল। প্রবল গরমে সাধারণ মানুষ কে স্বস্তি দিতে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও দলের কর্মীরা মাঠে নেমে পড়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬৪ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৩১ বৈশাখ ১৪৩২

গীতবিতান

‘তোমার বীণা আমার মনোমাঝে কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে।’ এ গানটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুর সরকারি কোয়ার্টারে অতিথি । রচনাপ্রসঙ্গে নির্মলকুমারী মহলানবীশ লিখেছেন, ওঁর জন্য ফলের রস নিয়ে গিয়ে দেখি একটি ছেলে একখানা মোটা খাতা নিয়ে ওঁর পায়ের কাছে বসে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছে আর উনি অত্যন্ত বিষন্ন মুখে গালে হাত দিয়ে আরামচৌকিতে বসে গম্ভীর হয়ে শুনছেন। আমি নিজে অপরিচিত লোকের সামনে না গিয়ে চাকরের হাত দিয়ে রস পাঠিয়ে দিলাম। রোজই স্নানের বেলা হয়ে গেলে আমি গিয়ে তাগিদ দিয়ে লেখার টেবিল থেকে ওঠাই। সেদিনও সময়মতো গিয়ে দেখি তখনও ছেলেটি বসে আছে। আরো একটু অপেক্ষা করে আবার যখন ফিরে গেলাম দেখি উনি গম্ভীর হয়ে একা বসে, আগন্তুক চলে গেছে। আমি ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলেন, জানো, ও পাগল। বেচারির জন্যে আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গেছে। মস্ত একটা কবিতার খাতা নিয়ে এসেছিল আমাকে শোনাবে বলে। এত কাজ হাতে জমে আছে, তবু বলতে পারলুম না যে, আমার সময় নেই। ওর যদি মাথা খারাপ না হত তা হলে একজন উঁচু দরের কবি হতে পারত। বেচারার কবিতাগুলোর আরম্ভ বেশ পাকা রকমেরই হয় , কিন্তু কয়েক লাইন লিখতে লিখতে সূত্র ছিঁড়ে যায়, আর শেষ করতে পারে না। ও নিজে জানে না যে ও পাগল, তাই ভেবে পায় না কেন যে শেষ পর্যন্ত ওর লেখা পৌঁছয় না। তাই এসেছিল আমার কাছে যদি কিছু সাহায্য করতে পারি। ওর এরকম ভাগ্য কেন হল বল তো? ও বেচারার জন্য আজ আমার এত কষ্ট হয়েছে যে, সমস্ত সকালটা কাজ ফেলে দিয়ে ওর অনুরোধ রক্ষা করে লেখাগুলো শুনলুম। কিন্তু মনে ব্যথা দিয়ে বলতে পারলুম না যে, আমার কাজ আছে, এখন যাও। হতভাগ্য একটুর জন্য বাণীর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের সকলের ভিতরেই তো একটা পাগল আছে। তা না হলে কবিতা লিখি কেমন করে? কিন্তু ও পাগলামির ডিগ্রিটা একটু বেশি, এই যা তফাত। সেদিন দুপুরবেলাও কাজে বসলেন না। বিকেলে চায়ের সময় ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলে বসে একটা কবিতা লিখছেন। এই কবিতাই - ‘তোমার বীণা আমার মনোমাঝে’। বিকেলবেলাতেই সুর বসিয়ে গানটা আমাকে শেখালেন। গাইবার সময় বললেন, সারাদিন ওর কথা ভুলতে পারছিলুম না বলে মনের মধ্যে গানটা তৈরি হয়ে উঠল। ও বেচারার কেবলই তার ছিঁড়ে যায় তাই বীণাপাণির দরবারে ঢুকতে পারল না। রোগশয্যায় বিশ্বকবি তখন চার দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ। তাঁর গভীর ঘুমের সময় সকলে তটস্থ হয়ে দূর থেকে দেখে, শ্বাস-প্রশ্বাস যথাযথ হচ্ছে কি না। ফিসফিস করে খবর চালাচালি হতে থাকে। বেশির ভাগ সময় সোফায় আচ্ছন্ন ভাবে দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকেন। এক সময় নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। এক দিন রাত বারোটার পর তন্দ্রা ভেঙে গেলে জানতে চান, "দারোয়ানের যেন পেটে ব্যথা হয়েছিল। কেমন আছে সে?" কোনও দিন কুকুরটাকে খাবার দিয়ে আদর করতেন। কৌতূহল নিয়ে দেখতেন চড়ুইটাকে। তাদের নিয়ে তাঁর অজস্র প্রশ্ন। মৃত্যুভয় তাঁকে কখনও কাবু করতে পারেনি।

মানব দরদী অভিনেতা

বিখ্যাত বাঙালি অভিনেতার বাড়িতে কোনও এক সময়ে পরিচারকের কাজ করতেন স্বনামধন্য এক ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পী। দার্জিলিং-এ জন্ম ঊ ছেলের নাম সাধ করে বাবা-মা রেখেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু স্যান্যাল দম্পতির অত সাধের নাম বহাল থাকল না। তবে ছেলের নামে রয়ে গেল পাহাড়ের ছোঁয়। খুব সহজ রূপে ঊ ছেলে পরিচিত হলেন পাহাড়ি স্যান্যাল নামে। ছোট থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য নেশা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনা করবেন বলে মাঝপথে ছেড়ে দেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। পরিবর্তে ভর্তি হন লখনৌয়ের মরিস কলেজ অফ মিউজিকে । বাংলা সাদাকালো চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় মুগ্ধ করে আমাদের। কখনও তিনি পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তো কখনও সুচিত্রা বা তনুজার মতো সুন্দরী নায়িকার স্নেহময় কাকা। বা কখনও সেনাবাহিনীর কর্নেল। কিংবা সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘায় তাঁর অনবদ্য অভিনয়। সিনেমার মতো পর্দার বাইরের জীবনেও তাঁর একাধিক ভূমিকা । অভিনয় এবং গান যদি প্রথম প্রেম হয়ং দ্বিতীয় অবশ্যই পড়াশোনা। জানতেন বহু ভাষা। বাংলার মতোই সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বলতে পারতেন হিন্দিং উর্দুং ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষা। চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ দেবকী কুমার বসুর হাত ধরে। মীরাবাঈ ছবিতে পাহাড়ি স্যান্যাল হয়েছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ চাঁদ ভট্ট। বাংলা আর হিন্দি তো বটেই। করেছিলেন ইংরেজি সিনেমাও ঊ নাম ‘ দ্য হাউজহোল্ডার ‘। অভিনেতা পাহাড়ি স্যান্যালের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে। এরপর তিনি বিয়ে করেন অভিনেত্রী মীরা দেবীকে। তাঁদের কন্যা লুকু ছিলেন দূরদর্শনের প্রথম ইংরেজি ভাষার সংবাদ পাঠিকা । সাত ও আটের দশকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল লুকুর সংবাদপাঠের ধরণ। আর একটা স্বল্পশ্রুত ও স্বল্প আলোচিত তথ্য। একবার পাহাড়ি স্যান্যালের কাছে আনা হল এক কিশোরকে। দক্ষিণী সেই কিশোর গানবাজনা করতে চায়। কিন্তু পায়ের তলায় জমি শক্ত হয়নি । ভাগ্যের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটির গলায় গান শুনে পাহাড়ি স্যান্যাল তো অভিভূত ঊ বহাল করলেন বাড়ির টুকটাক কাজের জন্য। কিশোরটিও দিব্যি খুশি একজন সঙ্গীতরসিকের সান্নিধ্যে থাকতে পেরে। কিছুদিন পরে আবার ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন তিনি। অন্য গুরুর কাছে নাড়া বাঁধতে। এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। অভিনেতা পাহাড়ি স্যান্যাল বাকরুদ্ধ হন কলকাতায় একটি কনসার্ট শুনে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

প্রম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। না হলে কিন্তু সারা জীবন ধরে পরাজিত হয়ে থাকতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না।. দেহের শক্তি যা সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

সাধক রামপ্রসাদ

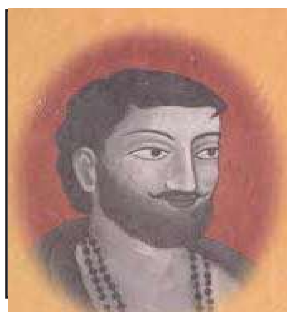

সাধক রামপ্রসাদ বলেন শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তি ওপরে ভরসা করে সবাই অপরাজেয় থাকেন। শ্যামা মায়ের ওপরে ভরসা রাখতে হবে। তাকে ভক্তি করতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামার দেখা তিনি পাবেন। তার কথা মা শ্যামা শুনবেন। মাকে যে ভালো না বাসলে মাতৃভক্তি যার মধ্যে নেই তিনি এই ধরনীতে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবেন না। মা শ্যামা পুজো করলেও যে মা সাড়া দেবেন তার কোনও মানে নেই। মা শ্যামাকে মনে প্রাণ ডাকতে হবে। তার আরাধনা করতে হবে মনে মনে। তবেই তিনি সাড়া দেবেন। সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে।

‘অখণ্ড ভারত’ শক্তিশালী হওয়ার ভয়েই কি ব্রিটিশ শাসকেরা ভারত ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ‘খণ্ডিত স্বাধীন ভারত’ নির্মাণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল ?

বিশেষ প্রতিবেদক

দ্বিজাতিতত্ত্ব কি জিন্নাহ’র ভাঁওতাবাজি? শুধু বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়েছিল কেন? ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি করা হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু তা ছিল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ’র একান্তই নিজস্ব মনগড়া। দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল কথা ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য আলাদা দু’টি রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ জন্য তিনি শুধু বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালায় যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল তা তিনি দেখেও সেদিন দেখেন নি। বরং ভারতের অধিকাংশ মুসলমান চেয়েছিলেন এক রাষ্ট্র, এক দেশ ‘ভারত’। বরং ভারত বাসীর মনে আঘাত দিয়ে জিন্নাহ ভারত ভেঙে যা করে গেছেন, এ জন্যই কি পাকিস্তান রাষ্ট্রটি জন্মলাভের পর থেকে এত অশান্তি? বাংলা দ্বিখণ্ডিত তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো - তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা বাঙলা ভেঙে ভাগ করো... সে তো ১৯৪৭ সালের কথা। তারপর থেকে পূর্ববঙ্গ যা আজকের বাংলাদেশ আর ওই ওপারে তে রয়ে গেল পশ্চিম বাঙলা বা পশ্চিমবঙ্গ। কি করে ভুলি এই বাঙলা বসতি স্থাপনকারী। প্রত্ন - দ্রাবিড়ীয় বং উপজাতির নাম বং থেকে উৎপত্তি হয়েছিল বঙ্গ নামটি। এই অঞ্চলের প্রাচীন রাজারা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে উঁচু ঢিপি করতেন - সেই ঢিপি গুলিকে বলা হতো আল বং শব্দটির সঙ্গে আল প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল বা বাঙলা নামটির উৎপত্তি ঘটে। সুলতান ইলিয়াস শাহ প্রথম বাংলা নামের করেন প্রচলন। পর্তুগিজ ইংরেজ আমলে বাঙলা ছিল এক তবে ১৯০৫ সালে বাঙলা ভাঙ্গলো লর্ড কার্জন। সেই সময় অসংখ্য বাঙালি প্রতিবাদ জানালেন.....

রাজপথে নেমে আসে অখণ্ড বাংলার শক্তি, সমৃদ্ধি ও ঐক্যে বিশ্বাসীরা। প্রতিবাদে প্রতিবাদে জানানো হয় বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করা চলবে না। ১৯১২ সালে এই বিভাজন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় ইংরেজ সরকার। বাঙলার পুনর্গঠন হয় ১৯১২ সালে - অখণ্ড বাংলার রাজনীতিতে ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত খ্যাতিমান রাজনীতিবিদরা হলেন - আবুল কাশেম ফজলুল হক, নলিনি রঞ্জন সরকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব সাইয়িদ নওয়াব আলী চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার প্রভাশ চন্দ্র মিত্র, আবদুর রহিম, খাজা নাজিমুদ্দিন, বিজয় প্রাসাদ সিংহ রায়, হোসেন শহীদ সোহরা ওয়ার্দী, খাজা হাবিবউল্লাহ, শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রসন্ন দেব রায়কুট, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, নওয়াব মোশাররফ হোসেন মোহাম্মদ আলী আহমেদ হোসেন, সৈয়দ মুয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, নাজেন্দ্র নাথ রায়, আবুল ফজল মুহাম্মদ আবদুর রহমান, শামসুদ্দিন আহমেদ আবদুল গফরান, তারাক নাথ মুখার্জি, ফজলুর রহমান, দ্বারকানাথ ব্যারারিন, সৈয়দ নওশের।

বাঙলা দ্বিখণ্ডিত সেই ১৯৪৭ হতে তারপর দুই বাঙলার মানুষের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেল চিরতরে বন্ধ -এ জন্য দায়ী কে বা কারা? তবুও আক্ষেপ করে বলতে তো বাধা নেহ বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন - ‘এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান’ -আমি থাকি পূর্ববঙ্গের বাংলাদেশে - দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ওপার বাঙলার সকল দাদা - দিদিদের’কে বলি, বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা -‘সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান। কি বলেন, প্রিয় দাদা - দিদি’রা!’ পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত - পশ্চিম পাঞ্জাব ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী কর্তৃক ঘোষিত এক ইউনিট নীতির অধীনে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে একীভূত হয়। সেই প্রদেশটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে, প্রাক্তন পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশের এলাকাটি প্রাক্তন রাজ্য বাহাওয়ালপুরের সাথে একত্রিত হয়ে একটি নতুন পাঞ্জাব প্রদেশ গঠন করা হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কার্যকর হওয়া ভারতের সংবিধানে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশটির নাম পরিবর্তন করে পাঞ্জাব রাজ্য রাখা হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাজনের পরে, ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নতুন রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে ভারতীয় পাঞ্জাব বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্য, পাশাপাশি দুটি নতুন রাজ্য হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশে বিভক্ত হয়েছিল। পাঞ্জাবে উভয় পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে, বিভাজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং বিদ্যমান পাঞ্জাব বিধানসভাকেও পশ্চিম পাঞ্জাব আইনসভা এবং পূর্ব পাঞ্জাব বিধানসভায় বিভক্ত করা হয়েছিল। উপমহাদেশ বিভক্তির আগে এই শেষ অ্যাসেম্বলিটি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ জুলাই তার শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বেশির ভাগ পাঞ্জাবি ভাষাভাষীরা ভারত ও পাকিস্তানে বাস করে। তবে পাকিস্তানের পাঞ্জাবিদের সরকারি স্বীকৃতি ও সমর্থনের অভাব রয়েছে। সেখানে, উর্দু এবং ইংরেজি একমাত্র সরকারি ভাষা, সরকারি অফিস এবং স্কুলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। তবে পাঞ্জাবি পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি কথ্য ভাষা। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যটি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল, যখন ভারত বিভক্ত হয়ে পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ প্রদেশকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত করেছিল। প্রদেশের বেশির ভাগ মুসলিম পশ্চিম অংশ পাকিস্তানের পাঞ্জাব পরিণত হয়, বেশির ভাগ শিখ পূর্ব অংশ ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে পরিণত হয়। সপ্ত সিন্ধু, পঞ্চনদী, ব্রহ্ম ব্রত, পেন্টা পোটামিয়া, টাকি, সেকাই হল আধুনিক ভারতীয় পাঞ্জাব রাজ্যের প্রাচীন নাম। শিখ এবং পাঞ্জাবি সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কারণ পরেরটি হিন্দু, শিখ, মুসলিম এবং পাঞ্জাবে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মের লোকদেরও কভার করে। তবে শিখ সংস্কৃতি আলাদা। শিখ হল এমন লোক যারা শিখি বা শিখ ধর্মকে মেনে চলে, এটি একটি ভারতীয় ধর্ম যা ভারতীয় উপমহাদেশের পাঞ্জাব অঞ্চলে ১৫ শতকের শেষভাগে উদ্ভূত হয়েছিল গুরু নানকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশটি বর্তমান ইসলামাবাদ রাজধানী অঞ্চল সহ পাঞ্জাব প্রদেশের বেশির ভাগ অঞ্চল জুড়ে ছিল। তবে বর্তমান পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন বাহাওয়ালপুর রাজ্য পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী ছিল লাহোরে। এই প্রদেশটি চারটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। যেমন - লাহোর, সারগোদা, মুলতান এবং রাওয়ালপিন্ডি। এই প্রদেশটির পূর্বে ছিল পূর্ব পাঞ্জাব ও জন্মু - কাশ্মীর, দক্ষিণে বাহাওয়ালপুর রাজ্য, দক্ষিণ -পশ্চিমে বেলুচিস্তান এবং সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর -পশ্চিমে খাইবার - পাখতুনখোয়া এবং উত্তর -পূর্বে ছিল কাশ্মীর।

পশ্চিম পাঞ্জাবের আয়তন ২,০৫, ৩৪৪ বর্গকিলোমিটার। পশ্চিম পাঞ্জাবের জেলা সমূহ হলো - লাহোর, কসুর, নানকানা সাহেব, শেইখুপুরা, গুজরানওয়ালা, খুশব বা জওহারাবাদ, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, খানেওয়াল, মুলতান, মান্দি বাহকউদ্দিন, লোধরান, গুজরাত, বাহাওয়ালপুর, বিহারি, ডেরা গাজী খান, লেয়াহ, মুজাফফরগড়, রাজনপুর, সারগোদা, মিয়ান ওয়ালী, ভাক্কার, নারোওয়াল, হাফিজাবাদ, পাকপাতান, ঝিলাম, অ্যাটক, চকওয়াল।

পাঞ্জাব দিয়েই শক-ছন-দল পাঠান-মোগল এসেছিল ভারত-বাংলায়। আর্যরাও আসে হিন্দুকুশ পেরিয়ে এই পাঞ্জাব হয়েই। পাঞ্জাবের সিন্ধু নদের অববাহিকায় বিকাশ লাভ ঘটে আর্য সভ্যতার। তখন এই ভূখন্ডের নাম ছিল সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সাত সাগরের দেশ। কালে কালে সরস্বতী শুকিয়ে যায়। প্রমাদ শুনলেন পাঞ্জাবিরা। সিন্ধুও তাদের পছন্দ নয়। অর্থাৎ রইল বাকি পাঁচ-ঝিলাম, চেনার, রাতি, বিপাশা আর শতদ্রু। এই পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব।

পাঞ্জাব নামটিও এসেছে ২টি ফারসি শব্দ থেকে - ‘পাঞ্জ’ মানে পাঁচ আর ‘আব’ অর্থাৎ জল থেকে। একসময় পাঞ্জাব পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেকজান্ডারও পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেন ভারত অভিযানে। আর মৌর্য সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত ম্যাসিডোনিয়ার গভর্নরকে হারিয়ে দখল করে নেয় পাঞ্জাব। ১০ শতকে মুসলমান দখলে যায় পাঞ্জাব। কালে কালে ১৫ এবং ১৬ শতকে পাঞ্জাবিরা শিখ রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়। বারবার খন্ডিত হয়েছে পাঞ্জাব। তাই ওখানে নদীর সংখ্যা পাঁচ নেই। এদিকে পাঞ্জাবের ৩টি পাহাড়ি জেলা সরে গিয়ে গড়ে ওঠে হিমাচল প্রদেশ। পাঞ্জাবের রাজধানী শহর লাহোর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের দখলে চলে যায়। ৫ সংখ্যাটি পাঞ্জাবিদের কাছে অতি পবিত্র। যেমন - চুল, দারু বা হাড়ের চিরুনি, পাগড়ি, স্টিল কংকন আর কৃপান। পুরুষদের বসন লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। আর মহিলারা পরেন সালোয়ার-কামিজ। অর্থাৎ পাজামা ও হাঁটু পর্যন্ত জামা - সঙ্গে ওড়না। পাঞ্জাবিদের আয়ুর গড় ৬৫ বছর। শৌর্য ও বীর্যেও এদের খ্যাতি আছে। তেমনি খ্যাতি আছে এদের কণ্ঠ সহিষ্ণুতায়। সবুজ বিপ্লবেও এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পাঞ্জাবিদের লোকনৃত্য আর লোকসংগীতের খ্যাতিও আছে।

পূর্ব পাঞ্জাবে দর্শনীয় স্থান হলো যেমন চন্ডীগড়, অমৃতসর, জালিয়ানওয়ালাবাগ, জলেঙ্কর, হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, পাঠানকোট। উল্লেখিত জায়গাগুলো এখন ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে। পাঞ্জাবের লাহোর, শিয়ালকোট এখন পাকিস্তানে। পাক সীমান্তবর্তী শহর অমৃতসর। ঘণ্টা তিনেকে অমৃতসর থেকে লাহোরে যাওয়া যায়। অমৃতসর -রাজ্যের রাজধানী চন্ডীগড় হলেও শিখ ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠ স্থান অমৃতসর। শিখধর্মের অন্যতম তীর্থ অমৃতসর ও স্বর্ণ মন্দির এখানের প্রধান আকর্ষণ। ১৫৭৭ সালে শিখ গুরু রাম দাসের হাতে গড়ে ওঠে শহর। এরই কয়েক বছর পর এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়। সরোবরের জল শুদ্ধ করে হয় অমৃত তুল্য। নাম হয় অমৃতের সরোবর অর্থাৎ অমৃতসর। এক সময় মন্দিরের নাম ছিল হরমন্দির। পরে নাম দেওয়া হয় স্বর্ণমন্দির। দেওয়ালি অমৃতসরের বরণীয় উৎসব। তখন মন্দিরের দীপ সজ্জা ও আতশিবাজির দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটক আসেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ -

অমৃতসরের কাছেই জালিয়ান ওয়ালাবাগ। ব্রিটিশ রাজ্যের বুলেটের ক্ষত গায়ে নিয়ে আজও বাকশক্তিরহিত হয়ে বিষাদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে এর দেওয়ালগুলো। তবে ভারতবাসীর কাছে অতি পবিত্র তীর্থ এই মন্দির জালিয়ানওয়ালাবাগ। চারপাশে বাড়ি-ঘর, উঁচু দেয়ালে ঘেরা তারই মাঝে ময়দান। এই ময়দানে কয়েক হাজার লোকের উপস্থিতিতে সভা বসেছিল সামরিক আইন রাওয়াট অ্যাক্টের প্রতিবাদ জানাতে। জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকান্ড - ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ার কোনোরকম সতর্কতা ছাড়াই তার সেনাদল দিয়ে প্রবেপথে দাঁড়িয়ে গুলোবর্ষণ শুরু করে নিরস্ত্র জনতার ওপর। মৃত্যু ঘটে ২ হাজার লোকের। এ নৃশংস হত্যাকান্ডের ধিক্কার জানায় সারা বিশ্ব। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব নাইট হুড বর্জনও করেছিলেন। জলন্ধর -জলন্ধর প্রাচীন শহর। একসময় হিন্দু রাজার রাজধানীও ছিল। তবে আজকের জলন্ধরের খ্যাতি তার খেলাধুলার সামগ্রীর জন্য। শিল্পনগরীও এই জলন্ধর। জামে মসজিদ, ইমাম নাসিরের সমাধি, নায়ক-গায়ক কুন্দনলাল সায়গলের সমাধিসৌধও রয়েছে এখানে। পাঠানকোট সামরিক শহর। পাঠানকোট জলন্ধর রোডে ৫ কিমি দূরের দামতাল মন্দিরটির পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। লুধিয়ানার অন্যতম আকর্ষণ রেশম, পশম ও সুতিবস্ত্রের পোশাক। ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে লোধি বংশের দুই শাহজাদার হাতে লুধিয়ানা শহরের পত্তন হয়েছিল। বর্তমানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড় ও হরিয়ানা দুই রাজ্যের রাজধানী।

জিন্নাহ’র দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল কি ভাঁওতাবাজি? দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জিন্নাহ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। সত্যিকার অর্থে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জিন্নাহ ভারত ভাগ করেননি। তিনি ভাগ করেছিলেন বাংলা আর পাঞ্জাব। মুসলমানদের সংখ্যা সবচাইতে বেশি ছিল উত্তরপ্রদেশে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ তো ভাগ হয়নি। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাটে কি কম মুসলমান ছিল! সেই সকল রাজ্যগুলি তো রয়ে গেল ভারতে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, জিন্নাহ’র দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল ভাঁওতাবাজি। সেদিন অধিকাংশ মুসলমান চায়নি ভারত দ্বিখণ্ডিত হোক। যে জন্য আবুল কালাম আজাদের মতো বিখ্যাত নেতারা ভারত ত্যাগ করেননি।

জিন্নাহ তাঁর নিজ স্বার্থে ভারত ভেঙেছেন, হিন্দু -মুসলমানের মনে আঘাত দেওয়ার কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সেই জন্মলগ্ন থেকে অশান্তির জ্বালায় জ্বলছে। জিন্নাহ’র সেই পাকিস্তানে আজ বহু স্থান জ্বলছে আগুন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। কোথাও রাস্তাঘাটে জ্বলছে টায়ার। কোথাও চলছে ভাঙচুর। কোথাওবা লুটপাট - গোটা পাকিস্তান জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অবিরামভাবে চলছে ভাঙচুর। রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে আগুন জ্বলছে। ইসলামাবাদের থানায় থানায় আগুন জ্বলছে। একেবারে প্রকাশ্যে একে -৪৭ হাতে নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এসেছে পাকিস্তানি জনগণ। শোনা গিয়েছে এদিকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে হত্যার চেষ্টা চলছে ইমরান খানকে। ইন্টারনেট -সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে - পাকিস্তানের পুলিশ পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। লাহোরের সেনা ছাউনিতেও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানি জনতা। অনেকেই বলছে, আবারও পাকিস্তানের ক্ষমতা নিতে যাচ্ছে সেনাবাহিনী। আবার কেউ বলছে, পাকিস্তান বোধহয় এবার টুকরো হয়ে যাবে। শক্তিহীনে পরিণত হবে পাকিস্তান

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিটি গান রচনার অলক্ষ্যে এক একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

‘আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না’ মান্না দে পুলকের লেখা গান প্রথম প্লে-ব্যাক করেন ৬৫ সালে ‘দিনান্তের আলো’ ছবিতে। তার পর কত গান। একবার এয়ারপোর্ট থেকে মান্নাকে রিসিভ করে ফিরছেন পুলক। পথে মান্না একটি ঠুংরি গুনগুন করছিলেন। ঠুংরিটি কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে শেখা ‘শ্যাম, ঘুংঘট কে পট খোলো’। হঠাৎ পুলককে মান্না বললেন, ‘‘এইরকম একটা গান লিখুন তো মশাই।’’ পথে যেতে যেতেই গানের কথা এল পুলকের মনে। ততক্ষণে শ্যামবাজার! পুলক বললেন, ‘‘গানটা এসে গেছে মশাই, নেমে পড়ুন, এখনই করে ফেলা যাক।’’ কাছেই গানের স্কুল বাণীচক্র। সেখানে গিয়ে একটি ঘর চেয়ে নিয়ে, হারমোনিয়াম আর খাতা পেন নিয়ে বসে পড়লেন দুই শিল্পী। জন্ম হল নতুন গানের। কোন গান? ‘ললিতা ওকে আজ চলে যেতে বল না।’ ১৯৭০। ছবি ‘প্রথম কদম ফুল’। একটি গান-গাঁথার গল্পও খুব চমকপ্রদ। মান্না দে রান্না করতে ভাল বাসতেন। একবার মুম্বইতে পুলক গিয়েছেন মান্নার বাড়ি। গিয়ে দেখলেন, রান্নাঘরে মান্না। অবাক পুলক। বললেন, ‘‘রান্না করছেন! কী রান্না?’’ ‘‘তা তো বলব না আগে থেকে। আগে রান্না শেষ হোক। খেয়ে দেখুন। তারপর আপনাকেই বলতে হবে যে!’’ একটু পরে মান্না বসার ঘরে গিয়ে দেখলেন, পুলক একটা কাগজে লিখে ফেলেছেন

বেশ কয়েকটা লাইন। মান্না বললেন, ‘‘কী ব্যাপার? কিছু লিখে ফেললেন নাকি এখন?’’ পুলক বললেন, ‘‘এটা লিখলাম!’’ সেই লেখা হল, বিখ্যাত গান ‘আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না’। পাগল তোমার জন্য যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে পুলক জড়িয়ে ছিলেন অনেকের সঙ্গে। সুরকার কমল দাশগুপ্তের অর্থকষ্ট তাই তাঁকে ভাবিয়েছে। এইচএমভি’র রকে বসে নিঃসঙ্গ সময়ে কানে বেজেছে কমলের কথা, ‘রেকর্ড দুটো তেমন চলল না রে’! আর যখন কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য স্ত্রী ফিরোজা বেগমকে নিয়ে ঢাকা চলে গিয়েছিলেন সুরকার -শিল্পী, মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন পুলক। দুঃখ পেয়েছেন, অখিলবন্ধু ঘোষের মতো শিল্পীর একাকীত্বে। জীবনের শেষ ক’বছর আর ডি বর্মণের মনোকষ্টে! দহিত হয়েছেন, অকালে শ্যামল মিত্র, উত্তমের চলে যাওয়ায়! ব্যথিত হয়েছেন, গুরু দত্তের আত্মহত্যার পর গীতা দত্তের এলোমেলো জীবনযাপনে। ঘনিষ্ঠতা ছিল সুরকার রবীন মজুমদার-ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য -নচিকেতা ঘোষ-সুধীন দাশগুপ্ত-রতু মুখোপাধ্যায় -হেমন্ত -মান্নার সঙ্গেও!

মান্নার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের কথা দুই শিল্পী তাঁদের আত্মজীবনীতে অকপট জানিয়েছেন। কখনও সেই নিবিড়তা থেকেই নতুন গানের জন্ম হয়েছে। সে বার যেমন, মান্নার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সুলোচনাদেবীর জোর মান-অভিমানের পালা চলছে। দুই মেয়েকে নিয়ে বাপির বাড়ি চলে গেলেন সুলোচনা। মনে মনে কাতর হয়েও অভিমানে অনড় মান্না! মান্না লিখছেন, ‘‘আমার সেই ব্যথাতুর দৃষ্টি দেখে পুলকবাবু লিখে ফেললেন, ‘তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছ, দিতে পারোনি’। সেই গানে সুর দিয়ে রেকর্ড করতে গিয়ে সে কী বিপত্তি। যত বার গাইতে যাই, শুধু কান্না এসে যায়। গাইব কী, শুধু কাঁদছি।... সেই রেকর্ড সুলুর হাতেও পৌঁছল যথা সময়। আর সেই গান শুনে ওর সব অভিমান ভুলে সুলু আবার ফিরে এল আমার জীবনে। সেই ফিরে পাওয়ার আনন্দেই তারপরে আমি গাইলাম, ‘ধন্য আমি ধন্য যে, পাগল তোমার জন্য যে।’’’ জুঁই স্মৃতি শামিয়ানার নীচে বসে এমন কত যে কথা শুনিয়েছেন মান্না-পুলক দু’জনেই তাঁদের আত্মজীবনীতে! আমি বলি তোমায় দূরে থাক কলকাতা এলে শচীনকর্তা উঠতেন তাঁর সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে। একবার কর্তাকে দিয়ে নিজের গান করাবার আশায় হাজির পুলক। হঠাৎ হারমোনিয়ম এগিয়ে কর্তা পুলককে গান শোনাতে বললেন। পুলক তো শুনেই পালাবার পথ খুঁজছেন। বললেন, ‘‘আপনি ভুল করছেন। আমি গান গাই না। গান লিখি।’’ স্বল্পভাষী শচীনদেব বললেন, ‘‘হ হ শোনাও।’’ শোনাতেই হল পুলককে। একটু পরে থামতে বললেন কর্তা। বললেন, ‘‘তোমার হবেরে ভাই, তোমার হবে। আমি এতক্ষণ তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম তোমার সুরবোধ কেমন। ভাল গান লিখতে হলে তোমাকে গান জানতেই হবে।’’ এর পর কর্তার কথা মতো মুম্বইতে যান পুলক। তবে নিজে গাইলেন না। পুলক তাই পোস্টকার্ডে সে দিনই গান পাঠালেন কলকাতা। অখিল বন্ধুকে। ‘ও দয়াল বিচার করো/ দাওনা তারে ফাঁসি!’ পরে পুলকের গানে সুর করেছিলেন পঞ্চমও। আরডি-র করা প্রথম সেই বাংলাগানে গেয়েছিলেন লতা। ‘আমার মালতী লতা’। আরডির সুরে, আশা ভোঁসলে আর অমিত কুমারের পুজোর গানের গল্পও খুব জনপ্রিয়। সে বার আরডির ডাকে রাতের ফ্লাইটে পুলক মুম্বই চল লেন। বাইরে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। মাঝ উড়ানে অল্পবয়সি সুন্দরী বিমান সেবিকা পুলকের কাছে এসে মধুস্বরে অটোগ্রাফের অনুরোধ করলেন। অমন চাঁদমুখের দিকে তাকিয়ে পুলক ফেরাতে পারলেন না! অটোগ্রাফের খাতায় লিখলেন, ‘সাদা দুটো মেঘ যেন দু’খানা ডানা/ চাঁদকে করেছে আজ রুপালি পরী।’ খাতা ফেরত পেয়ে গালে টোল ফেলে হাসলেন চন্দ্রমুখী! আর পুলক সে গান এসে শোনালেন পঞ্চমকে।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী পালন

বিশেষ প্রতিবেদক

২৫৬৯ তম পবিত্র বুদ্ধজয়ন্তী তথা ‘আন্তর্জাতিক ভেসাক ডে’ মহা সমারোহে পালিত হয়। সকালে বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন, বুদ্ধ স্নান, বিশ্ব শান্তি প্রার্থনা, বুদ্ধপুজা অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত করেন ভিক্ষু-ইন-চার্জ শ্রীমৎ জয়ন্তবোধি মহাথের মহোদয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

রুগীদের ফল ও পথ্য বিতরণ হয় সহ-সম্পাদক ভিক্ষু বিশ্বজিৎ’র তত্বাবধানে, কোষাধ্যক্ষ শ্রীমতি বিপাশা দাশ গুপ্ত’র তত্বাবধানে পথচারীদের মধ্যে পায়েস ও জুস বিতরণ হয়।রবীন্দ্র-নজরুল কবি প্রণাম। যেটি পরিচালিত হয় ইন্দো বাংলা খোলা জানালা এবং নির্দেশনায় ড. দীপা দাস। বিকেলে আলোচনা সভা শুরু হয় ভিক্ষু বিশ্বজিৎ’র মঙ্গলাচরণের মধ্যে দিয়ে, এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে ড. দীপা দাস ও সহ শিল্পী। উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি শ্রী জহর সরকার IASS Retd– Ex. M.P., সম্মানিত অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সৌমেন্দ্র কুমার সিনহা,প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংবাদিক রঞ্জন বোস, সভাপতি আসন অলংকৃত করেন ড. রতনশ্রী মহাথের মহোদয়। জহর সরকার মহাশয় তাঁর বক্তব্যে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ও তাঁর বিহার দখল ও ধ্বংস করে এই ধর্মকে শেষ করে দেওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমানরা কোনো কসুর ছাড়েনি। স্বাগত ভাষণে সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী বলেন, বুদ্ধের দেশে আজ যুদ্ধ হিংসা কার স্বার্থে? শুধুমাত্র রাজনীতি ও রাজ নেতার আখের গোছাতে মৌলবাদিদের আস্ফালন আর অসহিষ্ণুতা একমাত্র দায়ী। ধর্মাঙ্কুর নিউজলেটার প্রকাশ করে শ্রী জহর সরকার মহাশয়। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা ধন্যবাদ প্রদান করেন সহ-সম্পাদক ড. সুমিত বড়ুয়া।

পৌরপতির নেতৃত্বে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে অভিযান পৌরসভার

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৪ মে ঃ বুধবার সকালে সাড়ে কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ

ঘোষের নেতৃত্বে কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দল হঠাৎ করেই অভিযান চালালো কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে। পৌরপতি বাজার পরিদর্শন করেন এবং ভবানীগঞ্জ বাজারে থাকা দোকানগুলির ব্যবসায়িক জিনিসপত্র দোকানের বাইরের অংশে থাকার কারণে ব্যবসায়ীদেরকে অবগত করেন । সমস্ত সামগ্রী যেনো ব্যবসায়ীরা দোকানের ভেতরেই রাখেন। এমনকি বাজারের ভিতরে থাকা বিভিন্ন খাবারের দোকান সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাজার সহ কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় দোকানিরা তাদের পসরা দোকানের সামনে জায়গা দখল করে রাখেন ফলে কোচবিহারের মূল বাজারের সাধারণ মানুষের যাতায়াত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অপরদিকে এই ভবানীগঞ্জ বাজার প্রচন্ড ঘিঞ্জি ফলে যদি কোন কারনে আগুন লাগে সেক্ষেত্রে বড়সড় দুর্ঘটনা হতে পারে। অথচ বারবার বিভিন্ন রকম সচেতনতা সহ অসচেতনভাবে খাবারের দোকানগুলিতে গ্যাস সিলিন্ডার জালানো হয়। বুধবার এই অভিযানে পৌরপতি বাজারের ভিতরে যেন গ্যাস ওভেন না জালানো হয় যাতে কোনরকমের অপ্রীতিকর ঘটনা বাজারে ভেতরে না ঘটে সেই বিষয়ে বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালান। পাশাপাশি তিনি খাবারের দোকানের মালিকদের বলেন যেন তারা রান্না করা খাবার বাড়ি থেকেই এনে বিক্রি করেন। বুধবার বাজারে অভিযান চালানোর সময় পৌরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ট্রেড লাইসেন্স ফুড লাইসেন্স এমনকি ফাযারের কাগজপত্র দেখতে চান পৌরপতি। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন - গতকালই ব্যবসায়ীদের সাথে একটি বৈঠক হয় এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় যে বুধবার ভবানীগঞ্জ বাজারে পরিদর্শনে যাওয়া হবে। এই বাজারের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে মূলত নিকাশি নালা এবং দীর্ঘ পুরনো হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় চাই খসে পড়ে মানুষের দুর্ঘটনা ঘটছে সেগুলি পরিদর্শন করতে এসেছিলাম। পাশাপাশি তিনি বলেন বিভিন্ন দোকানিদের সাথে কথা বললাম যাতে তারা প্লাস্টিক ব্যবহার না করে এবং বাজারের ভিতর যে নিকাশি নালা রয়েছে তার উপর তাদের দোকানের সামগ্রী না রাখে এরপরেও যদি তারা কথা না শোনেন তাহলে পৌর আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা নেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন বিভিন্ন দোকানের ট্রেড লাইসেন্স নেই কারোর ফুড লাইসেন্স নেই যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তাদের বিপুল ক্ষতি হয়ে যাবে সে কারণেই আমাদের এই অভিযান এবং আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন - দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের জীর্ণ দশা। চরম অপ্রীতিকর এবং ভয়ংকার অবস্থার মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বাজার করতে আসা সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন জায়গায় চাঙর খুলে পড়ছে তাদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা বারবার আবেদন করেছিলাম এবং গতকাল একটি পৌরসভার সাথে আমাদের মিটিং হয় সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় বুধবার দিন পরিদর্শনে আসবেন পৌরপতি। তিনি বলেন আমরা নির্দিষ্ট জায়গা গুলি চিহ্নিত করে দেখেছি আশা করি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন দোকানের ট্রেড লাইসেন্স ফুড লাইসেন্স নেই এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ট্রেড লাইসেন্স বা ফুড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করলে তা ব্যবসায়ী সমিতি কখনোই মেনে নেবে না আমরা বলবো অবিলম্বে তাদের এই লাইসেন্সগুলো করে নিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে ভবানীগঞ্জ বাজারের বেহালদশা বারংবার বিভিন্ন দুর্ঘটনার কবলে পড়েও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। বুধবার কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে এই পরিদর্শন বা অভিযানের পর আদৌ কি সমস্যার সমাধান হবে ? উত্তরের অপেক্ষায়. কোচবিহারবাসী।

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 488/WS/SD Dated-14/05/2025
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT7/5e/25 and Tender Id No-2025_MAD_845613_1** for Supply & Installation of 20 H.P. S.M. Pump set including electrical works at w-10 under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **03/06/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

Dy. **C.E.(E)(Water Supply)/IGWTP/KMC** invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):–
NIeT No.: **KMC/IGWTP/034-2ND/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Reconditioning of the 1050 mm dia. Raw Water Inlet Valve of the Clarifier No.-5 at 100 MGD Plant, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹4,92,043.00.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Time of Completion: **30 days.** Cost of tender & Tender Documents (Rs.): **NIL**. Last date and time of online submission of tender: **09.06.2025 up to 1.00 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer (Water Supply)/IGWTP/KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):–
1. NIeT No.: **KMC/IGWTP/036/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Restoration of the Power Network and Power saving luminaries around C-type quarter premises at IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹4,77,829.00.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
2. NIeT No.: **KMC/IGWTP/037/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Repairing of the Office cum plants and tools storeroom premises attached with The Filter House under 60 MGD, WTP, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹3,91,238.00.** Earnest Money: **₹8,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
3. NIeT No.: **KMC/IGWTP/038/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Repairing of supporting structures and basement adjacent of alum distribution lines of alum VAT No. 5, 6, 7 and 8 at 60 MGD, WTP, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹2,64,879.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
4. NIeT No.: **KMC/IGWTP/039/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Renovation of the Safety Wall arrangement exist along the Eastern Alignment of Intake Station-2, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹2,01,465.00.** Earnest Money: **₹4,500.00**. Time of Completion: **20 days.**
5. NIeT No.: **KMC/IGWTP/040/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Restoration of the structural platform of 48 & 54 inch Valve Chamber beside Pressure Station No. 2, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹2,40,411.00.** Earnest Money: **₹5,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
6. NIeT No.: **KMC/IGWTP/041/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Repairing of the corroded inspection MS Covers of C-Chamber Adjacent to the Old Pumping Station, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹2,73,809.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Time of Completion: **20 days.**
7. NIeT No.: **KMC/IGWTP/042/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Repairing of the labour quarters exist along The Western Alignment of he Gate No. 2, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹4,82,202.00.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Time of Completion: **90 days.**
8. NIeT No.: **KMC/IGWTP/043/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Restoration of the Multipurpose filter gallery cum water sampling and Testing units under Module-5 Pulsator Type WTP at IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹4,02,125.00.** Earnest Money: **₹9,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
9. NIeT No.: **KMC/IGWTP/044/25-26, DT-10/05/2025**
Name of the Work: **Restoration of The LT Panel and illumination arrangement inand arround The Inlet Valve Chamber, drainage outlet areas along the Northern Alignment of 60 MGD WTP, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹4,90,261.00.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Time of Completion: **30 days.** Cost of tender & Tender Documents (Rs.): **NIL** (for Sl. No. 1 to 9). Last date and time of online submission of tender: **05.06.2025 up to 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 9). For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 9). Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for Sl. No. 1 to 9).

The **Executive Engineer, Water Supply, J. Unit (Br.-XI), KMC** invites e-tender for the following works :–
1. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/26/2025-26**
Name of the Work: **Supply and reinstall of 450 mm & 350 mm Butterfly & SV Valve, Air Valve repair with Ancilary works at Inlet of Phoolbagan ESR and Patuli 1 No. over Head in Ward No. 101, Borough-XI.** Estimated Amount: **₹3,71,023.50.** Earnest Money: **₹7,500.00**. Period of Completion: **21 days.**
2. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/24/2025-26**
Name of the Work: **Shifting of 300 mm dia D.I. Reserve Main Change by supplying 300 MM dia. M.S. Pipe at Pragati Park Crossing, Ward No. 111, Borough-XI.** Estimated Amount: **₹2,97,858.09.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **7 days.**
3. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/23/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of W/S S/Main disturbe by KEIIP drainage at Sonali Park area in Ward No. 113, Borough-XI.** Estimated Amount: **₹4,58,423.17.** Earnest Money: **₹9,200.00**. Period of Completion: **90 days.**
4. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/21/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of W/S Service Pipe damage by S&D Deptt. with Leaks Repair, Cutting & Flushing, Stand Post Repair, disinfection etc. at Congress Pally, New Park etc. surroundings area under Ward No. 112.** Estimated Amount: **₹4,68,617.04.** Earnest Money: **₹9,400.00**. Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/20/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of W/S House connection damaged by S & D drainage work at Sarat Pally, Kalitala Park, Sonali Park and Satyajit Park in Ward No. 113, Borough-XI.** Estimated Amount: **₹3,53,718.28.** Earnest Money: **₹7,100.00**. Period of Completion: **30 days.**
6. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/19/2025-26**
Name of the Work: **Repairing of 100, 150 mm dia service main leakage repair forming due to KEIIP drainage Deptt. at Sonali Park, Vivekananda Park, Shitala Park, Shibtala Road etc. in Ward No. 113.** Estimated Amount: **₹2,13,680.03.** Earnest Money: **₹4,300.00**. Period of Completion: **21 days.**
7. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/18/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of W/S service pipe leaks repairs, cutting & flushing stand post repair, disinfection etc. at Baghajatin E.G. & SPD Block, Fulbagan area diff. Bye Lane under Ward No. 101.** Estimated Amount: **₹4,69,580.58.** Earnest Money: **₹9,400.00**. Period of Completion: **90 days.**
8. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/17/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of W/S service main disturbe by KEIIP drainage (HQ), instalation of SV at Bansdroni Govt. Colony, Postal Park, Janata Colony etc. in Ward No. 112.** Estimated Amount: **₹4,73,353.67.** Earnest Money: **₹9,500.00**. Period of Completion: **90 days.** Last date of receipt/opening of Tender (Online): **30.05.2025, 5.00 p.m. / 02.06.2025, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 8).

The **Executive Engineer, Water Supply (Jadavpur Unit), Borough-XII, KMC** invites e-tender for the following works :–
1. NIT No.: **WS/BR-XII/M/106/25-26/01/1st Call**
Name of the Work: **Mending work of water supply pipeline and other allied works at Purbachal Road, M.G. Road and its surrounding area in Ward No.-106, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹2,73,337.90.** Earnest Money: **₹5,500.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **WS/BR-XII/M/105/25-26/01/1st Call**
Name of the Work: **Mending of water supply service pipeline by repairing of leaks and other ancillary works at Nelinagar, Asutosh Colony, Haltu School Road, and Sahid Nagar surrounding in Ward No.-105, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹2,81,729.16.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **14 days.**
3. NIT No.: **WS/BR-XII/109/M/25-26/02/1st Call**
Name of the Work: **Mending of water supply service pipe line by repairing of leaks with other ancillary works at Panchasayar, S.S. Colony, New Garia Co. Op. and Srinagar Main Road surrounding in Ward No.-109, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹2,76,061.86.** Earnest Money: **₹5,600.00**. Period of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **WS/BR-XII/109/M/25-26/03/1st Call**
Name of the Work: **Restoration of water supply service pipeline by repairing of leaks and other ancillary works at Jamuna Nagar, 6A & 6B Mukundapur, Nayabad, Hederhut and Netai Nagar surrounding in Ward No.-109, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹2,84,920.98.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **45 days.**
5. NIT No.: **WS/BR-XII/109/M/25-26/04/1st Call**
Name of the Work: **Repair a leak of 600 mm dia. Rising Main with other allied works near 7 No. Mukundapur in Ward No.-109, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹1,94,557.25.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **7 days.**
Last date of receipt/opening of Tender (Online): **31.05.2025, 1.00 p.m. / 02.06.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/019/2025-26, DATED–14/05/2025**
Name of the Work: **Renovation of general toilet health at Health Department Room No. 137, 1st Floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost: **₹1,69,980.00.** Earnest Money: **₹3,500.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **24.05.2025 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

CORRIGENDUM

NIT No.: **S_D/SOUTH/XVI/D/003/25-26.** Published in this Newspaper on **03.05.2025** (Key No. **158/25-26**) of **S &D Department** (for Sl. No. 1). Last date and time of Submission of bid (online) will be read as **20.05.2025 at 2 p.m.** instead of 13.05.2025 at 2.00 p.m other details would remain unchanged.

225/25-26

লামডিং - বদরপুর হিল সেকশনে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৪ মে ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং ডিভিশনের অধীনে অসমের লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে রেলওয়ে সুরক্ষা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যাবলী সমাধানের বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, ভূমিধস, নিষ্কাশন সমস্যা এবং বাঁধের স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। এই সেকশনটি, ডিমা হাসাও এবং কাছাড় জেলার পাহাড়ি ভূখণ্ডে বিস্তৃত, এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর রাজ্যগুলি ও অসমের বরাক উপত্যকাকে ভারতের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তা। কঠিন ভূ-প্রকৃতি এবং অত্যাধিক বর্ষার পরিস্থিতির জন্য এই রুটটি প্রাকৃতিক বিপদের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল, যা প্রায়ই রেল চলাচল ব্যাহত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ঝুঁকি দেখা যায়। এই প্রত্যাহ্বানগুলি হ্রাস করার জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হিল সেকশনের কিমি.-৪৫ থেকে কিমি.-১২৫ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার এলাকায় একটি ব্যাপক এরিয়াল এবং ভূ-ভৌতিক জরিপ শুরু করেছে। এই পদক্ষেপে উন্নত ড্রোন-ভিত্তিক লিডার (লাইট ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং), হাই-রেজোলিউশনের এরিয়াল ইমেজিং এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সার্ভে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় ২ সেমি রেজোলিউশনের লিডার অর্থোফটো, থার্মেল ইমেজ এবং ডিজিটাল ইলেভেশন মডেল (ডিইএম) পাওয়া গেছে, যা ভূখণ্ডের আকৃতি, ঢালের স্থিতিশীলতা এবং পৃষ্ঠের বিকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এরিয়াল জরিপের পরিপূরক হিসেবে, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার (জিপিআর), ট্র্যানজিয়েন্ট ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সার্ভে, ইলেক্ট্রিক্যাল রেসিস্টিভিটি টমোগ্রাফি (ইআরটি) এবং সিসমিক রিফ্র্যাকশন টেস্টিং (এসআরটি)-কে সংবেদনশীল ঢাল এবং ট্র্যাক বোর্ডের মোতায়েন করা হয়েছে। এই ভূ-ভৌতিক পদ্ধতিগুলি ভূগর্ভস্থ ত্রুটি, সইল স্যাচুরেশন জোন এবং ভূ-পৃষ্ঠের জল জমা সনাক্ত করতে সাহায্য করেছে, যার ফলে সম্ভাব্য ভূমিধস-প্রবণ এলাকা এবং বাঁধের অস্থিরতা প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে টানেলের সুরক্ষা এবং কাঠামোগত অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টেরেস্ট্রিয়াল লেজার স্ক্যানিং (টিএলএস) করা হয়েছে, যার মধ্যে লোকেশন ২০-এ ৭৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি টানেলও ছিল। এই ৩৬০-ডিগ্রি লেজার স্ক্যানিং কৌশলটি বিকৃতি, জয়েন্টের স্থানচ্যুতি এবং জল প্রবেশ সনাক্তকরণে সাব-সেন্টিমিটার নির্ভুলতা প্রদান করে, ও প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষম পরিকল্পনাকে সহায়তা করে। ড্রোন-মাউন্টেড জিপিআর-এর ব্যবহার ব্রিজ এবং টানেলের রাস্তায় অগভীর ভূগর্ভস্থ বিসঙ্গতি যেমন শূন্যস্থান, পরিখা এবং বিচ্ছিন্নতার সনাক্ত করার জন্যও করা হয়েছে। এই তথ্যগুলি ভূমিধস বা মাটির চলাচলের কারণগুলি বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিকাঠামোগত বিফলতা রোধ করার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ইঞ্জিনিয়ারিং হস্তক্ষেপের ভিত্তি তৈরি করে। ভূমি-স্তরের জরিপের পাশাপাশি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গতিশীল ভূমিধসের সংবেদনশীলতা মানচিত্র তৈরি করতে জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এই মানচিত্র ঢাল কোণ, মাটির বৈশিষ্ট্য, গাছপালা

আচ্ছাদন এবং জলবিজ্ঞান আর্দ্রির উপর ভিত্তি করে এলাকাগুলিকে নিম্ন থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করে। এই সামগ্রিক এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পদ্ধতিটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সম্পদ, যাত্রী এবং কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অটল প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। এরিয়াল ইন্টেলিজেন্স তথ্য, ভূ-ভৌতিক পদ্ধতি এবং ডিজিটাল মডেলিংকে একীভূত করে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে না কেবল রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন উন্নত করছে বরং উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি সুরক্ষিত এবং আরও উন্নত রেল নেটওয়ার্কের পথও প্রশস্ত করছে।

মিলবে ইলিশ! ব্যান পিরিয়ডে এলিট সংরক্ষণে বাড়তি নজর দিল জেলার মৎস্য দফতর

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৪ মে ঃ বর্ষা মানেই ইলিশ। গন্ধেই পেটের ভাত খাওয়া হয়ে যায়। তাই এই মাছ হাতেও ভাল আবার পাতেও ভাল। কিন্তু ফি বছর বর্ষা আসলেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে এবার ইলিশ সুখ মিলবে তো? বাংলার ইলিশপ্রেমীদের জন্য এবার এক বিরাট সুখবর! নদী ও সমুদ্রে ইলিশ ফেরাতে আগেই উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য দফতর। এবার সেই উদ্যোগে আরও তৎপর হয়েছে প্রশাসন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ উঠে আসে। বর্তমানে সমুদ্র বা নদীতে মাছ ধরার ব্যান পিরিয়ড চলছে। এই ব্যান পিরিয়ডে এলিট সংরক্ষণে বাড়তি নজর দিল জেলার মৎস্য দফতর। ফলে এবার আশা করা যায় বর্ষার সময় ভালই পরিমাণে উঠে আসবে ইলিশ-সহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ। ব্যান পিরিয়ডে চলছে বাড়তি নজরদারি। মৎস্য দফতরের কড়া নজরদারি চলছে বিভিন্ন মৎস্য আরোহণ কেন্দ্র এবং খুঁটিগুলিতে। ১৫ এপ্রিল থেকে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারের জন্য জন্য ' ব্যান পিরিয়ড' শুরু হয়েছে। এই সময় মাছ ধরা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা সামুদ্রিক মাছের প্রজনন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ১৫ এপ্রিল থেকেই ১৪ জুন পর্যন্ত মোট ৬১ দিনের ব্যান পিরিয়ড। ব্যান পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে, কিছু মৎস্যজীবী এবং পরিবেশবিদ উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ তাঁরা বাজারে ছোট ইলিশ মাছ দেখতে পেয়েছিলেন। এই ছোট মাছগুলি মাছের প্রজনন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। দীঘা, শংকরপুর, মন্দারমনি, পেটুয়াঘাট বিভিন্ন ল্যান্ডিং সেন্টারে মৎস্য দফতরের হিলসা অ্যালুমিনেটররা নজরদারিতে রয়েছে। প্রসঙ্গত বর্তমান সময়ে প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে ইলিশ- সহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের যোগান কমছে নদী বা সমুদ্রে। মাছ ধরার মরসুমে দিঘায় সেভাবে ইলিশ উঠে আসেনি। আর প্রতিবারই অভিযোগ ওঠে, ব্যান পিরিয়ডের সময় মূলত নজরদারির অভাবে আগে ছোট ছোট ইলিশ মাছ ধরা হয় নদী বা সমুদ্রে জাল ফেলে। তবে চলতি বছর আর সেসব নয় মৎস্য দফতর থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রতিটা মৎস্য আহরণ কেন্দ্র এবং মৎস্য খুঁটিতে নজর রাখা হয়েছে। এমনকি নিয়মিত ভিজিট করছেন দফতরের কর্মীরা। ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ফিশিং ব্যান পিরিয়ড। আর এই সময় প্রতি বছর নজরদারি এড়িয়ে মাছ ধরেন অনেক মৎস্যজীবী। সেগুলি পুরোপুরি বন্ধ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে বলে মত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির। এই বিষয়ে নজরদারিতে থাকা মৎস্য দফতরের কর্মী বলেন, ' দীঘায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্যভাবে ইলিশ মাছের যোগান কমছে। ব্যান পিরিয়ডের সময় বেশিরভাগ অভিযোগ ওঠে নজরদারি বা মনিটারিং এর বিষয়টি নিয়ে। এবার দফতর সেই বিষয়ে কড়া হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের বনে মিলল দুর্গাপুরের যুবকের দেহ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ মে ঃ কলকাতায় চাকরির ইন্টারভিউ আছে বলে দুর্গাপুরের বাড়ি থেকে ৯ দিন আগে বেরিয়েছিলেন যুবক। গত প্রায় দু'দিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। উত্তরাখণ্ডের বদ্রিনাথের পাইনবন থেকে উদ্ধার হল তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ। দেহ উদ্ধারের পর ওই এলাকার পুলিশ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মৃত ওই যুবকের নাম প্রীতম মজুমদার (২৭)। বাড়ি দুর্গাপুরের বি- জোনের এডিশন এলাকায়। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্য বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে পরিবারের সদস্যরা। ওই পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রীতমের বাবা ও মায়ের ২০০৮ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। বাবা বায়ুসেনার প্রাক্তন কর্মী। বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি ফের বিয়ে করে গুজরাটে থাকেন। প্রীতমের মা পূর্ণিমা মজুমদার এনআইটির হস্টেলের সুপার ভাইজার ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর দুর্গাপুরের এডিশন এলাকায় দাদুর বাড়িতেই ভাই-বোন-মাকে নিয়ে থাকতেন প্রীতম। স্থানীয় কলেজ থেকে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন প্রীতম। বিভিন্ন সময়ে একাধিক জায়গায় চাকরি করলেও কোনওটাই স্থায়ী হয়নি। চলতি মাসের শুরুতে পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রীতম জানান, চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য কলকাতা থেকে ডাক এসেছে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে গত ৪ তারিখ দুর্গাপুর থেকে রওনা দেন তিনি। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল। গত ১১ তারিখ শেষবার প্রীতম মামার সঙ্গে শেষবার কথা বলেছিলেন। তারপর থেকে আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। গতকাল মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের জোশিপঠ থানার পুলিশ প্রীতমের মামার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে। জানানো হয়, ওই এলাকার পাইন বনের একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থলেই তাঁর কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে। গোটা বিষয়টিতেই রহস্য বাড়ছে।

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিইএন_০৬_২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_জিইএন_০৬_২৫-২৬, **কাজের নাম ঃ** ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ সম্পর্কেঃ- (I)"কাটিহারঃ সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে পুরানো পিট লাইনে ৩০০০০ গ্যালন ক্ষমতাযুক্ত দ্বারা আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক-এর প্রতিস্থাপন। (II) "কাটিহারঃ সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে ৫০০০০ গ্যালনের আরসিসি ওভার হেড ট্যাংক দ্বারা এমজি লোকো ট্যাংক নং. ১০এর প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ১৪,০৪,৮৩০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২৮,১০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেপিএ/ইজি/ওটি-০১/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১২.০৫.২০২৩। ডেপুটি চীফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিকভাবে সক্ষম, স্বনামধন্য, প্রতিষ্ঠিত, এবং অভিজ্ঞ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার নং. কেপিএ/ইজি/ওটি-০১/২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** ওয়ার্কশপে জীর্ণ/পুরাতন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন ইওটি ক্রেনের জন্য ভিভিভিএফ ড্রাইভ ইত্যাদির পরিবর্তন এবং প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যায়ন খরচ (টাকা) ঃ** ₹ ৩,৬৬,৮৩,৮৪০.০০ (জিএসটি এবং অন্যান্য সকল কর/চার্জ সহ); **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা) ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ₹ ৩,৩৩,৪০০.০০; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৫ দুপুর ৩টায়; **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার এবং নথির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা এবং পাওয়া যাবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং **০৫.০৬.২০২৫** তারিখ **দুপুর ৩টার** মধ্যে উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার প্রাপ্ত হয় তবে তা গৃহীত হবেনা এবং সরাসরি বাতিল করা হবে।
MISC-62/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং এলআরসি-৩-এলএইচবি-ইন্সপেকশন-কার, তারিখ ঃ ১২.০৫.২০২৫। ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি)., পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** "আরএ পরিদর্শন কোচ (সেলুন কার)-এর জন্য ইআর ০৫২১১০ এলডব্লুএসিসিএন ও ইআর ০৫২১১৭ এলডব্লুএসিসিএন -এর ড্রয়িং অনুযায়ী পরিবর্তন।" **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ₹ ০.০০; **কাজের আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ১,৬৭,৬৬,৪৭৬.৬৬। **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৩৩,৮০০.০০। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৬.২০২৫ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।
MISC-60/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৪৫, তারিখ ঃ ১৩.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং. ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/১০/২৫-২৬/আরআরএসকে; স্থানসহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে স্থায়িত্ব ও অবস্থার ভিত্তিতে সিগন্যালিং ও পাওয়ার কেবল প্রতিস্থাপন; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ২,৫০,০৬,৭১০.৩৯; **বায়না অর্থ/ বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ২,৭৫,০০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ঃ** ২৬.০৫.২০২৫; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ** ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ডঃ-** টেন্ডারদাতাকে গত ০৭ (সাত) বছরে, যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, আগের মাসের শেষ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর যেকোনো একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে (i) তিনটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (ii) দুইটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (iii) একটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ডঃ-** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন বা 'ভি' হতে হবে, যেটি কম হবে; যেখানে ভি = টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকা, এন = কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুসারে, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদান" এর গড় হিসাবে গণনা করা হবে। তবে, যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাদের জিসিসি ২০২২ (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)-এর অ্যানেক্সার-ভিআইবি অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট / নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেট। **অন্যান্য নথি জমা দিতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **অনুরূপ কাজের প্রকৃতি ঃ** সিগন্যাল বা টেলিকমের যেকোন কাজ যার মধ্যে সিগন্যাল বা টেলিকম কেবলের ট্রেঞ্চিং, বিছানো এবং পরীক্ষা করা হয় অথবা অন্য যেকোন বিবিধ আউটডোর এস অ্যান্ড টি কাজ তাৎক্ষণিক টেন্ডার কাজের জন্য একই ধরণের কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ-** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের দাবির সমর্থনে নথিপত্র জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমাকৃত প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথি/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
SDAH-53/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Pradhan
Ichag Gram Panchayat
Vill: Ichag, P.O.: Ichag P S Jhalda I, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No.-WB.IGP.NITe-01/2025-26, Date: 08/05/2025
For and on behalf of the Ichag Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-Tendering for 9(Nine)Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **21/05/2025 up to 11.00 AM**. Time & date for opening technical Bid/ Bids Online: **23/05/2025 at 12:00 Noon**. For details please **visit website https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Ichag Gram Panchayat

e-Tender Notice
The Pradhan, Nimtita panchayat invites e-Tender for **NIeT No. WB/MSD/NIMTITA/01/2025-26** Date of publication of **e-NIT: 15/05/2025,** Last date of submission of bid (online): **23/05/2025 up to 10.00 A.M** For more details, please contact with the office visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Aliyara Bibi
Pradhan
Nimtita Gram Panchayat

পোরসেলেন ইনসুলেটরের সরবরাহ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_০৪_২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_টিআরডি_০৪_২৫-২৬, **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের ডালখোলা-কুমেদপুর ডাবল লাইন সেকশনের ট্র্যাকশন পাওয়ার সিস্টেমের সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য পোরসেলেন ইনসুলেটর-এর সরবরাহ (ফেজ-৩)। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৪,৫৪,৩৪৯/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯২,৩০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ এসইআর-কেজিপিডব্লু-ইএনএইচএম-৪০কেএলডি-এসটিপি-২, তারিখঃ ১৩.০৫.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএমই (ডিজেল), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ১১টা পর্যন্ত** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **বেলা ১১.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের নামঃ** বহিরাগত সংস্থার মাধ্যমে খড়গপুর ওয়ার্কশপে ৪০টি কেএলডি এসটিপি প্লান্ট স্থাপন। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ৩৬,৮৯,৮৬০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৭৩,৮০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৬.২০২৫ বেলা ১১টা। **টেন্ডারের ধরণঃ** ওপেন। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** **www.ireps.gov.in** South Eastern Railway KGPWS/ Mechanical। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-158)

Office of the
PUNISOLE Gram Panchayat
PUNISOLE, Bankura
NIT No:- (1) 11/2024-25(2 nd Call) Date:-08.05.2025, (2) 01/2025-26 Date:-08.05.2025, (3) 02/2025-26 Date:-08.05.2025
Sealed tender are hereby invited by this office for total 3 (Three) Nos. different works. Last date of dropping of sealed tender form-On or before 16/05/2025 up to 03.00 PM. Date of Opening of Bid (Technical & Financial)-20/05/2025 (19.05.2025 for NIT-11) (From 11.00 A.M. & Financial from 2.00 P.M. onwards) (For viewing Tender:- Office Notice Board & website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender
Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: **(1) NIT No. 1069/E-NIT/KGP/2025-26.** Last date of uploading of asking documents as per NIT (online) on or before **21/05/2025 up to 6 PM**. Date of Opening of Tender (online)for Technical on **23/05/2025 at 11 A.M. & Financial at 1 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

SBI
এসবিআই বালিগঞ্জ পার্ক শাখা (১১৫৩৪)
১, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, 'তামরা ভবন'
কলকাতাঃ ৭০০০১৯, ই-মেইলঃ sbi.11534sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স ফাইয়াজ হোসেন এসবিআই বালিগঞ্জ পার্ক থেকে স্বর্ণ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। স্বর্ণ অলঙ্কার বন্ধক রেখে শাখাটি নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রাহক নোটিশনোটিশের যথাযথ ভাবে সাড়া দেননি অথবা নোটিশটি অপ্রদান না করে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি স্বর্ণ ঋণ (গুলি) নিলামের দিন (১৫.০৫.২০২৫) বিকেল ৪ টার আগে বাতিল করা হয়না হয়, তাহলে (১৬.০৫.২০২৫) বন্ধক অলঙ্কারগুলি পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই শাখা প্রাঙ্গণে নিম্নোক্ত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যয় ঋণগ্রহীতা (গণ) বহন করবেন। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন এবং অলঙ্কার দখল করতে পারবেন।

ঋণগ্রহীতার নামঃ ফাইয়াজ হোসেন

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রাম)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৬.০৫.২০২৫	বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত	২২ সি	মোট ওজন ২৯.৯৪০মোট ওজন ২৯.৫০০	১ পিসি নেকলেস

তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৫, স্থানঃ বালিগঞ্জ অনুমোদিত কর্মকর্তা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বিনোদন

কান চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী দিনে স্বর্ণপাম দেওয়া হয় অস্কারজয়ী মার্কিন অভিনেতা রবার্ট ডি নিরোকে

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্মিত সব চলচ্চিত্রের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্দেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পর থেকেই সিদ্ধান্তটি নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। আগেই ধারণা করা হয়েছিল শুল্ক ইস্যুতে এবারের কান উৎসবে বারবার আসবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রসঙ্গ। হয়েছেও তাই, উৎসবের প্রথম দিনেই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধুয়ে দিলেন রবার্ট ডি নিরো। গতকাল ৭৮-তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী দিনে সম্মানসূচক স্বর্ণপাম দেওয়া হয় অস্কারজয়ী মার্কিন অভিনেতা রবার্ট ডি নিরোকে। পুরস্কার গ্রহণ করে ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করেন ৮১ বছর বয়সী অভিনেতা। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'শিল্পবিরোধী প্রেসিডেন্ট' আখ্যা দিয়ে ডি নিরো বলেন, 'শিল্পের শত্রু তিনি।' এদিন ডি নিরোর হাতে সম্মানসূচক স্বর্ণপাম তুলে দেন 'দিস বয়'স লাইফ', 'কিলারস অব দ্য ফ্লাওয়ার মুন'এর সহ-অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। অভিনেতার গালে মৃদু চুম্বন করে আবেগঘন বক্তব্য দেন ডি নিরো। তিনি বলেন, 'আমার দেশে এখন

গণতন্ত্রের জন্য মরিয়া লড়াই চলছে। যেটা একসময় আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলাম, তা এখন হুমকির মুখে। এই লড়াই আমাদের সবার। কারণ, শিল্প তৎপরতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক।' তিনি আরও বলেন, 'শিল্প একতাবদ্ধ করে, সত্য অনুসন্ধান করে, বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করে। এ কারণেই স্বৈরাচারীরা শিল্পকে ভয় পায়, আমাদের ভয় পায়।' ডি নিরো এরপর দৃষ্টি ফেরান ট্রাম্পের সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত শুল্কনীতির দিকে। তিনি বলেন, 'সৃজনশীলতার কোনো দাম হতে পারে না, কিন্তু ট্রাম্প তাতে কর বসাতে চান।' ডি নিরো যোগ করেন, 'এটা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা নয়, এটি বৈশ্বিক সংকট। আমরা শুধু বসে থেকে দেখলে চলবে না। আমাদের এখনই কিছু করতে হবে। সহিংসতা নয়, বরং প্রবল আবেগ আর অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। স্বাধীনতাকে ভালোবাসেন যাঁরা, তাঁদের এক হতে হবেসংগঠিত হতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে।' ডিক্যাপ্রিও তাঁর বক্তব্যে ডি নিরোর সাহসী অবস্থানের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, ১৯৯৩ সালে 'দিস বয়'স লাইফ'-এ অডিশনের সময় ডি নিরোর সামনে দাঁড়িয়ে 'গলা ফাটিয়ে চিৎকার' করেছিলেন তিনি শুধু নজরে পড়ার জন্য। অডিশনের পরদিন ডি নিরো যখন উড়োজাহাজে উঠছিলেন, তখন প্রযোজক আর্ট লিনসন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে অভিনয় করবে?' ডি নিরো উত্তরে বলেন, 'শেষ থেকে দ্বিতীয় ছেলেটা।' সেই ছেলেটাই ছিলেন ডিক্যাপ্রিও। 'সেই মুহূর্তটাই আমার জীবন বদলে দেয়,' বলেন ডিক্যাপ্রিও। ছয় দশকের ক্যারিয়ারে দুবার অস্কারজয়ী ডি নিরোর নাম জড়িয়ে আছে মার্টিন স্করসেজির আলোচিত সব সিনেমার সঙ্গে। সেই সময়ে যেমন 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'রেজিং বুল', 'গুডফেলাস' করেছেন তিনি, তেমনই দেখা গেছে সাম্প্রতিক 'দ্য আইরিশম্যান' ও 'কিলারস অব দ্য ফ্লাওয়ার মুন' ছবিতে।

অভিনেতা কানে প্রথমবার এসেছিলেন ১৯৭৩ সালে 'মিন স্ট্রিটস' নিয়ে। এরপর এসেছেন একাধিকবার, সর্বশেষ ২০২৩ সালে 'কিলারস অব দ্য ফ্লাওয়ার মুন' ছবির জন্য, যেটি কানে প্রদর্শনের পর ৯ মিনিট ধরে স্ট্যান্ডিং ওবেশন পায়। পুরস্কার গ্রহণ করে ডি নিরো বলেন, 'কান উৎসব আমার হৃদয়ের খুব কাছের। যখন চারপাশের দুনিয়া টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে, তখন কান আমাদের একত্র করেগল্পকার, নির্মাতা, দর্শক আর বন্ধুদের। যেন ঘরে ফেরা।' ৭৮তম কান চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ১৩ থেকে ২৪ মে পর্যন্ত।

দাম্পত্য জীবনে ইতি টানলেন জনপ্রিয় কোরীয় অভিনেত্রী কিম বো রা

বিয়ের এক বছরের ব্যবধানে দাম্পত্য জীবনে ইতি টানলেন জনপ্রিয় কোরীয় অভিনেত্রী কিম বো রা। অভিনেত্রীর এজেন্সি নুন কোম্পানি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিচ্ছেদের খবর জানিয়ে নুন কোম্পানি লিখেছে, 'অনেক চিন্তাভাবনা ও আলোচনার পর কিম বো রা ও তাঁর স্বামী বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবেই আলাদা হয়েছেন এবং আইনি প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে।' বিচ্ছেদ নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন কিম। বছরখানেক আগে নির্মাতা জো বা রেউনকে বিয়ে করেন কিম বো রা। 'দ্য গ্রোটেস্ক ম্যানশন' সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে দুজনের পরিচয় হয়। পরে তা প্রেমে গড়ায়। প্রায় তিন বছর প্রেমের পর গত বছরের জুনে বিয়ে করেছেন এই জুটি। দুই দশকের ক্যারিয়ারে 'স্কাই ক্যাসল', 'জাঙ্গল ফিস', 'বেল অমি'সহ বেশ কয়েকটি সিনেমা ও ড্রামাতে অভিনয় করেছেন কিম বো রা। ২০০৫ সাল থেকে অভিনয় করছেন কিম। সিনেমা ও ড্রামার বাইরে ওয়েব সিরিজ, গানের ভিডিও চিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি।

ভারত বিরোধী পোস্টে একের পর এক গ্রেপ্তার পূর্ব বর্ধমান জেলায়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ মেঃ ভারত - পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে ভারত বিরোধী পোষ্ট করে কিম্বা শেয়ার করার ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় বাড়ছে গ্রেপ্তারের সংখ্যা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত বিরোধী পোষ্ট করা হলে কিম্বা শেয়ার করা হলে অভিযুক্ত ব্যাক্তি বা ব্যাক্তবর্গ কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবার নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই মর্মে দেশ জুড়ে নোটিশ জারি করা হয়েছে স্বরাস্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে। স্বরাস্ট্র দপ্তরের নির্দেশ কে কার্যকর করতে ময়দানে নেমে পরেছে এরাজ্যের পুলিশ প্রশাসনও। পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ প্রশাসন ও সাইবার সেল কড়া নজর রেখেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ফলে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হচ্ছে একের পর এক অভিযুক্ত। কালনায় ভারত বিরোধী পোস্ট শেয়ার করে গ্রেফতার হয়েছে এক ব্যক্তি। ধৃত কে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে নিল কালনা থানা। কালনা থানার অন্তর্গত আনুখাল উত্তর-পশ্চিম পাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় ট্রাক্টর ড্রাইভার নূর মোহাম্মদ শেখ, ফেসবুকে দুইটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছবি শেয়ার করে। একটিতে দেখা যাচ্ছে ভারত প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে বেল্ট বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। অপরটিতে দেখা যাচ্ছে মিসাইল আক্রমণে ছুটে পালাচ্ছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর পরই বিজেপি তরফে কালনা থানায় আজ একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় বুধবার এই দেশবিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে। এরপরই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আজ বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ কালনা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় কালনা আদালতের বিচারক। অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবি, সে লেখাপড়া জানেনা তাই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। এই ঘটনায় তিনি অনুতপ্ত বলে সাফাই ও দিয়েছেন। এছাড়া সমাজমাধ্যমে দেশবিরোধী পোস্ট করে গ্রেফতার পূর্ব বর্ধমানের গুসকরার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম সারুফ শেখ। সে আউসগ্রামের গুসকরার ৯নম্বর ওয়ার্ডের মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে করা একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ''পাকিস্থান জিন্দাবাদ''। এই ফেসবুক পোস্টের ভিত্তিতেই যুবককে বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা আউসগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগেই সারুফ শেখ কে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে জানাগিয়েছে। বুধবার ধৃতের বিরুদ্ধে দেশ বিরোধী ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। বিচারক ধৃতের ৯দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অপরদিকে একদিন আগেই কাটোয়ার দাঁইহাটের মোকামা পাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখ মিলন নামে এক যুবক। সে পেশায় রাজমিস্ত্রি।

একটি ছেলে তার ভাইকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত, সব প্রমাণ এটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে, ছেলেটিই খুন করেছে তার ভাইকে

ভাই ভাইকে খুন! সদ্য ১৮ পেরোনো একটি ছেলে তার ভাইকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত। সব প্রমাণ এটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে, ছেলেটিই খুন করেছে তার ভাইকে। শেষ শুনানির রায় দুই দিন পরেই। রায় দেবেন স্বনামধন্য জজ ব্রজেশ্বর দত্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তি কি সত্যিই অপরাধ করেছে? এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগে জুরিবোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হতো। জুরিবোর্ডে থাকতেন ১২ জন। সবদিক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিতেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে ভারতবর্ষ থেকে ১৯৭৩ সালেই তুলে দেওয়া হয়েছে জুরিবোর্ড পদ্ধতি। কারণ? ১২ জন জুরির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিপদজনক করে তোলে রায় দেওয়ার সিদ্ধান্তকে। তবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও আমাদের ভেতরে অনেক রূপ থাকে। আমরা কি পারি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের বাইরে গিয়ে সব সময় অবিচলভাবে সিদ্ধান্ত নিতে? ছেলেটির ভাই খুন হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ব্রজেশ্বর দত্ত ঢুকে পরেন এমন এক জগতে, যেখানে তাঁর আশপাশের একেকজন মানুষ হয়ে ওঠেন জুরিবোর্ডের সদস্য। তাঁরা কি পারেন তাঁদের নিজের গণ্ডি থেকে বের হয়ে নির্মোহভাবে সিদ্ধান্ত নিতে, নাকি ছেলেটিকে বরণ করতে হয় তাঁদের সিদ্ধান্তের ভুল পরিণতি? 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পই। ১৯৫৭ সালে মুক্তি পায় সিডনি লুমেট পরিচালিত 'টুয়েলভ অ্যাংরি মেন'। এটি একই নামের একটি টেলিভিশন নাটকের চলচ্চিত্র রূপ। মাত্র একটি সেটে বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়াকে কেন্দ্র করে এক শ্বাসরুদ্ধকর যাত্রা দেখানো হয় এতে। সেই সময়ে সিনেমাটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল। আজকের দিনেও সিনেমাটি দেখলে সেই টান টান উত্তেজনা টের পাওয়া যায়। 'টুয়েলভ অ্যাংরি মেন'এর অবলম্বনে ১৯৮৯ সালে বানানো হয় হিন্দি সিনেমা 'রুকা হুয়া এক ফয়সালা'। এই দুই সিনেমার ছায়া অবলম্বনে সৃজিত মুখোপাধ্যায় বানিয়েছেন 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'। বছরের শুরুতে গত ২৩ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সিনেমাটি।

তবে সম্প্রতি তা মুক্তি পেয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে। আপনি যদি 'টুয়েলভ অ্যাংরি মেন' কিংবা 'রুকা হুয়া এক ফয়সালা' সিনেমাটি দেখে থাকেন, তবু সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিনেমা আপনার দেখা উচিত। কারণ, গল্পের কাহিনি, ক্রম এক হলেও পরিবেশনায় ভিন্নতা রাখতে ভোলেননি সৃজিত। আর তাই গল্প একই হলেও এ সিনেমায় পাওয়া যায় নতুন অনেক কিছু। চমকে যাওয়ার মতো উপাদান না থাকা সত্ত্বেও গল্পের ভেতরে উঠে আসা ছোট ছোট গল্পগুলো নাড়িয়ে দেবে আপনাকে। ১২ জন জুরি যে ব্রজেশ্বর দত্তের চারপাশের ১২ জন ব্যক্তির সত্তা। তাঁরা যুক্তিতর্ক দিয়ে দিয়ে যুদ্ধ করে যান একে অন্যের সঙ্গে। এ রকম এক দৃশ্য থেকে শুরু হয় 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' সিনেমাটি। বিশাল ১২টি চেয়ারের ১২ জন ব্যক্তির পেছনে আবার ১২ রাশির চিহ্নএ যেন একেকজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। আর জুরিবোর্ডের সবার বিপক্ষে প্রথমেই অমত করা লোকটির চরিত্রে যখন ভিন্ন এক পরমব্রতকে দেখা যায়, তখন চমক লাগে। সেই সঙ্গে পর্দায় ভেসে ওঠে একে একে সবার চেহারা। ১২ ব্যক্তি ধরা দেয় এক ফ্রেমে। গল্পের শুরুর দিকটায় এমন কিছু ভালোলাগা আর চমক রেখে সৃজিত নিজের জাত চেনান। তারপর একে একে সেই জুরিবোর্ডের সভা বসে মঞ্চে, গলফের মাঠে, রাতের হাইওয়েতে, জঙ্গলে, এমনকি সমুদ্রের তীরেও। সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে অর্ধেক চেয়ার ডুবে যাওয়া জুরিবোর্ডের বসা দেখতে বেশ লাগে। আবার গভীর জঙ্গলে ঘেমে-নেয়ে আলোচনাটা হয়ে ওঠে আরও মারকুটে। এ যেন সত্যিই গরমে মাথা ঠিক না থাকার এক বাস্তব প্রকাশ। তবে সব ছাপিয়ে যায় ছোট্ট ছেলেটির মামলার সমাধান করতে গিয়ে বের হয়ে আসা ছোট ছোট গল্পগুলো। গল্পের পরিধি ছোট হলেও এর ছাপ কতটা দীর্ঘমেয়াদি, তা ফুটে ওঠে জুরিদের কথোপকথনে। দেশভাগ, দাঙ্গা, শুধু ধর্মের কারণে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পরা, নৃশংসতাএসব সৃজিত ফুটিয়ে তুলেছেন নিখুঁত দক্ষতায়। সমাজের নিচু এলাকার মানুষের প্রতি উন্নাসিক মনোভাব, সংখ্যালঘুদের প্রতি বিরূপতাও দেখানো হয়েছে চমৎকারভাবে। ছোট বয়সে পারিবারিকভাবে নিগ্রহের শিকার হওয়া কিংবা মা-বাবার অন্তর্দ্বন্দ্বে নিজের ঠাঁই খুঁজে না পাওয়া শিশুদের মনস্তত্ত্বও ফুটে উঠেছে দারুণভাবে। আর শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, ভিন্ন যৌন ওরিয়েন্টেশনের কারণে একজন ব্যক্তির সমাজের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত আর তুচ্ছ হওয়ার গল্পও। সৃজিত যেন অতীত আর বর্তমানের সমস্যাগুলোকে এক সুতায় বাঁধার প্রয়াস করেছেন সযত্নে। আর তাতে তিনি অনেকটাই যে সফল হতে পেরেছেন, তা বলাই যায়! এ সিনেমায় ১২ জুরির চরিত্রে অভিনয় করেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী, রাহুল ব্যানার্জি, কৌশিক সেন, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, সৌরসেনী মৈত্র, অনির্বাণ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায় ও সুহত্র মুখোপাধ্যায়। প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় ভালো অভিনয় করেছেন। আলাদা করে বলতে হয় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুরুর দিকে কিছু ক্লিশে কথা বলার ধরন আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চরিত স্মৃতি হয়ে উঠেছে ক্ষুরধার। সমুদ্রের পাড়ে সৌরসিনী আর অনির্বাণের মধ্যকার দৃশ্যটি সিনেমা শেষের পরেও মনে থাকে। মাঝেমধ্যেই চরিত্রগুলো মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, নির্মাতা আর অভিনয়শিল্পীরা সেই মুহূর্তগুলোকে জীবন্ত করেছেন দারুন দক্ষতায়। সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বাইশে শ্রাবণ' সিনেমার 'এই শ্রাবণ' গান থেকে এ সিনেমার নাম নেওয়া হয়েছে। এ গান লিখেছেন ও সুর করেছেন অনুপম রায়। 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন প্রসেনজিৎ চৌধুরী এবং সম্পাদনা করেছেন সংঘলাপ ভৌমিক। দু-একটি জায়গা বাদ দিলে তাঁদের দুজনের কাজই প্রশংসার দাবিদার। রাপূর্ণা ভট্টাচার্যের গাওয়া 'তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা' গানটি সিনেমার গল্পের সঙ্গে মিশে এক অন্য উচ্চতা দিয়েছে। নিজের অতীত, ধ্যানধারণা আর অন্তর্দ্বন্দ্বকে কীভাবে তাঁর চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে, 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' সিনেমায় তা ফুটে উঠেছে দারুণভাবে।

সবচেয়ে দরিদ্র প্রেসিডেন্ট' হোসে মুহিকার জীবনাবসান

উরুগুয়ে, ১৪ মেঃ উরুগুয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হোসে মুহিকা মারা গেছেন। 'পেপে' নামে পরিচিত এই নেতার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। প্রাক্তন এই গেরিলা যোদ্ধা ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত উরুগুয়ের শাসনক্ষমতায় ছিলেন। সাদামাটা জীবনযাপনের কারণে হোসে মুহিকাকে বিশ্বের 'সবচেয়ে দরিদ্র প্রেসিডেন্ট' হিসেবে ডাকা হতো। উরুগুয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়ামান্দু ওরসি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে মুহিকার মৃত্যুর খবরটি জানান। তিনি লিখেছেন, 'আপনি আমাদের যা কিছু দিয়েছেন এবং এই দেশের মানুষদের প্রতি আপনার যে গভীর ভালোবাসা ছিল, তার জন্য কৃতজ্ঞতা।' হোসে মুহিকার মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। তবে তিনি খাদ্যনালির ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাদাসিধে জীবনযাপন, ভোগবাদবিরোধী অবস্থান এবং সামাজিক সংস্কারমূলক কাজগুলো হোসে মুহিকাকে লাতিন আমেরিকার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী এক পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। মাত্র ৩৪ লাখ জনসংখ্যার দেশ উরুগুয়ের কোনো প্রেসিডেন্টের এতটা বৈশ্বিক জনপ্রিয়তা থাকার বিষয়টি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। তবে দেশের ভেতরে তাঁর কিছু কাজ নিয়ে বিতর্কও আছে। অনেকে মুহিকাকে রাজনীতির বাইরে থেকে উঠে আসা এক নেতা হিসেবে ভাবলেও আসলে তা নয়। তিনি বলতেন, রাজনীতির প্রতি ভালোবাসা, বই পড়ার অভ্যাস ও কৃষিকাজের প্রতি টান সবকিছুই তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে থেকে পেয়েছিলেন। উরুগুয়ের রাজধানী মোন্তেভিদেওর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর মা তাঁকে বড় করে তোলেন। তরুণ বয়সে মুহিকা উরুগুয়ের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল পার্টির সদস্য ছিলেন। দলটি পরে তাঁর সরকারের বিরোধী শক্তি হয়ে ওঠে। ১৯৬০-এর দশকে হোসে মুহিকা 'টুপামারোস ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট' (এমএলএন-টি) নামের একটি বামপন্থী গেরিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি হামলা, অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের মতো কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। তবে মুহিকা সব সময়ই দাবি করে গেছেন, তিনি কখনো কাউকে হত্যা করেননি। কিউবার বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে এমএলএন-টি উরুগুয়ে সরকারের বিরুদ্ধে গোপনে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছিল। সরকার তখন পর্যন্ত সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ছিল। তবে বামপন্থীরা অভিযোগ করছিল, সরকার দিন দিন কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠছে। এ সময় মুহিকা চারবার আটক হন। ১৯৭০ সালে এক অভিযানে তিনি ছয়বার গুলিবিদ্ধ হন এবং অনেকটা মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসেন। মুহিকা দুবার কারাগার থেকে পালিয়েছিলেন। এর মধ্যে একবার ১০৫ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়েছিলেন, যা উরুগুয়ের ইতিহাসে কারাবন্দী পালানোর অন্যতম বড় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

Name Change

I, Jayashree Dey W/o Rajesh Dey Residing at 370B, G.T Road, Manshatala, P.o - Chatra, P.s - Serampore, District - Hooghly, Pin - 712204 West Bengal India shall henceforth be known as Jayashree Chatterjee Dey. I declare that Jayashree Dey and Jayashree Chatterjee Dey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-05-2025.

Name Change

I, Jugal Kishore Gupta (Old Name), S/o. Late Jagannath Prasad Gupta, residing at Shree Apartment, A-2, DE 79/3, Narayantala East, Aswini Nagar, North-24 Parganas -700159 have changed my name and shall henceforth be known as Jugal Kishor Gupta (New Name) as declare before the Notary Public at Kolkata on 14.05.2025. Jugal Kishore Gupta and Jugal Kishor Gupta both are same and one identical person.

Name Change

I,Monoyar Shaikh (Old name) S/o-Khazir Ali Mondal, Resident at, Vill & Po- Saligram,Ps-Nakashipara, Dist-Nadia,741154, I have changed my name to Monoyar Mondal (New name) I shall be known as Monoyar Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 13/05/2025 Monoyar Mondal and Monoyar Shaikh same and one identical person.

Name Change

I, Asif Ali S/o Md Salamat Ali resident of 54, Rabindra Sarani, 4th Floor, Kol-700073 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name Md Salamat Ali instead of Salamat Ali vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 14/05/2025. Md Salamat Ali and Salamat Ali both are the same and one identical person.

Name Change

I,Khajir Ali Shaikh (Old name)S/o-Chhapet Ali Mondal, Resident at, Vill & Po- Saligram,Ps-Nakashipara, Dist-Nadia,741154, I have changed my name to Khazir Ali Mondal (New name) I shall be known as Khazir Ali Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 13/05/2025 Khazir Ali Mondal and Khajir Ali Shaikh same and one identical person.

Name Change

I, RAFIKUL HAQUE (Old Name) S/O FAJLUL HAQUE Residing at Paschimpara Jatragachi, P.o - Ghuni, P.s - Eco Park, Bidhannagar - 700157, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD RAFIQUL HAQUE (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 14-05-2025. RAFIKUL HAQUE (Old Name) and RAFIQUL HAQUE (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ayesha Khatun Sekh (Old name) W/o-Khazir Ali Mondal, Resident at, Vill & Po- Saligram,Ps-Nakashipara, Dist-Nadia, 741154, I have changed my name to Ayesha Khatun Mondal (New name) I shall be known as Ayesha Khatun Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 13/05/2025 Ayesha Khatun Mondal and Ayesha Khatun Sekh same and one identical person.

INTERNATIONAL CONVEYORS LIMITED

CIN : L21300WB1973PLC028854
REGD. OFF: FALTA SEZ, VILL & MOUZA : AKALMEGH, SOUTH 24 PARGANAS - 743 504, WEST BENGAL
EMAIL : icltd@iclbelting.com & WEB SITE : www.iclbelting.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Three Months Ended			Year Ended		Three Months Ended			Year Ended	
		31.03.2025 Audited	31.12.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.12.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	5320	2616	3189	14082	13822	5460	2609	2596	15185	13393
2	NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	1011	2761	778	11735	7663	972	2750	765	11627	7703
3	NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	(651)	2761	778	10073	7663	972	2750	765	11627	7703
4	NET PROFIT /(LOSS) FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	(322)	2014	624	7625	6213	1303	2000	607	9171	6239
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	(431)	1772	388	8064	7410	1194	1758	372	9610	7436
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	35482	28114	NA	NA	NA	35546	26662
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS)										
	BASIC	(0.51)	3.18	0.98	12.03	9.78	2.06	3.16	0.96	14.47	9.82
	DILUTED	(0.51)	3.18	0.98	12.03	9.78	2.06	3.16	0.96	14.47	9.82

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2 The full format of the Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iclbelting.com).

Place : Kolkata
Dated : 14.05.2025

Yogesh Kajaria
(Chairman & Managing Director)
DIN: 01832931

আট বছর পর অ্যালবাম আনার ঘোষণা করল নেমেসিস

আট বছর পর অ্যালবাম আনার ঘোষণা করল নেমেসিস। ২৩ মে প্রকাশ পাবে ব্যান্ডটির চতুর্থ অ্যালবাম ভিআইপি। ব্যান্ডের ভোকালিস্ট ও গিটারিস্ট জোহাদ রেজা চৌধুরী জানান, অ্যালবামে 'ভিআইপি', 'ঘুম', 'ডাক', 'মায়া', 'তোমার চেহারা'সহ ১০টি গান থাকবে। অ্যালবামের 'ঘোর' ও 'ভাঙা আয়না' শিরোনামের দুটি গান আগেই প্রকাশিত হয়েছে। স্পটিফাই, ইউটিউবসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ১০টি গান একসঙ্গে প্রকাশ করবে নেমেসিস। অ্যালবামটি নিয়ে জোহাদ রেজা চৌধুরী গতকাল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা প্রায়ই ভিআইপি কালচার দেখি, রাস্তাঘাটে বের হলে ভিআইপিদের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ট্রাফিকে আটকে থাকতে হয়। প্রতিদিন কেউ না কেউ ভুক্তভোগী হন। ভিআইপি কালচার নিয়েই ''ভিআইপি গানটি করেছি।'অ্যালবামের ধরন নিয়ে জোহাদ বলেন, 'সাউন্ডওয়াইজ আরেকটু নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইলেকট্রনিক মিউজিক খুব পছন্দ করি। তাই সেই সাউন্ডগুলো নতুন গানে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি। প্রতিটা গান লিরিক অনুযায়ী আরও বেশি আপন মনে হয়েছে। কারণ, এসব গানের বেশির ভাগই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বানানো।

ভারত-পাক সংঘাত আবহে ভ্রমণের নিয়মে কড়াকড়ি!

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৪ মে ঃ ভারত-পাক সংঘাত আবহে ডুয়ার্স ঘুরতে এলে অবশ্যই সঙ্গে রাখুন নিজের পরিচয় পত্র। নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে আঁটোসাঁটো। যেকোন মুহূর্তে ডুয়ার্সের হোটেল এবং হোমস্টেগুলিতে আসতে পারেন জেলার পুলিশ কর্মীরা। সংঘর্ষ বিরতি রয়েছে, তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন খামতি রাখতে চাইছে না পুলিশ প্রশাসন। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি অংশ ডুয়ার্স। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে ভুটানের মত আন্তর্জাতিক সীমান্ত। অসম সহ অরুণাচল প্রদেশ প্রবেশের রাস্তা গিয়েছে এই জেলা দিয়ে। এই জেলাতে রয়েছে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনি, এসএসবি ও ভারতীয় সেনা ছাউনি। ভারত-পাক অস্থির পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে এলাকা। হাসিমারা বায়ু সেনা ছাউনির ২৫ কিলোমিটার এলাকায় চলছে এখনও কড়া নজরদারি। এই এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে কালচিনি ব্লকের অসংখ্য পর্যটন কেন্দ্র, রয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। প্রতিটি পর্যটন স্থলে অবস্থিত হোটেল, হোম স্টেগুলিতে চলছে চেকিং। পুলিশ কর্মীরা সেখানে গিয়ে মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে চেকিং করছেন। খতিয়ে দেখছেন পর্যটকদের তালিকা। ডেকে নেওয়া হচ্ছে পর্যটকদের। তাঁদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখা হচ্ছে।

পর্বত আরোহনের প্রস্তুতি নিচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নেচার ক্লাবের সদস্যরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ মে ঃ পর্বত আরোহনের প্রস্তুতি নিচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নেচার ক্লাবের সদস্যরা। সকলে মিলে একত্রিত হয়ে একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছে। চিন সীমান্তের কাছে পোলোগঙ্কা শৃঙ্গ অভিযান তাঁদের লক্ষ্য। চিন সীমান্তের খুব কাছে লাদাখে রয়েছে পোলোগঙ্কা শৃঙ্গ। অভিযানে যেতে চলেছে উত্তরবঙ্গের নেচার ও অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সদস্যরা। উত্তরবঙ্গের সমস্ত নেচার ও অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব গুলো সমস্ত সদস্যরা একত্রিত হয়ে পর্বত অভিযানে যাবে। পর্বত আরোহী রয়েছেন ১৫ জন। একথা জানান উত্তরবঙ্গের নেচার ও অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সদস্যরা। তারা জানান আগামী জুলাই অথবা অগাস্ট মাসে উত্তরবঙ্গের ৬ টি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সদস্যরা লাদাখের একটি শৃঙ্গ পোলোগঙ্কা অভিযান শুরু করবে। যার উচ্চতা প্রায় একুশ হাজার ফুট। অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব ভাস্কর দাস জানান, এই পোলোগঙ্কা শৃঙ্গ চিন সীমান্তের খুব কাছে। বর্তমানে ভারত সরকার চিন বর্ডার ও অন্যান্য বর্ডার লাগোয়া পর্বতে অভিযানের অনুমতি দিচ্ছে। এই পোলোগঙ্কা শৃঙ্গে প্রথম ১৯৯৭ সালে ব্রিটিশ ও ভারতীয় দল আরোহণ করে। এই শৃঙ্গে আবহাওয়া খুব খারাপ এছাড়া এখানে জলের সঙ্কট রয়েছে। ভারতের লাদাখ অঞ্চলের একটি উচ্চ পার্বত্য গিরিপথ যা ভারতের লাদাখ ও চিনের তিব্বতের মধ্যে বিতর্কিত সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। এটি পূর্ব লাদাখে অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল লাইন এর কাছাকাছি একটি কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলে জানা যায়।

পঞ্চায়েতের উপর আস্থা হারিয়ে গ্রামবাসীরাই চাঁদা তুলে বানাচ্ছেন রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ মে ঃ ভারত পাক সংঘাতের আবহে সীমান্তে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। গ্রামের বাসিন্দারা চাঁদা তুলেই করছে রাস্তা। সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদে অনুন্নয়নের শিকার আস্ত গ্রাম। ৩০ বছর ধরে দাবি করে আসলেও নেই জনজীবনের প্রাথমিক চাহিদার সামান্য রাস্তাও। পঞ্চায়েতের উপর আস্থা হারিয়ে তাই গ্রামবাসীরাই চাঁদা তুলে বানাচ্ছেন আস্ত রাস্তা। পঞ্চায়েতের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে গ্রামবাসীদের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্যও। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে উল্টো-পুরাণ

এই চিত্র দেখে কটাক্ষ করছেন বিরোধীরাও। কেন্দ্র বরাদ্দ করলেও ১০০ দিনের কাজের টাকায় কাজ না করে উধাও করেছেন শাসক দলের নেতারা। ব্যাপক দূর্নীতিতে তাই অগত্যা বঞ্চিত নিরীহ গ্রামবাসীরা। প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার উদয়নগর চর গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের বসবাস থাকলেও সরকারি কোন পরিষেবা সঠিক ভাবে পৌঁছায় না। যোগাযোগের জন্য নেই প্রাথমিক রাস্তাও। সামনেই বর্ষা। বর্ষার সময় প্রবল সমস্যায় পড়তে হবে বাসিন্দাদের। এমনকি বিএসএফ যদি জিরো পয়েন্টে যেতে চাই তাও সমস্যায় পড়তে হবে। তাই ভারত পাকিস্তান সংঘাতের আবহে তৎপরতা গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। সাধারণ মানুষ নিজেদের উদ্যোগে মাটি ফেলে গ্রামের রাস্তা তৈরি করছেন। যদিও ঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আজাদ আলিও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে নেমেছে।

পথকুকুরকে মারার প্রতিবাদ, পিটিয়ে মারা হল ব্যক্তিকে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ মে ঃ পথকুকুরকে খাওয়ানো নিয়ে অশান্তি। প্রতিবাদী বিষ্ণুপুরের তাঁতশিল্পী সুধীন পালকে পিটিয়ে 'খুন' করা হল। পুলিশ অভিযুক্ত প্রতিবেশী দুই ভাই শৈলেন পাল ও তোতন পালকে আটক করেছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিষ্ণুপুর শহরের কৃষ্ণগঞ্জের বাসিন্দা প্রৌঢ় সুধীনবাবু এবং তাঁর ভাই অমিতাভ পাল পথ কুকুরদেরকে নিয়মিত খাবার দিতেন। সেজন্য তাঁদের বাড়ির সামনে কুকুরগুলি ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে। এই নিয়ে প্রতিবেশী শৈলেন পাল ও তোতন পালের সঙ্গে বিবাদও হত। ওই দুই ভাই কিছুতেই কুকুরকে খাওয়ানো পছন্দ করে না বলে অভিযোগ। তাই নিয়ে মাঝেমধ্যেই বচসাও হত দুই পরিবারের মধ্যে। মঙ্গলবার রাতে অমিতাভবাবু দেখেন, দুই ভাই শৈলেন ও তোতন কুকুরদের ইঁট ছুঁড়ে মারছে। অমিতাভবাবু তার

প্রতিবাদ করতেই প্রথমে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাঁচাতে গিয়ে অমিতাভের স্ত্রীও আক্রান্ত হয় বলে দাবি পরিবারের। প্রতিবেশীরা সেইসময় বিবাদ থামিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনার বিহিতের জন্য অমিতাভবাবু ও পরিবারের সদস্যরা বিষ্ণুপুর থানায় গিয়েছিলেন। এদিকে অমিতাভের দাদা সুধীনবাবু ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ি ফিরে ভাইকে মারার ঘটনা শুনেই সুধীনবাবু একাই রাস্তায় নেমে ঘটনার প্রতিবাদ জানান। অভিযুক্ত তোতন ও শৈলেন আবার বেরিয়ে আসে। এবার সুধীনবাবুর সঙ্গে বচসা ও হাতাহাতি হয় দুজনের। সেসময় দুই ভাই সুধীনকে একা পেয়ে রাস্তার পাশে থাকা ইঁট দিয়ে বুকে সজোরে আঘাত করে বলে অভিযোগ। তিনি রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তে ওই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়ি ফিরছিলেন। সুধীন পালকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিষ্ণুপুর থানায় আবারও অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত দুই ভাই শৈলেন ও তোতনকে আটক করে।

পুনরায় সামশেরগঞ্জে বোমা উদ্ধার, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ মে ঃ আবারও নতুন করে বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের আলমশাহী ও বাবুপুরে প্রচুর পরিমানে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বাগানের ভেতরে মজুত বোমার সন্ধানে ডগ স্কোয়াড নিয়ে এসে তল্লাশি করছে পুলিশ। এলাকার বিভিন্ন পাড়া ও পরিত্যক্ত স্থানেও চলছে পুলিশের তল্লাশি। উল্লেখ্য, দিনদুয়েক আগেই সামশেরগঞ্জে বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে দুই শিশুকন্যা গুরুতর জখম হয়। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর বোমাও উদ্ধার হয়। তার রেশ না কাটতেই ওইদিন রাতেই জোতকাশি এলাকার আমবাগান থেকে বিপুল পরিমান বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। এবার সামশেরগঞ্জের আলমশাহী ও বাবুপুরে দুই জায়গায় প্রচুর সংখ্যক মজুত বোমার সন্ধান পায় পুলিশ। লাগাতার বোমা উদ্ধারে যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানুষের মনে।

ভারত-পাক উত্তেজনায় স্থগিত জলপাইগুড়ি রোড ও শিয়ালদহ নতুন ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ মে ঃ এখনই চলবে না উত্তরবঙ্গের

সেই প্রতীক্ষিত নতুন ট্রেনের চাকা! ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত জলপাইগুড়ি রোডের নতুন ট্রেন। জানা যাচ্ছে, বহু প্রতীক্ষিত শিয়ালদহ -জলপাইগুড়ি রোড নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন আপাতত চালু হচ্ছে না। ভারত- পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনার আবহে রেল আপাতত এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন জলপাইগুড়ি লোকসভার সাংসদ ডঃ জয়ন্ত কুমার রায়। রেলের তরফে মার্চ মাসে ঘোষণা হয়েছিল, সপ্তাহে একদিন করে শিয়ালদহ থেকে জলপাইগুড়ি রোড পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেন চলবে। পরে মে মাসের ১০ তারিখ থেকে সেই ট্রেন চালুর কথা থাকলেও যুদ্ধ পরিস্থিতির আশঙ্কায় তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাংসদ জানান, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় সাজানো হয়েছে। এই নতুন ট্রেন চালু হলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই উন্নত হত না, যাত্রী পরিষেবাও আরও মজবুত হত। তিনি আরও আশ্বাস দেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুত এই ট্রেন চালুর পরিকল্পনা করা হবে। নতুন ট্রেন চালু হলে উপকৃত হতেন উত্তরবঙ্গের বহু সাধারণ মানুষ। শহরবাসীর মতে, জলপাইগুড়ি রোড থেকে সরাসরি শিয়ালদহ পর্যন্ত ট্রেন চললে চিকিৎসা, শিক্ষার জন্য কলকাতাগামী যাত্রীদের বড় সুবিধা হত। রেলের এই সিদ্ধান্তে আপাতত হতাশা থাকলেও, আশার আলো জাগাচ্ছেন সাংসদ নিজেই। পরিস্থিতি একটু স্থিতিশীল হলেই ফের সক্রিয় হবে নতুন ট্রেন চালুর প্রক্রিয়া-এমনটাই আশা করছেন জলপাইগুড়িবাসী।

বিজেপি থেকে তৃণমূলে ঢল নেমেছে শুভেন্দুর জেলায়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ মে ঃ সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে নাম লিখিয়েছেন হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। এরপর প্রায় পঁচিশ জন বিজেপি কর্মী যোগ দিলেন ঘাসফুল শিবিরে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকের শ্রীরামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য শম্ভুনাথ পাত্র সহ ২৫ জন বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মীরা যোগদান করেন। তমলুকের বিধায়ক অফিসে গিয়ে তাঁরা বিধায়ক সৌমেন কুমার মহাপাত্র, নন্দকুমারের বিধায়ক সুকুমার দে, তমলুক ব্লকের তৃণমূলের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে ঘাসফুলের পতাকা হাতে তুলে নেন। দলবদলু বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য শম্ভুনাথ পাত্র বলেন, বিজেপির প্রধানের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলাম। শুভেন্দু অধিকারীর একনায়কতন্ত্র হিন্দুত্ববাদী মেনে নিতে পারিনি। আমাদের দেশে সর্ব ধর্ম নিয়ে থাকতে ভালবাসি। তাই আজ থেকেই আমি বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করলাম। যদিও, বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি আশীষ কুমার মণ্ডল বলেছেন, বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য অনেকবার দল পরিবর্তন করেছে। উনি একজন ধান্দাবাজ। তাই যে কোনও মুহূর্তে দল পরিবর্তন করতে পারে আমরা জানতাম। এইসব বদ রক্ত যত দল থেকে বেরিয়ে যাবে ততই দলের শ্রী বৃদ্ধি হবে। আগামী ২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করবে এবং তমলুক ব্লকের শ্রীরামপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিজেপি লিড নেবে।

নবদ্বীপের রানির ঘাটে গঙ্গায় কুমির আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৪ মে ঃ নদীয়ার নবদ্বীপের রানির ঘাটে গঙ্গায় কুমির আতঙ্ক। বিশাল আকারের কুমির ভেসে বেড়াচ্ছে গঙ্গায়। আর সেই কুমিরকে দেখেই আতঙ্কিত নদীর পাড়ে স্নান করতে আসা বহু পুণ্যার্থী থেকে সাধারণ মানুষ। প্রতিদিনের মতো আজও নদীয়ার নবদ্বীপের রানির ঘাটে একাধিক মানুষ গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। এরপরই হঠাৎ করে গঙ্গায় ভাসতে দেখা যায় এক বিশালাকার কুমিরকে। তারপরই আতঙ্কে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন নদী পাড়ে থাকা পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষরা। গঙ্গায় কুমির দেখতে পাওয়া যাওয়ার পর ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষ খবর দেয় স্থানীয় প্রশাসনকে। বনদফতরকেও জানানো হয়েছে পুরো বিষয়টি। প্রশাসনিক স্তরে জানা গেছে, বনদফতরের সঙ্গে যৌথভাবে ওই কুমিরটিকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। কুমিরটিকে দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত এবং চিন্তায় নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষরা। স্থানীয় কাউন্সিলর মিহির কান্তি পাল জানিয়েছেন, আমরা এই বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে যা করণীয়, তাই করার ব্যবস্থা করছি। পাশাপাশি সকলে যাতে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন, সেই বার্তাও দেন তিনি।

মৃত্যু পথচারীর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ মে ঃ বুধবার সকালে স্কুল গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পথচারীর। মৃতের নাম সেখ ফইজুল ইসলাম (৪৮)। জানা গেছে, তাঁকে মহিষাদলের একটি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ।

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.- Murshidabad
E-Tender Notice
Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide **NIeT No-(1) MSD/KAN/GOK-II/01/2025-26.** Last date of submission **20/05/2025 up to 16.00 Hrs.** Bid Opening Date: **27/05/2025 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

NOTICE
Notice is hereby given that share certificates No(s) **405548 & 409802** for **7518** equity shares bearing distinctive nos **401577299 to 401582668 & 1093908698 to 1093910845.** (both inclusive) of **M/s. Berger Paints India Ltd.,** having its Registered Office at **Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700017** registered shareholder in the of name(s) **Sha Shantilal Savaichand jointly with Nareshchandra Chimanlal** has /have been lost.
I/We, have now applied to the Company for Issue of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the above. Any person having any Objection to the issue of duplicate Share Certificate(s) in lieu of said original share certificate(s), is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, **C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD. Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700001,** in writing within 15 days from the date of Publication of this Notice.
Name of the Holder/Survivor
Khageshbabu Nareshchandra Shah
Rohit Kumar Nareshchandra Shah
Samir Keshrichand Shah
Place: Surat
Date: 14-05-2025

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী
রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে
খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নীচের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে NPA (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ রয়েছে যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকার আহ্বান করেছিল এবং ঋণগ্রহীতাকে নীচের অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ৭ দিনের সময় দিয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে যা, ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসাবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য ২২ মে ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংকের কাছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৭৬ মেনে এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদেরকেও অবহিত করা হয়েছে যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় স্টক মার্কেটে অস্থিরতা যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি সৃষ্টি করে তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে অঙ্গীকারকৃত জামানত বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোন নোটিশ ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ১২ মে ২০২৫ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx0174	বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী	৮৮৬.৩২	১৩।০৫।২০২৫
২	xxxx5760	মৈত্রেয়ী দত্ত	১০,০১,২৯১.৭৯	১৩।০৫।২০২৫
৩	xxxx1211	অনিন্দিতা ব্যানার্জী	১৫,৮৪৮.২৮	১৩।০৫।২০২৫
৪	xxxx2092	অভিজিত রায়	১০,০০,৬১৫.৭৯	১৩।০৫।২০২৫
৫	xxxx7365	অশোক কুমার চৌধুরী	২,৪৩,৬৩৯.৪২	১৩।০৫।২০২৫
৬	xxxx3273	দুলাল চন্দ্র মণ্ডল	৭,৮৮,৫১৮.১২	১৩।০৫।২০২৫
৭	xxxx2531	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৩,১১২.১৬	১৩।০৫।২০২৫
৮	xxxx0339	বিভূতি নন্দী	৮৫,১০৯.০০	১৩।০৫।২০২৫
৯	xxxx4588	জয়ব্রত দত্ত	১,৫১,৪৫৫.০০	১৩।০৫।২০২৫
১০	xxxx8633	অভিজিত মাইকাপ	৫৯,২৯৫.০০	১৩।০৫।২০২৫
১১	xxxx1686	সুমন্ত বাগচী	৫,৭৫,৩১৪.৮৮	১৩।০৫।২০২৫
১২	xxxx2158	শান্তনু দত্ত	২,৯৩,৮৩৯.০০	১৩।০৫।২০২৫
১৩	xxxx5350	স্মিথ কয়াল	১,২৩,২৯৫.০৩	১৩।০৫।২০২৫
১৪	xxxx4559	জন এ ইউ বেক	৫৪,৬৭,৮৫৭.৬৩	১৩।০৫।২০২৫
১৫	xxxx3612	জ্যোতি সুষম দয়াল	৪৫,৫৩,৭৮৭.৭৭	১৩।০৫।২০২৫
১৬	xxxx4313	জ্যোতি সুষম দয়াল	২,৩৯,২৫৯.৫১	১৩।০৫।২০২৫
১৭	xxxx8336	প্রমোদ কুমার পতয়ারি	৪৭,১২৯.২৬	১৩।০৫।২০২৫
১৮	xxxx3593	মহুয়া রায়	৭,৬৮,৫৬১.২৭	১৩।০৫।২০২৫
১৯	xxxx0510	দেবদ্যুতি মুখার্জ্জী	২,৯০,১৫৬.৯৯	১৩।০৫।২০২৫
২০	xxxx0835	অঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য্য	৩,৬৬,৮২২.০০	১৩।০৫।২০২৫
২১	xxxx3767	তুষার কান্তি মণ্ডল	৩,৬০,৭২৫.০০	১৩।০৫।২০২৫
২২	xxxx7622	অনিতা শোধনী	৪,৬০,৫৯১.৮২	১৩।০৫।২০২৫
২৩	xxxx4241	জয়ন্ত কুমার মণ্ডল	৬,১৩,৪১০.০০	১৩।০৫।২০২৫
২৩	xxxx0522	শেখ সাবির	৯,১৮,৭০৭.৮২	১৩।০৫।২০২৫

তারিখ- ১৫।০৫।২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

Saharjora Gram Panchayet
Shitla, Barjora, Bankura
e-NIT No.-01/SGP/25-26, Dated-08/05/2025
All details of schemes, Schedule dates and terms & condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.
Sd/- Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender (2nd Call) for " Development of Green space at Brahma Mandir at Ward No. 19 under Cooch Behar Municipality" Estimated Cost -Rs. 37,15,264.00 vide **Tender Id - 2025_MAD_846084_1 and 3** nos.e-tenders (3 Call) for "De-siltation & cleaning of drains under Cooch Behar Municipality" 1) Estimated Cost -Rs. 5,60,622.72 vide **Tender Id: 2025_ MAD_846058_1**, 2) Estimated Cost - Rs. 12,26,362.20 vide **Tender Id: 2025_MAD_845998_1** & 3) Estimated Cost Rs. 11,45,334. 70 vide **Tender Id: 2025_MAD_846034_1** eTender submission end date - **29/05/2025**
Details information will be available from the website
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

OFFICE OF THE GOCHHATI GRAM PANCHAYAT
Gochhati: Sonakhali : Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
Memo No. WBPMID/Gochh./Prad/NIT-107/2025-26
The Pradhan, Gochhati Gram Panchayat invites e- Tender for the **01 No. Construction of Guard Wall work & 01 No. Construction of Pucca Drain** work under Daspur-II Dev. Block under (5th S.F.C & 15th CFC 2025-26 fund) within G.P Area. Intending Bidders may access detailed information and respond form e-procurement portal of Govt. of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **14/05/2025 at 10.00 A.M. to 20/05/2025 upto 1.00 P.M.**
Sd/- Pradhan,
Gochhati Gram Panchayat

কামাখ্যাগুড়ি ইয়ার্ডে ড্রেন নির্মাণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১৬/ডব্লিউ-২/ এপিডিজে, তারিখ: ০৯-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, **টেন্ডার নং ঃ ০৪-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম ঃ** কামাখ্যাগুড়ি ইয়ার্ডে ড্রেন নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,২৯,২৬,৮০৯.৫৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,১৪,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং **খোলা ৩০-০৫-২০২৫** তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্যের সাথে টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.: Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. SBM(G) ID PGP/89/ 2025 DATE 14.05.2025
For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 3(Three)Nos. different works. Date of floating tender **14.05.25.** Last date of submission **23.05.2025.** Opening of tender on **26.05.2025.** For details visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting Tender No.: 01/2025-2026
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites sealed Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 11(Eleven) Nos. different works. Date & Time of issuing Tender paper **13.05.2025 to 20.05.2025 11.00 a.m. to 3.00 p.m.** Date & Time of dropping of Tender paper on or before **22.05.2025 11.00 a.m. to 2.00 p.m.** Date & Time of opening Tender papers: **22.05.2025 2.30 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Office of the Durku Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.durku@gmail.com
Notice Inviting Tender
The Pradhan, Durku Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing **NIT No: - WBPUR/DGP/NIeT-01/25-26** Dated **13.05.25** for 11 nos work from bonafied, resourceful contractor. Last date of bid submission **22.05.25.**, Details of NIT may be seen at office notice board.
Sd/-
Pradhan
Durku Gram Panchayat

Office of the Sonaijuri Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.sonaijuri@gmail.com
Notice Inviting e-Tender
The Pradhan, Sonaijuri Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing NIeT No **NIT NO:- WBPUR/SGP/NIeT-1/25-26** Dated **13.05.25 for 14 nos** work from bonafied, resourceful contractor. Last date of bid submission **22.05.25.,** Details of NIeT may be seen at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-III, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/26
Name of work : **Installation of aircondition machine in the Office of Water Supply (West) Department at 212, Rashbehari Avenue, Kolkata-700019**. Estimated Amount: **Rs. 3,43,094.98**. Earnest Money: **Rs. 6,900.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of completion of bid: **24.05.2025** up to **2 p.m.** Tender (Technical) opening date: **24.05.2025** at **4 p.m.** The bid form and other details are available on and from **13.05.2025** from **2 p.m.** For full and further details, please visit the Website : **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only.

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Zone-1/Br-1, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/6/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Rani Harshamukhi Road, 13 No. Raja Manindra Road and other places in Ward No.-4 under Borough-1, KMC**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,994.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.05.2025** up to **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.05.2025 (1 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-IV, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/22/25-26
Name of work : **Annual comprehensive maintenance contract of water cooler cum purifier machine installed in the different Offices and Institutions under Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,89,726.58**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of completion of bid: **24.05.2025** up to **12 noon**.
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/14/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings for different areas in Ward No. 105, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 4,94,173.15**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of completion of bid: **24.05.2025** up to **3 p.m**.
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/16/25-26
Name of work : **Development of street lighting system at Bijoygarh 8 No. and adjacent areas in Ward No. 95, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,98,291.89**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/17/25-26
Name of work : **Installation of lighting system at Bijoygarh 9 No. and adjacent areas in Ward No. 95, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,98,322.19**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
5. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/18/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system at Golf Green and adjacent areas in Ward No. 95, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,97,951.52**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of completion of bid: **23.05.2025** up to **12 noon** (for sl. no. 3 to 5).
6. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/04/25-26
Name of work : **Installation of street lighting system with LED fittings at different uttaran areas in Ward No. 106, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,226.66**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.
7. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/29/25-26
Name of work : **Repairing of street lighting system at Majhi Para, Dakshin Para etc uttaran areas in Ward No. 108, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 1,48,860.87**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
8. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/20/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement with 100W and 40W LED fittings in different areas in Ward No. 106, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,601.38**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.
9. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/24/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Anandapur, Chowbagha etc areas in Ward No. 108, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,934.93**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
10. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/27/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at different areas in Ward No. 101, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 4,95,447.18**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of completion of bid: **26.05.2025** up to **3 p.m.** (for sl. no. 6 to 10). The bid form and other details are available on and from **13.05.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 1) / **16.05.2025** from **3 p.m.** (for sl. no. 2) / **13.05.2025** from **2 p.m.** (for sl. no. 3 to 5) and **15.05.2025** from **2 p.m.** (for sl. no. 6 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 10).

The **Ex. Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/21/WD23/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Repairing of bustee lighting system at Tansuk Lane Bustee and other bustee areas in WD-23, Br-IV**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,729.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **27.05.2025** up to **2 p.m**.
2. NIT No. : LTG/Z2/INST/61/24-25
Name of work : **SITC of room air conditioner machines with allied works at 4th floor of Roxy Annexed Building (WD-46), under Br-VI, KMC**. Estimated Amount : **Rs. 4,83,269.53**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Bid submission starting date and time: **17.05.2025** from **11 a.m**. Last date and time of submission of bid : **26.05.2025** up to **11 a.m**. Bid opening date for technical proposal : **26.05.2025** at **12 noon**.
3. NIT No. : LTG/8/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/ disaster prepardness of lighting system (without any supply of materials) for avoid any type of accident and public safety under Borough-V**. Estimate Amount : **Rs. 4,06,214.00**. Earnest Money: **Rs. 8,200.00**. Period of Completion: **214 Days**.
4. NIT No. : LTG/22/41/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Repairing & replacement of lighting arrangement at Uttaran Areas in WD No.-41**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,986.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : LTG/2/42/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-42 under Br-V**. Estimate Amount : **Rs. 4,98,453.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid : **24.05.2025** up to **4 p.m**. (for sl. no. 3 to 5).
6. NIT No. : LTG/14/61/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting system at different bustee and narrow passages in Ward No.-61**. Estimate Amount : **Rs. 1,48,194.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **12 Days**.
7. NIT No. : LTG/11/54/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting system at different bustee and narrow passages in Ward No.-54**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,449.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **12 Days**. Last date and time of submission of bid : **30.05.2025** up to **11 a.m.** (for sl. no. 6 & 7). Bid opening date for technical proposals: **31.05.2025** at **11 a.m.** (for sl. no. 6 & 7).
8. NIT No. : LTG/13/47/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting arrangement at different places in Ward No.-47**. Estimate Amount : **Rs. 1,48,550.80**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
9. NIT No. : LTG/12/46/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting arrangement at different places in Ward No.-46**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,035.60**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid : **31.05.2025** up to **1 p.m**. (for sl. no. 8 & 9). Bid opening date : **02.06.2025** (for sl. no. 8 & 9). The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 1) / **17.05.2025** after **11 a.m.** (for sl. no. 2) / **14.05.2025** at **6 p.m.** (for sl. no. 3 to 5) / **20.05.2025** (**5 p.m.**) (for sl. no. 6 & 7) and **16.05.2025** (**1 p.m.**) (for sl. no. 8 & 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1, 3, 4 & 5) and **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 2, 6, 7, 8 & 9).
223/25-26

ইতালীয় ওপেন ২০২৫ ঃ সিনার সেরুন্ডোলোকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন

রোম, ১৪মে ঃ তিন মাসের ডোপিং নিষেধাজ্ঞা থেকে ফিরে এসে শীর্ষস্থানীয় জ্যানিক সিনার একটি বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, মঙ্গলবার দক্ষ ক্লে-কোর্ট খেলোয়াড় ফ্রান্সিসকো সেরুন্ডোলোকে ৭-৬ (২), ৬-৩ গেমে হারিয়ে ইতালীয় ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন। ১৮ তম স্থান অধিকারী সেরুন্ডোলোর এই বছর ক্লে কোর্টে ট্যুর-সেরা ১৮টি জয় রয়েছে এবং তিনি মাদ্রিদ ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছানোর জন্য ভালো পারফরম্যানস করেছিলেন। এছাড়াও, সেরুন্ডোলো দু'বছর আগে একই কোর্টে এবং একই রাউন্ডে সিনারকে পরাজিত করেছিলেন। জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জয়ের পর এটি সিনারের প্রথম টুর্নামেন্ট , এবং তিনি তিন ম্যাচে একটিও সেট হারেননি। আজ আমার মনে হচ্ছে আমি আমার স্তর বাড়িয়েছি। আমার এটা দরকার। আমি ফিরে আসতে পেরে খুশি। আমি তিন মাস বাইরে ছিলাম, তাই আমার জন্য যে কোনও পরিস্থিতিতে এখানে থাকতে পেরে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি,বলেছেন সিনার।

সাফ অনূর্ধ্ব ১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ভারত-মালদ্বীপের খেলা

ইউপিয়া, ১৪ মে ঃ অরুণাচল প্রদেশের ইউপিয়া গোল্ডেন জুবিলি স্টেডিয়ামে শুক্রবার সাফ অনূর্ধ্ব ১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে মালদ্বীপের। মঙ্গলবার মালদ্বীপ ভূটানের সঙ্গে ২-২ ড্র করে রানার্স আপ হয়েছে আর এদিন ৪ গোলে নেপালকে হারিয়ে বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। বি গ্রুপে নেপাল রানার্স আপ হয়েছে। সেই হিসেবে বি গ্রুপের রানার্স আপ দল নেপাল সেমিফাইনাল খেলবে এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের সঙ্গে আর বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ভারত সেমি ফাইনাল খেলবে মালদ্বীপের সঙ্গে। দুটি সেমিফাইনালই হবে ১৬ মে। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৯ মে।

বিরাট সম্মান!

কোহলির টেস্ট অবসরকে সম্মান জানাতে সাদা জার্সিতে মাঠ ভরানোর পরিকল্পনা

১৪ মে ঃ সোমবার টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি। এর আগে বিদায় জানিয়েছিলেন টি-টোয়েন্টিকেও। যদিও আইপিএলে তাঁর দাপট অব্যাহত। গত ১৮ বছর ধরে আরসিবি'কে রঙিন করে রেখেছেন তিনি। আর টেস্ট বিদায়কালে কোহলিকে বিরাট সম্মান দিতে তৈরি আরসিবি ভক্তরা। নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে চিরাচরিত স্টেডিয়ামে লাল-নীল জার্সি না পরার ডাক বেঙ্গালুরু সমর্থকদের। ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহে বন্ধ রাখা হয়েছিল আইপিএল। অবশেষে ১৭ মে থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হবে। সেক্ষেত্রে ফাইনাল হবে ৩ জুন। দ্বিতীয় দফায় প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে আরসিবি ও কেকেআর। সেই ম্যাচটি হবে বেঙ্গালুরুতে। আরসিবি'র ম্যাচ মানেই লাল-কালো কিংবা অ্যাওয়ে সবুজ জার্সিতে স্টেডিয়াম ভরিয়ে তোলেন ভক্তরা।

তবে নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেটা নাও দেখা যেতে পারে। কোহলির টেস্ট অবসরকে সম্মান জানাতে সাদা জার্সিতে মাঠ ভরানোর পরিকল্পনা রয়েছে সমর্থকদের। ১৪ বছর সাদা জার্সিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কোহলি। আরসিবি'র সমর্থকরা বার্তা পাঠিয়েছেন, ' ম্যাচে কোহলিকে সম্মান জানাতে সাদা জার্সি পরে

আসুন। আর এই বার্তাটা সকলের কাছে পৌঁছে দিন।'

আরও বলা হয়েছে, 'বিরাটের জন্য বহু মানুষ টেস্ট ক্রিকেটের প্রেমে পড়েছে। অথচ তাঁকে আর সাদা জার্সিতে দেখা যাবে না। আমরা শুধু জানাতে চাই, ওঁকে আমরা কত ভালোবাসি। সাদা জার্সি পরে আমরা ওঁর ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে চাই। সেই ঐতিহ্য শুধু পরিসংখ্যান নিয়ে নয়। অসংখ্য মানুষের ভালোবাসার প্রমাণ।' এমনকী স্টেডিয়ামের বাইরে সাধারণ সমর্থকদের সাদা জার্সি দেওয়ার জন্য চাঁদাও তোলা হচ্ছে। জার্সি না থাকলে সাদা শার্ট পরে আসার অনুরোধও করা হয়েছে।

জুনের প্রথম সপ্তাহেই মোহনবাগান নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হবে

১৪ মে ঃ শোনা গেল এবর মোহনবাগান নির্বাচন পাঁচ দিন ধরে হবে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন বৈধ ক্লাব সদস্যরা? এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে মঙ্গলবার মোহনবাগান নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের একটি মন্তব্যের পর এমনটাই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির ইঙ্গিত, কোনওভাবে ছুটির দিন ভোট করানো না গেলে, কাজের দিনে টানা পাঁচদিন ব্যাপী ভোট করানো যেতে পারে। মোহনবাগান নির্বাচনের দিন কবে ঘোষণা করা হবে এই প্রসঙ্গে অসীম রায় বলেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি করার পর ভোটের দিন ঘোষণা আশা করতে পারেন। ছুটির দিন যদি ভোট না করতে পারি, সপ্তাহের অন্যদিন ভোট করতে হয় তাহলে পাঁচদিন সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টায় ভোট হতে পারে। এই বিষয়টাও আমার মাথায় ঘুরছে। আশা করা যাচ্ছে, জুনের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে পারেন নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান। পাঁচ দিন ধরে নির্বাচন হওয়া প্রসঙ্গে সৃঞ্জয় বোস বলেন, ওঁনার মন্তব্য শুনিনি। তবে আমি জানি উনি বিচারপতি হওয়ার আগেও উনি মোহনবাগানী। উনি ভালো করেই জানেন মোহনবাগানীরা কীভাবে ভোট দিতে আসেন। আমি আশা করব উনি

এমন একটা ভোটের দিন ঠিক করবেন যাতে সব মোহনবাগানীরা এসে একসাথে উৎসবের আবহে ভোট দেবে।

মোহনবাগান নির্বাচন নিয়ে রীতিমতো সরগরম ময়দান। মঙ্গলবার ক্লাব তাঁবুতে নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায় ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত ও প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। এদিনই প্রাথমিক ভোটার তালিকাও তৈরি হয়েছে। এবারের মোহনবাগান নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য ৬৮১৮ জন ক্লাব সদস্য কার্ড নবীকরণ করিয়েছেন। একই সঙ্গে দুটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ক্লাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে এই প্রাথমিক ভোটার তালিকা। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা থাকবে ক্লাব সদস্যরা ১৫-২১ মে-র মধ্যে ক্লাবে এসে অথবা ক্লাবের ওয়েবসাইটে দেখে আসতে পারবেন নিজের কার্ডের বিবরণ। যদি সেখানে কোনও ভুল থাকে তাহলে এই সময়ের মধ্যে ক্লাবকে জানাতে হবে সেই বিষয়টি। এই ভুল সংশোধনের পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। তারপরেই ভোটের দিন ঘোষণা করবে নির্বাচনী বোর্ড।

আজই নাইট ঘরে আসছেন নারিন-রাসেলরা

১৪ মে ঃ সীমান্তে ভারত-পাক সংঘর্ষ থেমেছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আইপিএল ফের শুরু হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ দিয়ে। ১৭ মে-র সেই ম্যাচ কেকেআরের জন্য রীতিমতো 'মরাবাঁচার লড়াই। কারণ বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে জিততে না পারলে প্লে অফে যাওয়ার সম্ভাবনা এবারের মতো শেষ হয়ে যাবে নাইটদের। ম্যাচ চিন্নাস্বামীতে। তাই সরাসরি বেঙ্গালুরুতেই দলের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হয়েছে ক্রিকেটারদের। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যেই সব ক্রিকেটার চলে আসবেন বলেই নাইট শিবির সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। পুরনো সূচি অনুযায়ী, ১১ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল কেকেআরের। সেই মতো ৮ মে নিজামের শহরে পৌঁছে গিয়েছিলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। কিন্তু পরদিন সকালেই আইপিএল সাত দিনের জন্য স্থগিত করার কথা ঘোষণা করে ভারতীয় বোর্ড। তাই হায়দরাবাদ থেকেই নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হন নাইট তারকারা। এরমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফেরা নিয়ে বিশেষ সমস্যা নেই। তাঁরা বুধবারই ভাগে ভাগে বেঙ্গালুরু চলে আসবেন। অন্যদিকে, সময় লাগলেও বিদেশিরা সকলেই ফিরবেন বলে আশাবাদী নাইট ম্যানেজমেন্ট। দলের ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড, অর্থাৎ সুনীল নারিন, আন্দ্র রাসেল, রভম্যান পাওয়েল এবং মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভো যেমন দেশে ফেরেননি। তাঁরা আছেন দুবাইয়ে। আবার রহমানুল্লাহ গুরবাজ কাবুলে রয়েছেন। তিনি সেখান থেকে দুবাই এসে নারিন-রাসেলদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তারপর একসঙ্গে বেঙ্গালুরু আসবেন তাঁরা।

আইলিগের এই ফরোয়ার্ডকে নিতে মরিয়া লাল-হলুদ,সহ তিন ক্লাব

১৪ মে ঃ এই ফুটবল মরসুমটা খুব একটা ভালো ছিল না কেরালা ব্লাস্টার্সের। নয়া কোচ মিকেল স্ট্যাহরের তত্বাবধানে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। ছিটকে যেতে হয়েছিল ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালেই। তবে সেই হতাশা ভুলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। দেশের এই প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের শুরুতেই ধাক্কা খেতে হয়েছিল কেরালাকে। প্রথম ম্যাচেই পরাজিত হতে হয়েছিল শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির কাছে। সেই হারের হতাশা ভুলে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় আসলে ও বজায় থাকেনি ধারাবাহিকতা। সময় যত এগিয়েছে প্রভাব পড়েছে দলের পয়েন্ট টেবিলে। ধীরে ধীরে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছিল সমর্থকদের। যারফলে এই বিদেশি কোচ সহ সকল সাপোর্টিং স্টাফেদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেরালা। পরবর্তীতে থেক্কাথারা পুরুষোথামণ এবং টমাস টচর্জদের ততই আইএসএল অভিযান শেষ করে কেরালা। কিন্তু খুব শীঘ্রই সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে তৎপর ছিল দল।সেইমতো সুপার কাপের আগেই নয়া কোচ নিয়োগ করেছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেই অনুযায়ী ডেভিড কাতলার হাত এসেছিল দলের দায়িত্ব। তাঁর ধরেই এবার সাফল্য পেতে মরিয়া দক্ষিণের এই দল। এক্ষেত্রে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা গতবারের সুপার কাপ জয়ী দল ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। সেই ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়েই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নেমেছিল আদ্রিয়ান লুনারা। কিন্তু ছিটকে যেতে হয় মোহনবাগানের কাছে পরাজিত হয়ে। এই হতাশা কাটিয়ে নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। যেখানে বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক দেশীয় ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাবের। তাঁর মধ্যে বর্তমানে ব্যাপকভাবে উঠে আসছে এডমুন্ড লালরিন্ডিকার নাম। বর্তমানে আইলিগের ফুটবল ক্লাব ইন্টার কাশীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন এই ভারতীয় তারকা। দলের হয়ে আইলিগে খেলে ফেলেছেন প্রায় উনিশটি ম্যাচ। যারমধ্যে চারটি গোলের পাশাপাশি রয়েছে কয়েকটি অ্যাসিস্ট। প্রথমদিকে তাঁকে নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা কেরালা ব্লাস্টার্স এগিয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এই বছর ছাব্বিশের ফুটবলারকে নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আরও তিনটি ফুটবল ক্লাব। যাদের মধ্যে রয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল থেকে শুরু করে মুম্বাই সিটি এফসি এবং এফসি গোয়া। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। তিনি কোথায় সই করেন সেটাই দেখার বিষয় হয়ে রইল।

ওড়িশা এফসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন দিয়াগো মাউরিসিও

১৪ মে ঃ এবারের মরসুমটা খুব একটা ভালো ছিল না ওড়িশা এফসির। অনবদ্য পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে আইএসএল শুরুর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছিল লিগের টানা দুইটি ম্যাচ। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সমর্থকদের। তবে ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল জগন্নাথের রাজ্যের এই ফুটবল দল। তবুও গত বছরের শেষের দিকে দুর্বল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে অমীমাংসিত ফলাফলে ম্যাচ শেষ করলেও নতুন বছর থেকেই একেবারে দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল ওড়িশা। প্রথমেই তাঁরা পরাজিত করে মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়াকে। পরবর্তী ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসির সঙ্গে পয়েন্ট নষ্ট করতে হলেও ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ওড়িশা এফসির। অনায়াসেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্সকে। তারপর সেই ছ ন্দ বজায় রেখেই বেঙ্গালুরু এফসিকে আটকে দেয় হুগো বুমোসরা। যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে গোটা দলের। এই ছন্দ বজায় রেখেই হুয়ান পেদ্রো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। এক পয়েন্ট নিয়েই খুশি থাকতে হয়েছিল জগন্নাথের রাজ্যের এই ফুটবল ক্লাবকে। স্বাভাবিকভাবেই কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সুপার সিক্সের লড়াই।তবুও নিজেদের সেরাটা দিতে বধ্যপরিকর ছিল দিযাগো মাউরিসিওরা। সাদা-কালো ব্রিগেডের বিপক্ষে অমীমাংসিত ফলাফলে ম্যাচ

শেষ করার পর টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে সুপার সিক্সে টিকে থাকার আশা জিইয়ে রেখেছিল একবারের সুপার কাপ জয়ীরা। তবে লড়াইটা যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানতেন সকলে। পূর্বে পয়েন্ট নষ্ট করার দরুন সুপার সিক্সের লড়াইয়ের টিকে থাকতে হলে শেষ ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করতে হত শক্তিশালী মুম্বাই সিটি এফসিকে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।যারফলে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও সেখানে ও মিলেছে হতাশা। পাঞ্জাব এফসির কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ সমর্থকরা। এই সমস্ত কিছু ভুলে নতুন সিজনে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য ওড়িশা দলের। তবে এসবের মাঝেই জগন্নাথের রাজ্যের এই ফুটবল ক্লাব ছাড়লেন দলের তারকা ফুটবলার দিয়াগো মাউরিসিও। মঙ্গলবার রাতে সেটাই জানানো হয় ওড়িশা এফসির তরফে। যেখানে ওড়িশা দলের জার্সিতে দিয়াগো মাউরিসিও অনবদ্য পারফরম্যান্সের বেশকিছু ভিডিও আপলোড করে লেখা হয়, ডিয়ার দিয়াগো। মে মাসে আপনার সঙ্গে আমাদের শেষ হয়েছে। আপনি আমাদের সঙ্গে যে অসাধারণ মুহূর্ত কাটিয়েছেন তার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। মাঠে আপনার আবেগ, দক্ষতা এবং নিষ্ঠা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক এবং আপনি পুরো ওড়িশা এফসি পরিবারের হৃদয়ে আপনার নাম গেঁথে রেখেছেন। আপনার তৈরি করা অসাধারণ মুহূর্তগুলি এবং দলের প্রতি আপনার অটল প্রতিশ্রুতি আমরা সর্বদা মনে রাখব। আপনি কেবল একজন খেলোয়াড় ছিলেন না আপনি আমাদের একজন ছিলেন। মাঠ এবং মাঠের বাইরে আপনার অনুপস্থিতি যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে।

অজিদের পর বেঁকে বসল প্রোটিয়ারাও, আইপিএল শেষের আগেই প্লেয়ার ফেরত চায় দক্ষিণ আফ্রিকা

১৪ মে ঃ ৯ দিনের বিরতির পর ১৭ মে থেকে শুরু হতে চলেছে আইপিএল। কিন্তু সেখানে কি সব বিদেশিকে পাওয়া যাবে? সেটা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। অস্ট্রেলিয়ার পর এবার বেঁকে বসল দক্ষিণ আফ্রিকাও। প্রোটিয়াদের কোচ পরিস্কার দিনক্ষণ বেঁধে দিলেন, কবের মধ্যে সে দেশের প্লেয়ারদের আইপিএল ছেড়ে ফিরতে হবে।

আইপিএল শেষ হলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ১১ জুন থেকে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আইপিএলের ফাইনাল ৩ জুন। অর্থাৎ, ফাইনালে খেললে কোনও দক্ষিণ আফ্রিকার প্লেয়ার মাত্র সাতদিন সময় পাবেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য। ইতিমধ্যে ফাইনালের দলও ঘোষণা করে দিয়েছে তারা। আটজন প্রোটিয়া প্লেয়ার আইপিএলের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলে। তার মধ্যে অনেক দল প্লে অফের দৌড়েও আছে। সেটা মনে করিয়ে দিয়েই

দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড বলছেন, আইপিএল ও বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে, তাতে প্লেয়ারদের ২৬ মে'র মধ্যে ফিরে আসতে হবে। প্রথমে ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল ২৫ মে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। সেটা নিয়ে কথাবার্তাও চলছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ২৬ মে'র মধ্যে আমাদের প্লেয়ারদের ফেরত চাই। আইপিএলে খেলার জন্য ২৫ মে পর্যন্ত এনওসি দেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের। কিন্তু সময় বাড়ছে মানে নতুন করে অনুমতি নিতে হবে। মুম্বইয়ের করবিন বশ ও রায়ান রিকেলটন, গুজরাটের কাগিসো রাবাডা, দিল্লির ত্রিস্তান স্টাবস, লখনউয়ের আইডেন মার্করাম, পাঞ্জাবের মার্কো জানসেন ও আরসিবি'র লুঙ্গি এনগিডি দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের স্কোয়াডে রয়েছেন। এবার দেখার বিসিসিআই কী পদক্ষেপ নেয়।

আইপিএল ফিরলেও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা ভারতে ফিরতে চান না

১৪ মে ঃ ভারত-পাক সংঘর্ষের কারণে কোনওবিদেশি ক্রিকেটারা‌ি ভারতে কেলতে চাইছেন না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় গত শনিবার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরই আইপিএল আবারও মাঠে ফেরাতে তোড়জোড় শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সব ঠিক থাকলে থাকলে আগামী শুক্র বা শনিবার থেকে আইপিএলের বাকি অংশ হবার কথা। এরই মধ্যে জানা গেল, বেশির ভাগ বিদেশি খেলোয়াড় আতঙ্কে ভারত ছেড়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো অবশ্য তাঁদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে বলেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বার্তা সংস্থার দাবি, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলতে এ বছর আর ভারতে যেতে চান না। ২০২৫ আইপিএল খেলতে মোট ১৫ জন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ভারতে গিয়েছিলেন-মিচেল স্টার্ক, জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক (দিল্লি ক্যাপিটালস), জশ হ্যাজলউড, টিম ডেভিড (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, জশ ইংলিস, অ্যারন হার্ডি, জাভিয়ের বার্টলেট (পাঞ্জাব কিংস), প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড, অ্যাডাম জাম্পা (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ), স্পেন্সার জনসন (কলকাতা নাইট রাইডার্স), মিচেল মার্শ (লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস) ও নাথান এলিস (চেন্নাই সুপার কিংস)।

তাঁদের মধ্যে চোটের কারণে আইপিএল থেকে ছিটকে পড়ায় ম্যাক্সওয়েল আগেই অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেছেন। ভারত-পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি হামলার মধ্যে টুর্নামেন্ট স্থগিতের ঘোষণা করার পর বাকিরাও ভারত ছেড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের বেশির ভাগই এবার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আইপিএল খেলতে গিয়েছিলেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশের সামরিক বাহিনীর একের পর এক মিসাইল ও ড্রোন হামলার খবর পরিবারের সদস্যদের কানে পৌঁছানোয় তাঁরা

একটু বেশিই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই পরের ফ্লাইটেই ভারত ত্যাগ করেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ককে যেমন গতকাল ক্রিকেটার স্ত্রী অ্যালিসা হিলির সঙ্গে সিডনি বিমানবঃদরে দেখা গেছে। এ সময় স্থানীয় সংবাদমাধ্যম স্টার্ক ও হিলির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তাঁরা এড়িয়ে যান। প্যাট কামিন্স-ট্রাভিস হেডরাও পরিবার নিয়ে দেশে ফিরেছেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জশ হ্যাজলউড এই মাসে কোনো ম্যাচই খেলেননি। এই তারকা পেসারের না খেলার কারণ পিঠের চোট। সেই চোট নিয়েই দেশে ফিরে গেছেন তিনি। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর দাবি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে হ্যাজলউড যদি পুরোপুরি সেরেও ওঠেন, তবু এ বছর আইপিএলে আর খেলবেন না। একাধিক বিশ্বস্ত সূত্রেজানতে পারা গিয়েছে, শুধু খেলোয়াডেরাই নন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কোচিং স্টাফে থাকা অস্ট্রেলিয়ানরাও আর ভারতে যেতে চান না।

রিকি পন্টিং এবার পাঞ্জাব কিংসের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর সহকারী হিসেবে দেখা গেছে ব্র্যাড হ্যাডিন ও জেমস হোপসকে। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের প্রধান কোচ ছিলেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার। মাইকেল হাসি চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আইপিএল স্থগিত হওয়ার পর ল্যাঙ্গার ও হাসি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেছেন। তবে পন্টিং, হ্যাডিন ও হোপস এখনো ভারতেই আছেন। এ বছর আইপিএল শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৫ মে। খেলোয়াড়দের এই দিন পর্যন্ত অনাপত্তিপত্র দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইপিএল শেষ হতে পারে ৩০ মে থেকে ১ জুনের মধ্যে। এএপির দাবি, স্টার্ক-কামিন্সদের বাড়তি এক সপ্তাহ ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি সিএ বিবেচনা করবে না। কারণ, লর্ডসে আগামী ১১-১৫ জুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে জুনের শুরু থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দেবে তারা। আর প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন দল লন্ডনে পা রাখবে জুনের প্রথম সপ্তাহে। কামিন্স-হেডদের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এরই মধ্যে আইপিএল প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে প।ছে। দলটির বাকি থাকা তিন ম্যাচ নিছক আনুষ্ঠানিকতার। তাই শেষ তিনটি ম্যাচ খেলতে আবারও কামিন্স-হেডরা ভারতে যেতে চাইছেন না। এই দুজনের মতো স্টার্ক-হ্যাজলউডও অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের স্কোয়াডে রাখা হতে পারে পাঞ্জাব কিংসের জশ ইংলিস কিংবা লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মিচেল মার্শকে। দলে জায়গা পেলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের আইপিএল-ভাবনা থেকে সরে আসতে হবে। তবে যাঁরা সিএর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পরিকল্পনায় নেই (যেমন মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা, জাভিয়ের বার্টলেট, টিম ডেভিড), তাঁরা চাইলে আইপিএল খেলতে আবার ভারতে যেতেও পারেন। এখন প্রশ্ন হলো-মৌসুম শেষ হওয়ার আগে আইপিএল ছো যাওয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকেরা কি অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের পুরো পারিশ্রমিক দেবেন? এ নিয়ে একটা দ্বিধা তৈরি হয়েছে। ভারত না পারলে আইপিএল আয়োজন করতে চায় ইংল্যান্ড কারণ, অতীতে মৌসুমের মাঝপথে বিদেশিরা আইপিএল ছেড়েছেন বলে এবারের মেগা নিলামের আগে পুরো মৌসুম খেলার নিশ্চয়তা নিয়েই খেলোয়া।দের নিবন্ধিত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী খেলোয়াড়রোও নিজ নিজ বোর্ড থেকে পুরো মৌসুম খেলার ছাড়পত্র নিয়েছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতির দায় যেহেতু ক্রিকেটার বা তাঁর বোর্ডের নয়, বিসিসিআই-ই হয়তো খেলোয়াড়দের আরও এক সপ্তাহের জন্য ছাড়পত্রের অনুরোধ করতে পারে। এমনিতে চুক্তি অনুযায়ী, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে স্টার্ক-কামিন্সদের পুরো পারিশ্রমিকই দিতে হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com